বড়দের তাহাজ্জুদ ও রাত জাগরণ

ইমাম আবু বকর ইবনে আবিদ্দুনইয়া রহ.

তাহাজ্জুদ প্রসঙ্গে কুরআন, হাদীস, আকওয়ালে সাহাবা ও আছারে তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীন সমৃদ্ধ এক নজিরবিহীন ইলমী ও আমলী উপহার

বড়দের তাহাজ্জুদ ও রাত জাগরণ

মূল

ইমাম হাফেজ আবু বকর ইবনে আবিদ্ দুনিয়া রহ.

অনুবাদ

মাওলানা আলমগীর হুসাইন যশোরী

ফারেগ : দারুল উলূম দেওবন্দ (ভারত)

ইফতা : মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়া ঢাকা

সহশিক্ষাসচিব ও মুহাদ্দিস : জামিয়াতুস সুন্নাহ শিবচর মাদারীপুর

মাকতাবাতুল হেরা

বাংলাবাজার শাখা

ইসলামী টাওয়ার (আন্ডারগ্রাউন্ড), ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

০১৯৬১-৪৬৭১৮১, ০১৯৫৫-২৪২৫২২

যাত্রাবাড়ী শাখা

৮২/১২এ, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪

০১৯৬১-৪৬৭১৮১,০১৯৫৫-২৪২৫২৩

প্রকাশকাল : সফর ১৪৩৬ হি., ডিসেম্বর ২০১৪ ঈ.

বড়দের তাহাজ্জুদ ও রাত জাগরণ : মূল : ইমাম হাফেজ আবু বকর ইবনে আবিদ্ দুনিয়া রহ.
অনুবাদ : মাওলানা আলমগীর হুসাইন যশোরী

প্রকাশক : আবু জুমানা
মাকতাবাতুল হেরা
যাত্রাবাড়ী ঢাকা-১২০৪
০১৯৬১-৪৬৭১৮১,০১৯৫৫-২৮২৫২৩
ইসলামী টাওয়ার, দোকান নং-৩ (আন্ডারগ্রাউন্ড)
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
০১৯৬১-৪৬৭১৮১, ০১৯৫৫-২৮২৫২২

বর্ণ বিন্যাস : আল-হেরা বর্ণসাজ

প্রচ্ছদ : নাজমুল হায়দার

মূল্য : ১৬০ (একশত ষাট) টাকা মাত্র

ISBN : 978-984-91123-7-2

উৎসর্গিত

আমার সম্মানিত পিতা
জনাব মুহাম্মদ আবুল হোসেন বিশ্বাস-এর হাতে
যিনি গুরুতর অসুস্থ; তাঁর সুস্থতা আমার একান্ত
কাম্য।

–অনুবাদক

পুনশ্চঃ পাঠক মহলের কাছে আমার অসুস্থ পিতার
দ্রুত রোগ মুক্তি ও হায়াত বৃদ্ধির জন্য দোয়ার
দরখাস্ত রইল।

অনুবাদকের কথা

৮ই রমযান ১৪৩৫ হিজরী, ৭ই জুলাই ২০14 ইংরেজি সোমবার দিবাভাগে اسلاف کی شب بیداری এর অনুবাদ সম্পন্ন হল। যথেষ্ট ব্যস্ততা এবং সময়ের স্বল্পতার মধ্য দিয়েও কিতাবখানা অনুবাদ শেষ করতে পেরে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি– আলহামদুলিল্লাহ।

কিতাবটির সন্ধান আমার জানা ছিল না। 'মাকতাবাতুল হেরা' এর সম্মানিত স্বত্বাধিকারী মুফতী হাবীবুল্লাহ সাহেব দা. বা. ঢালকানগর মাদ্রাসায় কিতাবটি সর্বপ্রথম আমাকে দেখান এবং অনুবাদ করে দেওয়ার জন্য আবেদন করেন। বড়দের তাহাজ্জুদ প্রসঙ্গে লেখা কিতাবটি দেখে আমার মধ্যেও অনুবাদের আগ্রহ পয়দা হয়। আজ সেই অনুবাদিত কাজই আপনার হাতের মুঠোয়।

মুফতী হাবীবুল্লাহ সাহেব আমাকে উর্দু অনুবাদ কপি দেন। যাতে কোনো মূল ভাষ্য আরবী ছিল না। মূল আরবী ভাষা থেকে উর্দুতে অনুবাদ হয়ে اسلاف کی شب بیداری নামে পাকিস্তান হতে তা মুদ্রিত ছিল। কিতাবটির পাঠ আমাকে চমৎকৃত করলেও মূল আরবী ভাষ্যের প্রয়োজনীয়তা আমি তীব্রভাবে অনুভব করি। কেননা কিতাবটি তাহাজ্জুদ প্রসঙ্গে আমাদের বরেণ্য আকাবিরদের উক্তি ও তাদের অবস্থায় ভরপুর ছিল। তাই আমার কাছে ভাল মনে হয় যে, বড়দের উক্তিগুলো যদি তাদের নিজ ভাষায় পেশ করা যায় তবে তা যেমন গ্রন্থের মান বাড়িয়ে দিবে, তেমনি তা উলামা সমাজেও ব্যাপকভাবে সমাদৃত হবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মূল কিতাব সংগ্রহের জোর প্রচেষ্টা চলে। এক পর্যায়ে আল্লাহ পাক ব্যবস্থা করে দেন। খোঁজ নিয়ে জানা যায় মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়া ঢাকা এর বৃহৎ গ্রন্থাগারে এর মূল কপি আছে এবং তাদের কম্পিউটারে থাকা মাকতাবায়ে শামিলার মধ্যেও মূল কপি আছে। এ তথ্য পেয়ে মারকাজের কুতুবখানার দায়িত্বশীলের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আমার জোর অনুরোধে এক পর্যায়ে তিনি তাদের ই-মেইল হতে আমাদের ই-মেইলে মূল কপি পাঠিয়ে দিলে সেখান থেকে তা আমার হস্তগত হয়। এই সহযোগিতার জন্য মারকাযের কুতুবখানার দায়িত্বশীল ভাইয়ের শুকরিয়া আদায় করছি এবং দোয়া করি আল্লাহ তাকে উত্তম বিনিময় প্রদান করুন।

কিতাবের মূল নাম التهجد وقيام الليل এটি আরবী ভাষায় লিখিত। লেখক একজন বিখ্যাত আলেম এবং বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব। তৎযুগের বড় ও নামকরা মুহাদ্দিস ছিলেন তিনি। অনেক পূর্বের মানুষ। ইতিহাস থেকে জানা যায়, তিনি ২০৮ হিজরী মোতাবেক ৮২৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইন্তেকাল করেন ২৮১

হিজরীতে। বাগদাদ ছিল তাঁর বাসস্থান। উলামা মহলে তিনি ইবনে আবিদ দুনিয়া নামে প্রসিদ্ধ হলেও তার মূল নাম হল আব্দুল্লাহ বিন উবাইদ বিন সুফিয়ান। তিনি অত্যন্ত উঁচু স্তরের আলেম ছিলেন। জীবনে অনেক কিতাব রচনা করে তিনি অমর হয়ে আছেন। তাঁর সব কিতাবই হৃদয়গ্রাহী এবং উপকারী। ইসলামের অনেক বিষয়ে তিনি কলম ধরেছেন এবং বহু জ্ঞানগর্ভ উপহার দিয়ে গেছেন। তাঁরই অন্যতম কিতাব التهجد وقيام الليل। এ গ্রন্থে লেখক তাহাজ্জুদ প্রসঙ্গে নবী, সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ী যুগের বিশিষ্ট ও প্রখ্যাত উলামা ও বুযুর্গদের মহামূল্যবান উক্তিসমূহ এবং তাদের হালাত জমা করেছেন অতি নিপুণভাবে। তাঁর বর্ণনাধারা অত্যন্ত সরস এবং আবেগী। মন দিয়ে পড়লে যে কারো জীবনে পরিবর্তন আসতে বাধ্য। বিশেষ করে যারা তাহাজ্জুদগুজার এবং আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীতে নিজেদের ফানা করতে চায় তাদের জন্য কিতাবটি আলোকবর্তিকাস্বরূপ। সাধারণ মানুষের জন্যও আবেদনপূর্ণ এবং উপকারী।

মূল আরবী গ্রন্থ ও উর্দু অনুবাদিত গ্রন্থকে সামনে রেখে বাংলা রূপান্তর করা হয়েছে। তবে ব্যতিক্রম যা তা হলো, উর্দুতে আরবী ভাষ্য ছিল না, মূল কিতাব থেকে এখানে আরবী সংযোজন করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত কিতাবের শুরুতে কুরআন-হাদীসের আলোকে 'তাহাজ্জুদ প্রসঙ্গ' শিরোনামে একটি দীর্ঘ ভূমিকা উল্লিখিত হয়েছে। তৃতীয়ত বড়দের উক্তি তুলে ধরার পূর্বে আকর্ষণীয় শিরোনাম উল্লেখ করা হয়েছে। মূল কিতাবে এমন কোনো শিরোনাম নেই। আর উর্দু কিতাবে থাকলেও আলোচনাকে সরস ও প্রাঞ্জল করতে অনেক স্থানে নতুনভাবে শিরোনাম তৈরি করা হয়েছে। আশা করি সব মিলিয়ে কিতাবটি এখন অনেক সহজ, উপকারী ও প্রামাণ্য হয়েছে। যদি এই কিতাব পাঠে কারো জীবন পরিবর্তন হয় এবং মানুষ তাহাজ্জুদগুজার হয় তবেই আমাদের শ্রম স্বার্থক হবে। অনুরোধ থাকবে, যিনি কিতাবটি পড়ে উপকৃত হবেন, তিনি শেষ রাতের খাস সময়ে এই নগণ্য ও অধমের কথাও মনে করে তার জন্য একটু দোয়া করবেন। হয়তবা আল্লাহ আপনার দোয়ার উসিলায় অধমের জন্য নাজাতের ফয়সালা করবেন!

আলমগীর
মণিরামপুর, যশোর
৭/৭/১৪ ইং

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

তাহাজ্জুদ প্রসঙ্গ ১৯
কুরআনের আলোকে তাহাজ্জুদ নামায ১৯
২. হাদীসের আলোকে তাহাজ্জুদ নামায ২৭
শয়তানের গিরার দ্বারা উদ্দেশ্যে ২৭
আল্লাহপাকের অবতরণের ব্যাখ্যা ২৮
তাহাজ্জুদের ফায়দা ২৯
কুরআনের বাহক কারা ৩০
পূর্ববর্তী নবীদের তাহাজ্জুদ ৩৪
বড়দের তাহাজ্জুদ মূলপর্ব ৩৯
১. রাতে উঠা নেককারদের রীতি ৩৯
হাদীসের ব্যাখ্যাদ ৩৯
২. তাহাজ্জুদ আল্লাহর নৈকট্য লাভের বড় উপায়দ ৪০
৩. তাহাজ্জুদগুজার বান্দা সর্বশ্রেষ্ঠ ৪০
৪. রাতে উঠা বাদ না দেয়া চায় ৪০
হাদীসের ব্যাখ্যাদ ৪১
৫. অলসতা হলেও তাহাজ্জুদ পড়া ৪১
৬. জান্নাতের হকদার কে? ৪১
৭. অন্যতম জান্নাতী আমল ৪২
৮. গভীর রাতে নামায আদায় ৪৩
৯. কেয়ামতের দিন তোমাদের পাথেয় কী হবে? ৪৩
১০. দীর্ঘ রাত জাগরনের প্রতিদান কী? ৪৪
১১. আল্লাহর নিকট সর্বোচ্চ প্রিয় আমল কী? ৪৪
১২. রাতের নামাযের ফযিলত ৪৫
১৩. রাতের ১ রাকাত দিনের ২০ রাকাত হতে উত্তম ৪৫
১৪. তাহাজ্জুদ পড়া ছাড়া উপায় নেই ৪৫
১৫. আল্লাহর নৈকট্য দানকারী আমল ৪৫
১৬. অধিক সওয়াবের আমল ৪৬
১৭. মধ্যরাতের নামাযের ফযিলত ৪৬
১৮. তাহাজ্জুদের দ্বারা জিনরাও খুশি হয় ৪৬
১৯. রাতে উঠা ও তাহাজ্জুদ পড়া মু'মিনদের মর্যাদার কারণদ ৪৭

বিষয় পৃষ্ঠা

২০. সমস্ত আমল হতে তাহাজ্জুদের ফায়দা বেশিদ ৪৮
২১. তাহাজ্জুদ নামায মু'মিনের নূর স্বরূপ ৪৯
২২. তাহাজ্জুদগুজারদের জন্য সুসংবাদ ৪৯
২৩. ফেরেশতারা তাহাজ্জুদ গুজারের দোয়ায় 'আমীন' বলে ৪৯
২৪. তাহাজ্জুদ গুজারদের অবস্থা ৫০
২৫. নামায সমস্ত ইবাদতের সর্দারদ ৫১
২৬. তাহাজ্জুদ সবচেয়ে মর্যাদার আমলদ ৫১
২৭. তাহাজ্জুদ হীনকে সম্মানিত এবং নীচকে উন্নত করেদ ৫১
২৮. তাহাজ্জুদে দীর্ঘ কিয়ামে আবেদদের প্রশান্তিদ ৫১
২৯. কুরআনের সুবাদে 'সকীনা' অবতরণ ৫২
৩০. শয়তান এবং জিনরা পলায়ন করে ৫২
৩১. তাহাজ্জুদ নামাযের বিকল্প নেই ৫৫
৩২. রাত ছিল সালামা বিন কুহাইলের জন্য ৫৫
৩৩. তাহাজ্জুদ নামাযই মূলত 'আনন্দভ্রমণ' ৫৬
৩৪. তাহাজ্জুদ নামায বান্দার জন্য নূর হবে ৫৬
৩৫. তাহাজ্জুদ দুনিয়ার মজা এবং প্রাণ ৫৭
৩৬. তাহাজ্জুদের সময় নবীজীর দোয়া ৫৭
৩৭. তাহাজ্জুদ পড়ে দোয়া করা ৫৮
৩৮. তাহাজ্জুদে নবীজীর অন্যান্য দোয়া ৫৯
৩৯. তাহাজ্জুদে হযরত উমর রা.-এর দোয়া ৬০
৪০. ইয়াযিদ রকাশীর দোয়া ৬১
৪১. খলীফা আবদী রহ.-এর দোয়া ৬১
৪২. শেষ রাতের নিবেদন ৬২
৪৩. শেষ রাতে আজরদা আম্বিয়ার দোয়া ৬৩
৪৪. শেষ রাতে নবীজীর দোয়া ৬৪
৪৫. মুহারিব বিন দিছারের দোয়া ৬৭
৪৬. সারা রাত একই আয়াত বারবার পড়া ৬৯
৪৭. হযরত তামীমে দারী রা.-এর রাত জাগরণ ৬৯
৪৮. রাতভর একটি আয়াত পাঠ ৭০
৪৯. হযরত হারুন বিন রিয়াব রহ.-এর তাহাজ্জুদ ৭০
৫০. হযরত সাঈদ বিন জুবাইর রহ.-এর আখেরাতের ভয় ৭১
৫১. হযরত হাসান বসরী রহ.-এর তাহাজ্জুদ ৭১

বিষয় পৃষ্ঠা

৫২. হাসান বিন হায় (রহ)-এর রাত জাগরণ ৭২
৫৩. সারা জীবন রাতভর ইবাদতের কসম ৭৩
৫৪. আমের বিন আবদে কায়েসের রাত জাগরণ ৭৩
৫৫. জান্নাতের প্রত্যাশী ঘুমায় না ৭৩
৫৬. আমের বিন কায়েসের দিন-রাত ৭৪
৫৭. জাহান্নাম আমাকে ঘুমুতে দেয় না ৭৫
৫৮. রবী বিন খয়ছামের রাতের ঘুম হারাম ৭৫
৫৯. ঘুমের মধ্যে মৃত্যুর আশঙ্কায় না ঘুমানো ৭৫
৬০. আল্লাহর ভয়ে রাত জাগরণ ৭৬
৬১. ঘুমানোর ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করা ৭৬
৬২. ঘুম পড়তে লজ্জাবোধ ৭৬
৬৩. ঘুমের মধ্যে আজাবের আশঙ্কা ৭৭
৬৪. কুরআনের বিস্ময় ঘুমুতে দেয় না ৭৭
৬৫. জিহাদের সফরে ইবাদত ৭৭
৬৬. বিভিন্ন ইবাদতে রাত যাপন ৭৮
৬৭. তাবেয়ী হযরত মাসরুকের রাত জাগরণ ৭৯
৬৮. শাদ্দাদ বিন আউসের জাহান্নামের ভয় ৭৯
৬৯. একই নামাযে অর্ধেক কুরআন পাঠ ৭৯
৭০. নফসকে ইবাদতে লাগিয়ে দেওয়া ৮০
৭১. সেজদার প্রতি আগ্রহ ৮০
৭২. নির্ঘুম হজের সফর ৮০
৭৩. ফজর পর্যন্ত নামাযে লিপ্ত ৮১
৭৪. শয্যাবিহীন মানুষ ৮১
৭৫. ৪০ বছর ধরে বিছানায় শয়ন না করা ৮২
৭৬. তলহা ও যুবায়দ-এর রাত জাগরণ ৮২
৭৭. তাহাজ্জুদের কারণে চেহারা শীর্ণ হওয়া ৮২
৭৮. একটি বিস্ময়কর ঘটনা ৮৩
৭৯. মৃত্যুর চিন্তায় দিন-রাত নামাযে লিপ্ত ৮৪
৮০. নামায দ্বারা রাত যিন্দা ৮৪
৮১. মৃত্যু পর্যন্ত শয্যা গ্রহণ না করা ৮৫
৮২. সফওয়ান বিন সুলাইমের অবস্থা ৮৫
৮৩. রাতকে তিন ভাগ করা ৮৫

বিষয় পৃষ্ঠা

৮৪. নামাযের মাধ্যমে ক্ষমা লাভ ৮৬
৮৫. দিন-রাত শয়ন না করা ৮৭
৮৬. রাতে হৃদকম্পন শুরু হওয়া ৮৭
৮৭. কবরে দীর্ঘকাল থাকতে হবে ৮৮
৮৮. মুহাম্মাদ বিন কাবের রাত জাগরণ ৮৮
৮৯. শয্যায় এলে অস্থির হওয়া ৮৯
৯০. জাহান্নামের ভয়ে নিদ্রা ত্যাগ ৮৯
৯১. দিন আপনার রাত আমার ৯০
৯২. এক ওজুতে ইশা ও ফজর আদায় ৯০
৯৩. ইশার ওজু দ্বারা চল্লিশ বছর ফজরের নামায পড়া ৯০
৯৪. তারা দেখে দেখে সারা রাত ইবাদত করা ৯০
৯৫. সিঁড়ির আশি ধাপ পেরিয়েই নামায আদায় ৯১
৯৬. এক রাতে হাজার আয়াত তেলাওয়াত ৯১
৯৭. তাহাজ্জুদ নামাযে হাজার আয়াত তেলাওয়াত ৯১
৯৮. সূরা বাকারা ও আলে ইমরান দিয়ে তাহাজ্জুদ নামায ৯২
৯৯. গরমকালে রাতভর নামায পড়া ৯২
১০০. এক রাকাতে সূরা বাকারা তেলাওয়াত ৯২
১০১. চল্লিশ বছর নির্ঘুম রজনী পার ৯৩
১০২. ঘুম ভাঙ্গনে আর না ঘুমানো ৯৩
১০৩. ঘুম ভাঙ্গলে তাহাজ্জুদে দাঁড়ানো ৯৩
১০৪. শেষ রাতে কবরস্থানে গিয়ে নামায আদায় ৯৩
১০৫. এক পায়ে দাঁড়িয়ে সারা রাত তাহাজ্জুদ আদায় ৯৪
১০৬. শেষ রাত পর্যন্ত তাহাজ্জুদ পড়া ৯৪
১০৭. দুই বুযুর্গের কান্না ৯৫
১০৮. লাঠিতে ভর দিয়ে তাহাজ্জুদ আদায় ৯৫
১০৯. হযরত রাবিয়া আদাবির রাতভর নামায ৯৬
১১০. অচিরেই চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে পড়ব ৯৬
১১১. ঈমানদারদের জন্য কবরের দীর্ঘ ঘুমই যথেষ্ট ৯৭
১১২. রাতের অন্ধকারের সঙ্গে কেয়ামতের কতই না অপূর্ব মিল ৯৭
১১৩. ঘুমের সঙ্গে আবেদদের সম্পর্ক কীসের? ৯৭
১১৪. রাতভর শয্যা থেকে দূরে ৯৮
১১৫. কুফা থেকে মক্কা সফরে রাতে না ঘুমানো ৯৮

বিষয় পৃষ্ঠা

১১৬. আব্দুল আযীযের সবর ৯৮
১১৭. তাহাজ্জুদের জন্য কষ্ট স্বীকার ৯৯
১১৮. তাহাজ্জুদগুজার নামে প্রসিদ্ধি লাভ ৯৯
১১৯. মা'মার বিন মুবারকের ইবাদত ৯৯
১২০. এক মহিলার সারা রাত নামায আদায় ৯৯
১২১. এক রাকাতে ছয় সূরা তেলাওয়াত ১০০
১২২. রাত-দিন নামাযে মশগুল থাকা ১০০
১২৩. নামাযে অধিক ক্রন্দনকারী ১০০
১২৪. আব্দুল ওয়াহিদের রাত জাগরণ ১০১
১২৫. সোজা লাঠির মত নামাযে দণ্ডায়মান থাকা ১০১
১২৬. দিনভর রোযা ও রাতভর নামায আদায় ১০২
১২৭. ইবাদত করতে করতে শীর্ণকায় হওয়া ১০২
১২৮. রাত ছিল মানসূরের বাহন ১০২
১২৯. রাত জাগরণ গোপন করার প্রয়াস ১০৩
১৩০. দাঁড়ানো লাঠিটা কোথায়? ১০৩
১৩১. তিন ইবাদতে রাত পার ১০৪
১৩২. রাতের আঁধারে অস্থিরচিত্তে ক্রন্দন ১০৪
১৩৩. মৌমাছির মত ভোঁ ভোঁ আওয়াজ বের হওয়া ১০৪
১৩৪. মৃত্যু পর্যন্ত শয্যা গ্রহণ না করার অঙ্গিকার ১০৫
১৩৫. আমল ছুটে যাওয়ায় শয্যাগ্রহণ না করার কসম ১০৫
১৩৬. তাহাজ্জুদ ছুটে যাওয়ায় শাস্তি ১০৬
১৩৭. যেমন পুত্র তেমন মাতা ১০৬
১৩৮. এক গুমনাম বুযুর্গের রাত জাগরণ ১০৭
১৩৯. মুহাম্মাদ বিন নজরের রাত জাগরণ ১০৮
১৪০. তাহাজ্জুদ পড়তে সঙ্গীদের আহ্বান ১০৮
১৪১. শেষ রাতে নবীজীর কুরআন তেলাওয়াত ১০৯
১৪২. নবীজীর অনুকরণে জোরে ও আস্তে তেলাওয়াত ১০৯
১৪৩. তাহাজ্জুদগুজারদের ইবাদত ও রাত জাগরণ ১০৯
১৪৪. তাহাজ্জুদগুজারদের চেহারার সৌন্দর্যের রহস্য ১১১
১৪৫. বাসর রাতের মজা লাভ ১১১
১৪৬. আবেদদের স্মৃতিচারণ ১১১
১৪৭. আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের কণ্ঠে আবেদদের অবস্থা ১১২

বিষয় পৃষ্ঠা

১৪৮. মোতির বাহনে চড়ে জান্নাতে গমন ১১২
১৪৯. স্বপ্নে মধুর আলাপন ১১৩
১৫০. কেয়ামতের দিন তাহাজ্জুদগুজারদের মর্যাদা..........১১৪
১৫১. এক মহিলার স্বপ্ন..........১১৫
১৫২. আজীব-গরীব নূর প্রদান ১১৫
১৫৩. সূরা বাকারার ফযিলত ১১৬
১৫৪. তাহাজ্জুদ ফরজ করার চিন্তা..........১১৬
১৫৫. শেষ রাতে ইবাদতের ফযিলত ১১৬
১৫৬. হযরত ইবনে উমর রা.-এর আমল..........১১৭
১৫৭. শেষ রাতে ৭০ বার ইস্তেগফারের নির্দেশ..........১১৭
১৫৮. রাতে মুত্তাকীদের আমল ১১৮
১৫৯. রাতে খুব অল্প নিদ্রা যাওয়া ১১৮
১৬০. রাতের অংশ হাসিল করা ১১৮
১৬১. মাগারিব-ইশার মাঝে না ঘুমানো..........১১৮
১৬২. মাগরিব ও ইশার মাঝে ইবাদত করা..........১১৯
১৬৩. রাতে তিন ঘোষণা ১১৯
১৬৪. চার আহ্বানে সাড়া দান..........১১৯
১৬৫. প্রথম রাতের ঘুম গনীমত..........১২০
১৬৬. শেষ রাতে ঘরে ঘরে কুরআন তেলাওয়াত ১২১
১৬৭. তেলাওয়াতের সময় সফরের ওয়াদা..........১২১
১৬৮. বৃষ্টির সঙ্গে কুরআন তেলাওয়াতের প্রতিযোগিতা..........১২১
১৬৯. ঘুম বৃদ্ধিতে শয়তানের গিরা লাগানো..........১২২
শয়তানের গিরার দ্বারা উদ্দেশ্য..........১২৩
১৭০. রাতের শ্রেষ্ঠ সময় ১২৩
১৭১. কানে শয়তানের পেশাব করাশয়তান পেশাব করার ১২৩
১৭২. রাতে উঠার একটি পরীক্ষিত আমল ১২৪
১৭৩. তাহাজ্জুদের জন্য ভাল পোশাক পরিধান করা..........১২৫
১৭৪. তাহাজ্জুদের জন্য দুইশত দেরহাম দ্বারা বস্ত্র ক্রয় ১২৫
১৭৫. তাহাজ্জুদের জন্য আলাদা পোশাক ব্যবহার ১২৫
১৭৬. হাজার দেরহামের চাদর পরিধান করা ১২৬
১৭৭. কদরের সম্ভাব্য রাতে চার হাজার দেরহাম মূল্যের পোশাক পরা..........১২৬
১৭৮. তাহাজ্জুদের সময় কাপড়ে খোশবু লাগানো..........১২৬

বিষয় পৃষ্ঠা

১৭৯. শেষ রাতে ক্ষমা লাভের দোয়া ১২৭
১৮০. জাগ্রত হয়ে নবীজীর দোয়া ১২৮
১৮১. নবীজীর আরেকটি দোয়া....................................১২৮
১৮২. হাজার নেকীর দোয়া ১২৯
১৮৩. তাহাজ্জুদগুজারদের বিশেষ পুরস্কার ১২৯
১৮৪. শেষ রাতে স্ত্রী-পরিজনদের জাগিয়ে দেওয়া ১৩০
১৮৫. ইবনে উমরের আমল.................................... ১৩০
১৮৬. প্রত্যহ হাজার রাকাত নামায ১৩০
১৮৭. এক রাতে আড়াই খতম কুরআন ১৩১
১৮৮. এক রাকাতেই পুরো কুরআন পাঠ ১৩১
১৮৯. সাহাবীর কুরআন খতম ১৩১
১৯০. সারা রাত নামায পড়েও উদ্যমী থাকা....................................১৩২
১৯১. ঘুম দূর করার নানা পলিসি ১৩২
১৯২. তাহাজ্জুদগুজারদের বিশেষ সম্মান ১৩৩
১৯৩. কেয়ামতের দিন তাহাজ্জুদগুজারদের সম্মান.................................... ১৩৩
১৯৪. কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে যাওয়া ১৩৪
১৯৫. এক আয়াতে রাত পার.................................... ১৩৪
১৯৬. রাতে কুরআন তেলাওয়াতের ফযিলত.................................... ১৩৫
১৯৭. অধিক নামায পড়ার উপদেশ.................................... ১৩৫
১৯৮. মানসুর বিন যাজানের ইবাদত ১৩৬
১৯৯. আবেদদের চোখের শীতলতা তাহাজ্জুদের মধ্যে নিহিত....................................১৩৬
২০০. হযরত উমর রা.-এর আখেরাতের ভয়.................................... ১৩৭
২০১. যাদের দেখলে আল্লাহ্ পাকের খুশি লাগে ১৩৭
২০২. শয়তানের গিরা কীভাবে খোলে? ১৩৮
২০৩. তাহাজ্জুদ পড়ার নববী নির্দেশনা....................................১৩৯
২০৪. রাতে আল্লাহর আহ্বান....................................১৩৯
২০৫. তাহাজ্জুদের তাওফিক না হওয়ার রহস্য ১৩৯
২০৬. গুনাহের কুফল ১৪০
২০৭. তাহাজ্জুদগুজারদের প্রতি ফেরেশতাদের দৃষ্টি ১৪০
২০৮. স্থায়ী নূর লাভ....................................১৪০
২০৯. ঘুম না আসার কৌশল ১৪১
২১০. মধ্যরাতে সেজদায় নবীজীর দোয়া ১৪১

বিষয় | পৃষ্ঠা

২১১. প্রতি দুই রাতে কুরআন খতম ১৪২
২১২. রাতে নামায অনাদায়কারীকে ভাল না বাসা ১৪২
২১৩. হাসান বসরীর পরিচয় ১৪২
২১৪. সারা রাত বসে কাটানো ১৪২
২১৫. সকালে শয্যা রাতের মতই পাওয়া যাওয়া ১৪৩
২১৬. রশিতে বেঁধে তাহাজ্জুদ পড়া ১৪৩
২১৭. পায়ে আঘাত করা ১৪৩
২১৮. ঘর বন্ধ করে ইবাদত করা ১৪৪
২১৯. শীতকালের রোযা দীর্ঘ তাহাজ্জুদের জন্য সহায়ক ১৪৪
২২০. সাহেবে কুরআনের প্রতি আহ্বান ১৪৪
২২১. এক রাতে কুরআন খতম করা ১৪৪
২২২. সারা বছর রাত জাগরণ করা ১৪৫
২২৩. নবীজীর তাহাজ্জুদ নামায ১৪৫
২২৪. তাহাজ্জুদের প্রভাব ১৪৬
২২৫. তাহাজ্জুদগুজার অন্যায় করতে পারে না ১৪৬
২২৬. তাহাজ্জুদ পড়লে চেহারা সুন্দর হয় ১৪৬
২২৭. তাহাজ্জুদের চাক্ষুষ বর্ণনা ১৪৭
২২৮. তাহাজ্জুদে দীর্ঘ কেরাত ও রুকু-সেজদা ১৪৭
২২৯. সেজদার ফযিলত ১৪৮
২৩০. দাঁড়িয়ে ও বসে তাহাজ্জুদ নামায ১৪৮
১৩১. কবরে নামায পড়ার তামান্না ১৪৯
২৩২. কবর হতে কুরআনের আওয়াজ শ্রবণ ১৪৯
২৩৩. প্রতি রাতে হাজার আয়াত তেলাওয়াত ১৪৯
২৩৪. প্রতিদিন ৬০০ রাকাত নামায ১৫০
২৩৫. প্রতিদিন ১০০০ রাকাত নামায ১৫০
২৩৬. নামাযী ব্যক্তির পুরস্কার ১৫০
২৩৭. আবেদদের গনীমত ১৫১
২৩৮. নবীজীর তাহাজ্জুদ রীতি ১৫১
২৩৯. আব্দুল্লাহ বিন রওহার নামায ১৫২
২৪০. নামাযের সময়ে যাত্রাবিরতি করায় দোয়া ১৫৩
২৪১. তাহাজ্জুদের জন্য স্ত্রীকে জাগ্রত করার ফযিলত ১৫৩
২৪২. যুদ্ধের ময়দানেও নবীজীর তাহাজ্জুদ আদায় ১৫৩

বিষয় পৃষ্ঠা

২৪৩. সাত রাতে কুরআন খতমের লাভ ১৫৪
২৪৪. রমযানের প্রতি রাতে কুরআন খতম ১৫৪
২৪৫. দাউদী নামায সর্বোত্তম নামায ১৫৪
২৪৬. বিশ বছর ইশার ওজু দ্বারা ফজর নামায পড়া ১৫৫
২৪৭. তাহাজ্জুদ নামায শেষে নবীজীর দোয়া ১৫৫
২৪৮. মধ্যরাতে নবীজীর তিন দোয়া ১৫৬
২৪৯. বিতর নামাযে দোয়া ১৫৭
২৫০. তাহাজ্জুদ ফরজ হওয়ার আশঙ্কা ১৫৭
২৫১. নবীজীর রাতের আমল ১৫৮
২৫২. সাদ বিন ইব্রাহীমের ইবাদত ১৫৯
২৫৩. হযরত উসমান রা.-এর মা'মুল ১৬০
২৫৪. মাগরিব ও ইশার মধ্যে ২০০ রাকাত নামায আদায় ১৬০
২৫৫. নামায পড়তে পড়তে বেহুশ হয়ে যাওয়া ১৬০
২৫৬. ইশার ওজু দ্বারা ফরজ পড়া ১৬১
২৫৭. রাতভর এক রাকাতও শেষ না হওয়া ১৬১
২৫৮. জুমুআর দিন পুরো রাত তাহাজ্জুদ পড়া ১৬২
২৫৯. প্রতিদিন ৪০০ রাকাত নামায আদায় ১৬২
২৬০. ২৪ ঘন্টা নামায পড়া ১৬২
২৬১. নবীজীর তিন ঘোষণা ১৬৩
২৬২. ইমাম তাউসের তাহাজ্জুদ ১৬৪
২৬৩. উম্মতের জন্য নবীজীর সুপারিশ ১৬৪
২৬৪. হযরত উমর রা.-এর বাণী ১৬৫
২৬৫. নামাযে উদাসীনতার পরিণতি ১৬৫
২৬৬. নামায দাঁড়িপাল্লা স্বরূপ ১৬৫
২৬৭. নামাযে মাজা সোজা রাখা ১৬৬
২৬৮. কোমর সোজা না রাখার পরিণাম ১৬৬
২৬৯. হাসান বসরী রহ.-এর বিস্ময় ১৬৭
২৭০. আজব সেজদা ১৬৭
২৭১. জাহান্নামের ভয় ১৬৭
২৭২. তাহাজ্জুদ ও ইবাদতে বাড়াবাড়ি না করা ১৬৮
২৭৩. নবীজীর তাহাজ্জুদের আমল ১৬৮
২৭৪. রমযানের তাহাজ্জুদ নামায ১৬৯

বিষয় পৃষ্ঠা

২৭৫. পরিবারকে তাহাজ্জুদের জন্য ডেকে দেয়া ১৭০
২৭৬. ফেরেশতা ও শয়তানের ঝগড়া ১৭১
২৭৭. রমযানের শেষ দশকে পরিবারদের জাগানো ১৭১
২৭৮. তাহাজ্জুদের ভূমিকা নামায ১৭২
২৭৯. নামায মু'মিনের নূর ১৭২
২৮০. নামায গুনাহ নাশক ১৭২
২৮১. মুত্তাকীদের প্রিয় বস্তু ১৭২
২৮২. দুনিয়াদার থেকে ফিরে এসে কুরআন তেলাওয়াত ১৭২
২৮৩. তাহাজ্জুদগুজাররা জান্নাতের প্রহরী ১৭৩
২৮৪. অধিক নিদ্রাগামী ফকীর হবে ১৭৩
২৮৫. বাপ-বেটার রাত জাগরণ ১৭৩
২৮৬. বেশি না খাওয়ার আহ্বান ১৭৪
২৮৭. তিন চোখের জন্য জাহান্নাম হারাম ১৭৪
২৮৮. মাগরিব থেকে ইশা পর্যন্ত নফল নামায ১৭৫
২৮৯. এক রাকাতে পাঁচ সূরা পাঠ ১৭৫
২৯০. নবীজীর কুরআন তেলাওয়াতের তরিকা ১৭৬
২৯১. রাতে কুরআন তেলাওয়াতের বিভিন্ন ফযিলত ১৭৬
২৯২. শেষ রাতের তিন ঘোষণা ১৭৬
২৯৩. জোহর পর্যন্ত তাহাজ্জুদের কথা ১৭৭
২৯৪. হাম্মাম বিন মুনাব্বেহের দোয়া ১৭৭
২৯৫. এক আয়াতেই সকাল ১৭৭
২৯৬. রাত ছোট হওয়ার অভিযোগ ১৭৮
২৯৭. আল্লাহর জিজ্ঞাসা ১৭৮
২৯৮. খুশু কাকে বলে? ১৭৮
২৯৯. বারবার আল্লাহর আহ্বান ১৭৮
৩০০. আল্লাহর সামনে অবস্থান ১৭৯
৩০১. দু'টি অভ্যাস হারিয়ে যাচ্ছে ১৭৯
৩০২. শীতল গনীমত ১৭৯
৩০৩. তাহাজ্জুদ আঁকড়ে ধরার আহ্বান ১৭৯
৩০৪. রাতে তাহাজ্জুদ পড়লে সকাল সুন্দর হয় ১৮০
৩০৫. নবীজীর রাতের আমল পর্যবেক্ষণ ১৮০
৩০৬. নামাযে দীর্ঘ সময় দাঁড়ানোর ফায়েদা ১৮১

বিষয় পৃষ্ঠা

৩০৭. ফেরেশতার চুমো পাওয়ার আমল ১৮২
৩০৮. তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য আহ্বান ১৮২
৩০৯. হাসান বসরীর আহ্বান....................১৮২
৩১০. তাহাজ্জুদ না পড়ার পরিণাম.................... ১৮৩
৩১১. বারবার উঠে তাহাজ্জুদ পড়া ১৮৩
৩১২. নামায শ্রেষ্ঠ ইবাদত ১৮৩
৩১৩. ফেরেশতাদের কাছে আল্লাহর গর্ব ১৮৪
৩১৪. সর্বোত্তম নামায তাহাজ্জুদ.................... ১৮৪
৩১৫. তাহাজ্জুদের জন্য মিসওয়াকের নির্দেশ.................... ১৮৪
৩১৬. তাহাজ্জুদ পড়তে নবীজীর মিসওয়াক করা.................... ১৮৫
৩১৭. মিসওয়াক করা নেককারদের রীতি ১৮৫
৩১৮. মুসলমানের উত্তম স্বভাব.................... ১৮৫
৩১৯. মিসওয়াক শিয়রে রেখে ঘুমানো ১৮৫
৩২০. তাহাজ্জুদ ছুটে গেলেও সওয়াব লাভ ১৮৬
৩২১. ইশার পরের নামাযই তাহাজ্জুদ ১৮৬
৩২২. নামায পড়তে পড়তে পা ফুলে যাওয়া ১৮৬
৩২৩. নবীজীর পা ফেটে যাওয়া.................... ১৮৭
৩২৪. স্বামীর ফোলা পা দেখে ক্রন্দন.................... ১৮৭
৩২৫. হামাগুড়ি দিয়ে শয্যায় আসা.................... ১৮৭
৩২৬. তাহাজ্জুদের কেরাত শুনতে ফেরেশতাদের আগমন ১৮৭
৩২৭. রাতের নামাযের ফযিলত বেশি ১৮৮
৩২৮. একটি আয়াতের ব্যাখ্যা.................... ১৮৮
৩২৯. তাহাজ্জুদ কখন পড়া উত্তম?.................... ১৮৮
৩৩০. রাতের যে সময়টি আল্লাহর নিকটবর্তী....................১৮৯
৩৩১. কোন সময় দোয়া বেশি কবুলযোগ্য? ১৮৯
৩৩২. তাহাজ্জুদ নামায গুনাহ মিটিয়ে দেয়....................১৮৯
৩৩৩. আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার সময়....................১৯০
৩৩৪. মু'মিনের সম্মান ও মর্যাদার উৎস....................১৯০
৩৩৫. রাতে দোয়া কবুলের বিশেষ ক্ষণ ১৯০
৩৩৬. শেষ রাত বেশি প্রিয় ১৯১
৩৩৭. দীর্ঘ তাহাজ্জুদ বেহেশতী হুরের মোহর ১৯১

কিছু কথা

এই বইটি পিডিএফ হিসেবে আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্য হল ইসলামের দাওয়াহকে আরো বেশী করে প্রচার ও প্রসার করা। ইসলামিক জ্ঞান কপিরাইটেড করা আর তা অনুমতি নিয়ে বা অনুমতি ছাড়া ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারটি ইখতিলাফপূর্ণ।

সে ব্যাপারে আমি আর বেশী দূর না গিয়ে পাঠকদের এটাই নাসিহাহ করতে পারি, আপনারা ট্রাই করবেন এ ধরনের পিডিএফ হওয়া উপকারী ও গুরুত্বপূর্ণ বইগুলো যদি আপনাদের ভালো মনে হয়, তবে তা নিজেরা কিনে ঘরে এক কপি রাখবেন নিজেদের জন্য নাসিহাহ হিসেবে আর অন্যদের জন্য দাওয়াহ করার উদ্দেশ্যে। আর নিজেদের প্রিয়জনদেরকে ইসলামিক ইলমে ভরা চমৎকার কিছু বই গিফট দেওয়ার চেয়ে কল্যাণকর কাজ তো আমাদের মিস করা উচিত হবে না, তাই না ? কবর নামের ওই ছোট্ট গর্তে ভালো আমলগুলোই সাথে যাবে।

আপনারা এই বইটির হার্ডকপি অনলাইনে কিনতে নিচের দুটো লিঙ্কের কোন একটিতে ভিজিট করতে পারেন –

কিতাবঘর থেকে – (শর্টলিঙ্ক) – http://bit.ly/2hVf9D2

ওয়াফিলাইফ থেকে – (শর্টলিঙ্ক) – http://bit.ly/2jd4pS8

আর অবশ্যই দুআ করতে ভুলবেন না বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য।

বইটির পিডিএফ তৈরির কাজ করেছে –

thegreatestnation.wordpress.com

facebook.com/thegreatestnation.ever.2

তাহাজ্জুদ প্রসঙ্গ

ইসলামে তাহাজ্জুদের গুরুত্ব অনেক। তাহাজ্জুদ নামায যদিও সারা বছরের আমল, কিন্তু মাহে রমাযানে এর গুরুত্ব আরও বেশী। হাদীসে তাহাজ্জুদ নামায পড়াকে নবী-রাসূল ও আল্লাহওয়ালাদের প্রিয় রীতি ও আমল বলা হয়েছে। এর দ্বারা বোঝা যায়, তাহাজ্জুদ পড়া ছাড়া পূর্ণ নেককার হওয়া যায় না। কুরআন-হাদীসে তাহাজ্জুদের অনেক ফযিলত বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

কুরআনের আলোকে তাহাজ্জুদ নামায

তাহাজ্জুদ নামাযের গুরুত্ব অপরিসীম। পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াতে তাহাজ্জুদের ফযীলত ও মর্যাদার কথা বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে তাহাজ্জুদ সংশ্লিষ্ট কয়েকটি আয়াত ও সেগুলোর ব্যাখ্যা তুলে ধরা হলো।

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

অর্থ : তারা শয্যাত্যাগ করে তাদের প্রতিপালককে ডাকে আশায় ও আশংকায়, এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দান করেছি তা হতে তারা ব্যয় করে। কেউ জানে না তাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কী লুকায়িত রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ।[১]

আয়াতের ব্যাখ্যা ঃ পার্শ্বদেশকে শয্যা হতে পৃথক রাখার উদ্দেশ্য সম্পর্কে মুফাসসিরীনে কেরামের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। হাফেজ ইবনে কাছীর রহ. তা বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন। তবে তাফসীরের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রূহুল মা'আনী এর সম্মানিত লেখক আল্লামা মাহমূদ আলূসী রহ. তাঁর তাফসীরে লেখেন, অত্র আয়াতে পার্শ্বদেশ শয্যা থেকে পৃথক করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য উঠা। এ ব্যাপারে এটিই প্রসিদ্ধ

---

১. সূরা সাজদা-আয়াত ঃ ১৬-১৭।

অভিমত। হাদীস থেকেও এ ব্যাখ্যার সমর্থন মেলে। হযরত মু'আজ রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

أَلا أَدُلُّكَ على أَبْوَابِ الخَيْرِ ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِيءُ الخَطِيئَةَ كما يُطْفِيءُ المَاءُ النارَ، وَصَلاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، ثم تلا تَتَجافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجِعِ حتى بلغ "يَعْمَلُونَ—

অর্থ : আমি তোমাদেরকে কল্যাণের দ্বারসমূহের সুসংবাদ দিব? রোযা ঢালস্বরূপ। সদকা গুনাহকে এমন মিটিয়ে দেয়, যেমন পানি আগুন নিভিয়ে দেয়। মধ্যরাতে উঠে নামায পড়া।[২]

হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী রহ. উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় এ হাদীস উল্লেখ করে লেখেন, এ আয়াতে তাহাজ্জুদের ফযিলত বর্ণিত হয়েছে।

উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, যে সমস্ত লোক নীরব-নিস্তব্ধ রাতে আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে, নামায, তেলাওয়াত, দুআ, ইস্তেগফার ইত্যাদিতে লিপ্ত হয় এবং আল্লাহর দেয়া রিযিক তাঁর পথে ব্যয় করে আর এ সকল ইবাদত করার সময় আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ এবং আল্লাহর ভয় থেকে নির্ভীক হয় না, তারাই প্রকৃত ও খাঁটি মুসলমান। তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা এমন এমন নেয়ামত প্রস্তুত রেখেছেন, যা কেউ জানে না। আল্লাহ তা'আলা নিজেই সে নেয়ামত সম্পর্কে এক হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ করেন ঃ

قَالَ اللهُ تَعَالَى : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَـا لاَ عَـيْنٌ رَأَتْ ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ، وَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ : فَلاَ تَعْلَمُ نَفْـسٌ مَـا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [السجدة : ١٧] متفق عَلَيْه .

অর্থ : আমি নেক বান্দাদের জন্য এমন বস্তু প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শুনেনি, এমনকি কারো অন্তর তা কল্পনাও করেনি। এর প্রমাণস্বরূপ কুরআনের এ আয়াত তেলাওয়াত কর—

---

২. তিরমিযী ২:৮৯।

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ ـ

অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি জানে না যে, কী নয়নাভিরাম বিষয় তাদের জন্য লুকিয়ে রাখা হয়েছে।[৩]

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ـ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ـ

অর্থ : তারা রাতের সামান্য অংশে নিদ্রা যেত, রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত।[৪]

এ আয়াতের পূর্বের আয়াতে মুত্তাকীদের উপর আল্লাহর নেয়ামত ও করুণার আলোচনা হয়েছে। বলা হয়েছে, মুত্তাকীরা বাগ-বাগিচা এবং প্রস্রবণে থাকবে। আল্লাহ তাদেরকে যে নেয়ামত দিবেন তা তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করবে। এরপরে তাদের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করা হয়েছে। তার মধ্য থেকে একটি হলো, তারা রাতে খুব কম ঘুমায়। অর্থাৎ রাতের অধিকাংশ সময় আল্লাহর ইবাদতে অতিবাহিত করে এবং রাতের শেষ প্রহরে নিজের ত্রুটি ও গুনাহের কথা স্মরণ করে এই বলে ক্ষমা প্রার্থনা করে যে, হে আল্লাহ! হক আদায় করে ইবাদত করতে পারিনি। অনুগ্রহপূর্বক নিজ অনুকম্পায় আমাকে ক্ষমা করে দিন।

মুফতী শফী রহ. তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআনে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখেন : وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ অর্থাৎ, মুমিন-পরহেযগারগণ রাতের শেষ প্রহরে গোনাহের কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করে। أَسْحَارٌ শব্দটি سحر এর বহুবচন। এর অর্থ রাতের ষষ্ঠ প্রহর। এই প্রহরে ক্ষমা-প্রার্থনা করার ফযিলত অন্য এক আয়াতেও বর্ণিত হয়েছে। আর তা হলো : والمستغفرين بالاسحار। সহীহ হাদীসের সব কয়টি কিতাবেই এই হাদীস বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আকাশে বিরাজমান হন। তিনি ঘোষণা করেন : কোনো তাওবাকারী আছে কি, যার তাওবা আমি কবুল করব? কোনো ক্ষমা-প্রার্থনাকারী আছে কি, যাকে আমি ক্ষমা করব?[৫]

---

৩. বায়হাকী।

৪. সূরা যারিয়াত : ১৭-১৮।

৫. ইবনে কাসীর।

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনার আয়াতে সেই সব পরহেযগারের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, যাদের অবস্থা পূর্ববর্তী আয়াতে বিবৃত হয়েছে যে, তারা রাতে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মশগুল থাকে এবং খুব কম নিদ্রা যায়। এমতাবস্থায় ক্ষমা-প্রার্থনা করার বাহ্যত কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ, গুনাহের কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়। যারা সমগ্র রাত ইবাদতে অতিবাহিত করেন, তারা শেষ রাতে কোন্ গুনাহের কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করেন?

জওয়াব এই যে, তাঁরা আল্লাহ তা'আলার আধ্যাত্মজ্ঞানে জ্ঞানী এবং আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাঁরা তাঁদের ইবাদতকে আল্লাহ তা'আলার মাহাত্মের পক্ষে যথোপযুক্ত মনে করেন না। তাই এই ত্রুটি ও অবহেলার কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।[৬]

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا۔

অর্থ : (তারা আল্লাহর খাঁটি বান্দা) যারা তাদের প্রতিপালকের সামনে সেজদা এবং দণ্ডায়মান অবস্থায় রাত অতিবাহিত করে।[৭]

এ আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, রাতে যখন মানুষ গাফেল থাকে এবং গভীর ঘুমে অবচেতন থাকে, তখন তারা আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে বা সেজদারত অবস্থায় সময় কাটায়। তারা মদের দোকান, ফূর্তির স্থান, নাচ-গানের আসর, সিনেমা-থিয়েটারে সময় ব্যয় করে না। এমনকি বৈধ অন্যান্য কাজেও সময় লাগায় না; বরং নামায ও ইবাদতে পুরো সময় অতিবাহিত করে।

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَائِمًا يَّحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوْ رَحْمَةَ رَبِّهِ.
قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔

অর্থ : যে ব্যক্তি রাতের বিভিন্ন সময়ে সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখেরাতকে ভয় করে এবং তাঁর প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রকাশ করে, সে কি তার সমান, যে তা করে না? বল, যারা জানে

---

৬. মা'আরিফুল কুরআন।
৭. সূরা ফুরকান, আয়াত ঃ ৬৪।

এবং যারা জানে না, তারা কি সমান? বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।[৮]

যে বান্দা রাতের ঘুম বর্জন এবং আরাম বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর ইবাদতে নিয়োজিত হয়, কখনো তাঁর সামনে হাত বেঁধে দাঁড়ায়, আবার কখনো তাঁকে সেজদা করে, একদিকে আখেরাতের ভয় তার হৃদয়কে অস্থির করে তোলে আবার অপরদিকে আল্লাহর রহমত লাভের আশাতেও বুক বাঁধে, এর বিপরীতে যে হতভাগারা কেবল বিপদে পড়লে আল্লাহকে ডাকে এবং বিপদ অপসারিত হলে আল্লাহকে ভুলে যায়, এই দুই শ্রেণীর লোক কি সমান হতে পারে? কখনো নয়। যদি তারা বরাবর হয় তাহলে আলেম ও জাহেল এবং জ্ঞানী ও মূর্খের মধ্যে পার্থক্য থাকল কোথায়? অথচ এদের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তা বিবেকবান ব্যক্তি মাত্রই জানেন।

উপরোক্ত আয়াতে 'آنَاءَ اللَّيْلِ' এর অনুবাদ একদল আলেম 'মধ্যরাত' করেছেন। তবে কেউ কেউ রাতের প্রথমভাগ, মধ্যভাগ ও শেষভাগ বলে উল্লেখ করেছেন।[৯]

وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى.

অর্থ : এবং রাতে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং দিবসের প্রান্ত সমূহেও; যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পার।[১০]

মুফাসসিরীনে কেরাম লেখেন, দিনের প্রান্তভাগে পঠিত নামায দ্বারা উদ্দেশ্য জোহরের নামায। আর রাতে পঠিত নামায দ্বারা উদ্দেশ্য মাগরিব এবং ইশা। তবে কতিপয় মুফাসসিরের অভিমত হলো, রাতে পঠিত নামাযের মধ্যে তাহাজ্জুদও অন্তর্ভুক্ত।

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا.

অর্থ : নিশ্চয় ইবাদতের জন্য রাতে উঠা প্রবৃত্তি দলনে সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল।[১১]

---

৮. সূরা যুমার : ৯।
৯. ইবনে কাসীর।
১০. সূরা ত্বোয়া-হা ঃ আয়াত-১৩০।
১১. সূরা মুয্যাম্মিল ঃ আয়াত-৬।

রাতে নিদ্রা হতে ইবাদতের উদ্দেশ্যে জাগ্রত হওয়া বড় কঠিন। প্রবৃত্তিকে প্রদমিত করতে পারলেই তা সম্ভব হয়। তখন যা কিছু বলা হয় বা আবৃত্তি করা হয়, তা হৃদয় হতে উৎসারিত হয়। আর সেই সময় পূর্ণ মনোযোগের সাথে ইবাদতও করা যায়।

মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখেন, إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ এর মধ্যে نَاشِئَة এর অর্থ রাতের নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া।

হযরত আয়েশা রা. বলেন, এর অর্থ রাতে নিদ্রার পর নামাযের জন্য গাত্রোত্থান করা। তাই এর অর্থ হয়ে গেছে তাহাজ্জুদ। কারণ, এর শাব্দিক অর্থও রাতে নিদ্রার পর উঠে নামায পড়া।

ইবনে কায়সান রহ. বলেন, শেষরাতে গাত্রোত্থান করাকে نَاشِئَةَ اللَّيْـــلِ বলা হয়। ইবনে যায়েদ রহ. বলেন, রাতের যে অংশে কোনো নামায পড়া হয়, তা نَاشِئَةَ اللَّيْلِ এর অন্তর্ভুক্ত।

ইবনে আবী মুলাইকা রহ. এক প্রশ্নের জওয়াবে এবং ইবনে আব্বাস ও ইবনে যুবায়ের রহ.ও তাই বলেছেন। (মাযহারী)

এসব উক্তির মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। প্রকৃতপক্ষে রাতের যে কোনো অংশে যে নামায পড়া হয়, বিশেষ করে ইশার পর যে নামায পড়া হয়, তাই قِيَام اللَيل ও نَاشِئَةَ اللَّيْـــلِ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। যেমন হাসান বসরী রহ. বলেছেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও বুযুর্গগণ সর্বদাই এই নামায নিদ্রার পর শেষরাতে জাগ্রত হয়ে পড়তেন। তাই এটা উত্তম ও অধিক বরকতের কারণ। তবে ইশার নামাযের পর যে কোনো নফল নামায পড়া যায় এবং তাতে তাহাজ্জুদের সুন্নত আদায় হয়ে যায়।

প্রসিদ্ধ কেরাআত মতে وَطْـئًا, শব্দটির অর্থ দলন করা, পিষ্ট করা। আয়াতের অর্থ এই যে, রাতের নামায প্রবৃত্তি দলনে খুবই সহায়ক; অর্থাৎ এতে করে প্রবৃত্তিকে বশে রাখা এবং অবৈধ বাসনা থেকে বিরত রাখার কাজে সাহায্য পাওয়া যায়।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, أَشَدُّ وَطْئًا এর অর্থ এই যে, কর্ণ ও অন্তরের মধ্যে তখন অধিকতর একাত্মতা থাকে। কারণ রাত্রিবেলায় সাধারণত কাজকর্ম ও হট্টগোল থাকে না। তখন মুখ থেকে যে বাক্য উচ্চারিত হয়, কর্ণও তা শোনে ও অন্তরও উপস্থিত থাকে।

ইবনে যায়েদ রা. বলেন, রাতে নামাযের জন্য গাত্রোত্থান করা অন্তর, দৃষ্টি, কর্ণ ও জিহ্বার পারস্পরিক একাত্মতা সৃষ্টিতে খুবই কার্যকর।

أَقْوَمُ শব্দের অর্থ অধিক সঠিক অর্থাৎ রাত্রিবেলায় কুরআন তেলাওয়াত অধিক শুদ্ধতা ও স্থিরতা সহকারে হতে পারে। কারণ, তখন বিভিন্ন প্রকার ধ্বনি ও হট্টগোল দ্বারা অন্তর ও মস্তিষ্ক ব্যাকুল হয় না।

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ۔

অর্থ : আপনার পালনকর্তা জানেন, আপনি ইবাদতের জন্য দণ্ডায়মান হন রাতের প্রায় দু'তৃতীয়াংশ, অর্ধাংশ ও তৃতীয়াংশ এবং আপনার সঙ্গীদের একটি দলও দণ্ডায়মান হয়।[১২]

উক্ত আয়াতের সারকথা হলো, আল্লাহ বলছেন, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ ভাল করেই জানেন যে, আপনি ও আপনার সাথীগণ আমার قيام الليل এর নির্দেশ যথাযথ বাস্তবায়ন করেছেন। আপনারা কখনো অর্ধরাত, কখনো দুই-তৃতীয়াংশ, কখনো এক-তৃতীয়াংশ রাত আল্লাহর ইবাদতে অতিবাহিত করেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েত হতে জানা যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম রাতে এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন যে, তাঁদের পা ফুলে-ফেটে যাওয়ার উপক্রম হত।

আল্লামা যুবায়দী রহ. লেখেন, আল্লাহ তা'আলা রাত জাগরণকারীদের সওয়াবের কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সওয়াবের পাশাপাশি উল্লেখ করেছেন। এতে করে তাদের মর্যাদার বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔

অর্থ : তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।[১৩]

আল্লামা যুবায়দী রহ. বলেন, একদল আলেমের মতে এখানে নামায দ্বারা উদ্দেশ্য, রাতে নামায পড়া। যার দ্বারা নফসের ইসলাহ এবং সমস্ত দ্বিধা-সংশয় দূরীভূত হয়। –ইতহাফ

---

১২. সূরা মুয্যাম্মিল ঃ আয়াত-২০।

১৩. সূরা বাকারা ঃ আয়াত-১৫৩।

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا.

অর্থ : রাতের কিছু অংশ কুরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকুন। এটা আপনার জন্যে অতিরিক্ত। হয়তবা আপনার পালনকর্তা আপনাকে মাকামে মাহমুদে পৌঁছাবেন।[১৪]

তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনে এ আয়াতের দীর্ঘ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সংক্ষেপে তা নিম্নরূপ ঃ

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ ঃ تهجد শব্দটি নিদ্রা যাওয়া ও জাগ্রত হওয়া এই পরস্পর বিরোধী দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, রাতের কিছু অংশে কুরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকুন। কেননা 'به' সর্বনাম দ্বারা কুরআন বোঝানো হয়েছে (মাযহারী)। কুরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকার অর্থ নামায পড়া। এ কারণেই শরীয়তের পরিভাষায় রাত্রিকালীন নামাযকে 'তাহাজ্জুদ নামায' বলা হয়।

سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ.

অর্থ : তাঁদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সেজদার চিহ্ন।[১৫]

কোনো কোনো মুফাসসির এ আয়াতকে তাহাজ্জুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলেছেন। আয়াতে সেজদার চিহ্ন বলে নূরের আভা বোঝানো হয়েছে। কপালে সেজদার কালো দাগ বোঝানো হয়নি। বিশেষত তাহাজ্জুদ নামাযের ফলে এই চিহ্ন বেশী ফুটে উঠে। যেমন মুহাদ্দিস শরীক্ব ইবনে আব্দুল্লাহ নাখায়ী কুফী রহ. বলেন ঃ

مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ —

অর্থ : যে ব্যক্তি রাতে বেশি নামায পড়ে, দিনের বেলায় তার চেহারা সুন্দর ও নূরান্বিত হয়।[১৬]

---

১৪. সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত-৭৯।

১৫. সূরা ফাতহ ঃ আয়াত-২৯।

১৬. আলমাছনূ-১৯২।

২. হাদীসের আলোকে তাহাজ্জুদ নামায

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ ثَلَاثَ عُقَدٍ إِذَا نَامَ بِكُلِّ عُقْدَةٍ يَضْرِبُ عَلَيْكَ لَيْلًا طَوِيلًا فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ وَإِذَا تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَتَانِ فَإِذَا صَلَّى انْحَلَّتِ الْعُقَدُ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ ـ

অর্থ : "হযরত আবু হুরায়ারা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ ঘুমায়, শয়তান তার মাথার পেছন দিকে তিনটি গিরা দেয় এবং প্রত্যেক গিরার ওপর 'এখনও ঢের রাত আছে, তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমাও' এ কথার মোহর মেরে দেয়। যদি সে (ঘুম থেকে) জাগ্রত হয় এবং আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন একটি গিরা খুলে যায়। অতঃপর যদি সে ওযু করে তখন আরেকটি গিরা খুলে যায়। অতঃপর যদি সে নামাজ পড়ে তবে অপর গিরাটি খুলে যায় এবং সে প্রভাতে অত্যন্ত প্রফুল্ল মন ও পবিত্র অন্তর নিয়ে ওঠে। অন্যথায় সে প্রভাতে ওঠে কলুষিত অন্তর ও অলস মনে।[১৭]

শয়তানের গিরার দ্বারা উদ্দেশ্যে ঃ এখানে শয়তানের গিরা বলতে কি বুঝানো হয়েছে– তা নিয়ে উলামাদের মধ্যে বিভিন্ন মত রয়েছে।

(১) কেউ কেউ বলেন, এখানে বাস্তবেই গিরা উদ্দেশ্য। যেমন জাদুকররা গিরা দেয়। ইবনে মাজার এক রেওয়ায়েতে আছে যে, প্রত্যেক মানুষের মাথায় একটি রশি থাকে, যাতে তিনটি গিরা হয়।

(২) আর কেউ কেউ গিরা দেয়াকে রূপক হিসেবে নিয়েছেন। তারা বলেন, গিরা বলতে অলসতা উদ্দেশ্য। যেমন ইবনে মালেক বলেন, গিরা দ্বারা উদ্দেশ্য অলসতার গিরা অর্থাৎ অলসতার কারণ হয়।

(৩) আর কেউ কেউ বলেন, এখানে ধোঁকা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ শয়তান অন্তরে এ ধোঁকা দেয় যে, রাত এখনও বহু বাকী আছে, শুয়ে থাকো।

---

১৭. বুখারী, মুসলিম, মেশকাত-১০৯।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ -صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ وَمَنْ يَسْأَلُنِى فَأُعْطِيَهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَهُ.وفِي رواية لمسلم : "ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَيْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدُومٍ وَلَا ظَلُومٍ".حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ" —

অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকি থাকে, তখন আমাদের প্রভু দুনিয়ার আসমানে (নিকটবর্তী আসমানে) অবতরণ পূর্বক বলতে থাকেন; কে আছো! যে আমায় ডাকবে আর আমি তার ডাকে সাড়া দেব? কে আছো! যে আমার নিকট কিছু চাইবে আর আমি তাকে তা দান করবো এবং কে আছো! যে আমার নিকট ক্ষমা চাইবে আর আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। (বুখারী ও মুসলিম) আর মুসলিমের এক রেওয়ায়াতে এটাও আছে– অতঃপর তিনি আপন দুই হাত পেতে ফজর হওয়া (ঊষা উদয়কাল) পর্যন্ত বলতে থাকেন। কে আছো! যে ঋণ দিবে এমন ব্যক্তিকে যে দরিদ্র নয় এবং অত্যাচারী নয়।[১৮]

আল্লাহপাকের অবতরণের ব্যাখ্যা ঃ ইবনে হাজার, ইমাম মালেক রহ. এবং অন্যান্যরা এর ব্যাখ্যা তিনভাবে করেছেন। তাঁরা বলেন, আল্লাহ অবতরণ করেন মানে–

(১) আল্লাহর হুকুম অবতীর্ণ হয়,

(২) আল্লাহর বিশেষ রহমত অবতীর্ণ হয়,

(৩) আল্লাহর ফেরেশতা অবতরণ করেন।

দরিদ্র নয়, অত্যাচারী নয় অর্থাৎ আমি দরিদ্র নই যে, তাঁর ঋণ শোধ করতে পারবো না এবং অত্যাচারী নই যে, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তার ঋণ শোধ করব না।

---

১৮. মেশকাত-১০৯।

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرْفَةً يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا ، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا ، أَعَدَّهَا اللّٰهُ لِمَنْ أَلَانَ الْكَلَامَ ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ ، وَتَابَعَ الصِّيَامَ ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ —

অর্থ : "হযরত আবু মালেক আশআরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতের এমন সব (মসৃণ) বালাখানা রয়েছে, যার বাইরের জিনিসসমূহ ভিতর হতে এবং ভিতরের জিনিস বাইরে থেকে দেখা যায়। এ সব বালাখানা আল্লাহপাক ঐ ব্যক্তির জন্য তৈরি করেছেন, যে ব্যক্তি (মানুষের সাথে) নরম কথা বলে, (ক্ষুধার্তকে) আহার্য দান করে, পর পর রোজা রাখে এবং রাতে নামাজ পড়ে অথচ মানুষ তখন ঘুমে বিভোর থাকে (অর্থাৎ মানুষ যখন গভীর ঘুমে বিভোর তখন তারা তাহাজ্জুদ পড়ে।)[১৯]

পর পর রোজা রাখার সর্বনিম্ন পর্যায় হলো, প্রত্যেক মাসে তিনটি রোজা রাখা। এতেই উপরোক্ত মর্যাদা অর্জিত হবে।

عن أبي هريرة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَفْرُوضَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ —

অর্থ : "হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রঅসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, ফরজ নামাজসমূহের পর সর্বোত্তম নামাজ হলো ঐ নামাজ যা গভীর রাতে পড়া হয়। (অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামাজ।)[২০]

তাহাজ্জুদের ফায়দা ঃ মাযাহেরে হক গ্রন্থ প্রণেতা লেখেন যে, হযরত জুনাইদ বাগদাদী রহ. কে জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, আল্লাহপাক আপনার সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন? উত্তরে তিনি জানান যে, আমি মারেফাত ও হাকীকত সম্বন্ধে যা কিছু বলেছি তার কিছুই আমার

---

১৯. বায়হাকী, মেশকাত-১০৯।
২০. বায়হাকী, মেশকাত-১১০।

উপকারে আসেনি, কোনো সাহায্যে আসেনি ঐ সমস্ত সূক্ষ্ম ও চিকন কথা বা ইশারা যা আমি বয়ান করেছি; কিন্তু গভীর রাতে যা কিছু নামাজ (তাহাজ্জুদ) পড়তাম, আল্লাহপাক তার উসিলায় আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং জান্নাত দান করেছেন।

عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَشْرَافُ أُمَّتِي حَمَلَةُ الْقُرْآنِ وأَصْحابُ اللَّيْلِ —

অর্থ : হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ লোক তারাই, যারা কুরআনের বাহক এবং রাত্রি জাগরণকারী।[২১]

কুরআনের বাহক কারা ঃ কুরআনের বাহক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ সকল ব্যক্তি, যারা কুরআন মুখস্থ করে তার অর্থ বোঝে এবং কুরআনের সমস্ত আদেশ-নিষেধ মান্য করে। অবশ্য কেউ কেউ শুধু হাফেজদেরও অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

شَرَفُ الْمُؤْمِنِ صَلَاتُهُ بَاللَّيْلِ يعني تهجده فيه، وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ أي عزه في عدم طمعه فيما في أيديه —

অর্থ : "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মু'মিনের শ্রেষ্ঠত্ব হলো রাত্রে ওঠা অর্থাৎ রাত জেগে ইবাদত করা আর ইজ্জত-সম্মান হলো মানুষের অমুখাপেক্ষিতা।[২২]

عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ ، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ ، وَقُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ ، وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ ، وَمَنْهَاةٌ عَنِ الإِثْمِ ، وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ —

অর্থ : হযরত বেলাল রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাতে উঠা অর্থাৎ তাহাজ্জুদ পড়া তোমাদের উপর জরুরী। কেননা ইহা হচ্ছে তোমাদের পূর্বের নেক লোকদের অভ্যাস। আর

---

২১. বায়হাকী, মেশকাত-১১০।
২২. লাওয়াকিহুল আনওয়ার-৪২।

তা তোমাদের প্রভুর নৈকট্য লাভের পন্থা, গুনাহ মাফের উপায় এবং অপরাধ-অশ্লীলতা থেকে বাধাদানকারী, শারীরিক অসুস্থতা দূরকারী।[২৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ ـ

অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রমযান মাসের পরে সর্বশ্রেষ্ঠ রোযা হলো মুহাররম মাসের রোযা আর ফরজ নামাযের পর সর্বোত্তম নামায হলো তাহাজ্জুদের নামায।[২৪]

عَنْ عبد الله بْنِ سَلَامٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوْا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوْا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ ـ

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে মানব সকল! তোমরা সালামের ব্যাপক প্রচার-প্রসার কর। মানুষকে খানা খাওয়াও। মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে (অর্থাৎ শেষ রাতে) তখন নামায (তাহাজ্জুদ) পড়। তাহলে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[২৫]

عَنْ أَبِــيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَه فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِــيْ وَجْهِهَا الْمَاءَ، رَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِــيْ وَجْهِهِ الْمَاءَ ـ

অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ সে ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ

---

২৩. তিরমিযী ২:১৯৫, মেশকাত ১০৯।
২৪. তিরমিযী, ১ : ১৯।
২৫. তিরমিযী ২ : ৭৫।

করুন, যে ব্যক্তি রাতে উঠে নামায (তাহাজ্জুদ) পড়ে এবং নিজ স্ত্রীকেও জাগিয়ে দেয় এবং সেও নামায (তাহাজ্জুদ) পড়ে। আর যদি সে উঠতে অস্বীকার করে, তবে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। এমনিভাবে আল্লাহ অনুগ্রহ বর্ষণ করুন সে মহিলার প্রতি যে রাতে উঠে নামায (তাহাজ্জুদ) পড়ে এবং নিজ স্বামীকেও জাগিয়ে দেয় এবং সেও নামায (তাহাজ্জুদ) পড়ে। আর যদি সে উঠতে অস্বীকার করে, তবে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়।[২৬]

عَنْ اَبِــيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلٰثَةٌ يَضْحَكُ اللهُ اِلَيْهِمُ الرَّجُلُ اِذَا قَامَ بِاللَّيْلِ يُصَلِّــيْ وَالْقَوْمُ اِذَا صَفُّوْا فِى الصَّلٰوةِ وَالْقَوْمُ اِذَا صَفُّوْا فِــيْ قِتَالِ الْعَدُوِّ ــ

অর্থ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ পাক তিন ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে হাসেন (খুশি হন)। যথা–

১. যে ব্যক্তি রাতে উঠে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে।

২. যে ব্যক্তি নামাযে কাতারবন্দি হয়।

৩. যে ব্যক্তি শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সারিবদ্ধ হয়।[২৭]

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ كَانَ لِدَاوُدَ نَبِيِّ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةٌ يُوْقِظُ فِيْهَا أَهْلَه، فَيَقُوْلُ: يَا اٰلَ دَاوُدَ قُوْمُوْا فَصَلُّوْا، فَاِنَّ هٰذِهِ سَاعَةٌ يَسْتَجِيْبُ اللهُ فِيْهَا الدُّعَاءَ اِلَّا لِسَاحِرٍ أَوْ عَشَّارٍ ــ

অর্থ : হযরত উসমান বিন আবুল আস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, দাউদ আ.-এর রাতের বেলায় একটি নির্দিষ্ট সময় ছিল, সে সময়ে তিনি তার পরিবারের লোকদের জাগিয়ে দিতেন এবং বলতেন, হে দাউদ পরিবারের লোকেরা! ওঠ, তাহাজ্জুদ পড়। কেননা এটা এমন একটা সময় যখন

---

২৬. আবু দাউদ, নাসায়ী, মেশকাত, ১০৯।
২৭. শরহে সুন্নাহ, মেশকাত, ১৯৯।

আল্লাহ তা'আলা যাদুকর ও অন্যায়ভাবে ট্যাক্স আদায়কারী ব্যতীত সকলের দোয়া কবুল করেন।[২৮]

وَ عَنْ اَبِیْ سَعِیْدٍ وَ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَه مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا أَوْ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا كُتِبَا فِي الذَّاكِرِيْنَ وَالذَّاكِرَاتِ —

অর্থ : হযরত আবু সাঈদ ও হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কেউ রাতে নিজ স্ত্রীকে জাগিয়ে দেয় তারপর উভয়ে নামায (তাহাজ্জুদ) পড়ে অথবা তিনি বলেছেন, তারা সকলে দুই রাকাত (তাহাজ্জুদ) নামায পড়ে, তখন তারাও আল্লাহর স্মরণকারীদের ও স্মরণকারিণীদের অন্তর্গত হয়ে যায়।[২৯]

عَنْ عَبْدِ اللهِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَحَبُّ الصَّلٰوةِ اِلَى اللهِ صَلٰوةُ دَاوُدَ وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَه وَيَنَامُ سُدُسَه وَيَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا —

অর্থ : "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর কাছে প্রিয়তর নামায হচ্ছে দাউদ আ.-এর নামায এবং প্রিয়তর রোযা হচ্ছে দাউদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোযা। তিনি প্রথমে অর্ধরাত ঘুমাতেন তারপর এক তৃতীয়াংশ ভাগ রাত (তাহাজ্জুদ) নামাযে কাটাতেন। পুনরায় এক ষষ্ঠাংশ রাত ঘুমাতেন। এভাবে তিনি একদিন রোযা রাখতেন আর একদিন রোযা ছাড়তেন।[৩০]

عَنِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ اَبَاه عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ رَضِیَ اللّٰهُ كَانَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ حَتّٰى إِذَا كَانَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ، أَيْقَظَ أَهْلَه لِلصَّلَاةِ يَقُوْلُ لَهُمْ

---

২৮. মুসনাদে আহমাদ, মেশকাত, ১০৯-১০।
২৯. আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ, মেশকাত-১১০।
৩০. বুখারী, মুসলিম, মেশকাত-১০৯।

الصَّلَاةُ ثُمَّ يَتْلُوْ هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى —

অর্থ : হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা হযরত উমর বিন খাত্তাব রা. রাতে (তাহাজ্জুদ) নামায পড়তেন আল্লাহ যা তাওফিক দিতেন। অবশেষে যখন রাত শেষ হয়ে আসত তখন নিজ পরিবারের লোকদেরকে (তাহাজ্জুদ) নামাযের জন্য জাগিয়ে দিতেন এবং এই আয়াত তেলাওয়াত করতেন :

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى —

আপনার পরিবারকে নামাযের জন্য আদেশ করুন এবং নামায আদায়ে খুব ধৈর্যধারণ করুন। আমি আপনার কাছে রিযিক চাই না; বরং আমিই আপনাকে রিযিক দিয়ে থাকি এবং (শুভ) পরিণাম তো তাকওয়ার জন্যেই।[৩১]

পূর্ববর্তী নবীদের তাহাজ্জুদ

পূর্ববর্তী অনেক নবী-রাসূল তাহাজ্জুদ পড়েছেন। তবে তাদের মধ্য হযরত মূসা আ., হযরত দাউদ আ., হযরত সুলাইমান আ. এবং হযরত ঈসা আ.-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১. হযরত মূসা আ.-এর তাহাজ্জুদ

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি মেরাজের রাতে হযরত মূসা আ.-এর পাশ দিয়ে গমনকালে তাকে দেখি যে, তিনি কবরে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন।[৩২]

২. হযরত দাউদ আ.-এর তাহাজ্জুদ

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নফল নামাযসমূহের মধ্যে

---

৩১. মুয়াত্তা মালেক, মেশকাত-১১০।
৩২. মুসনাদে আহমদ, মুসলিম, নাসায়ী।

আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় নামায হল হযরত দাউদ আ.-এর নামায এবং নফল রোযাসমূহের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় রোযা হল হযরত দাউদ আ.-এর রোযা। হযরত দাউদ আ.-এর অভ্যাস ছিল, তিনি রাতের শুরুতে ঘুমিয়ে রাতের এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে উঠে তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন। পরে কিছু সময় আরাম করতেন। আর তিনি একদিন পরপর রোযা রাখতেন।[৩৩]

৩. হযরত সুলাইমান আ.-এর তাহাজ্জুদ

হযরত দাউদ আ. ও তাঁর পুত্র হযরত সুলাইমান আ. নিজেদের মাঝে রাত ভাগ করে নিয়েছিলেন। হযরত দাউদ আ. সুলাইমান আ.-কে বলেছিলেন, বাবা! হয়ত তুমি প্রথম রাতে তাহাজ্জুদ পড়বে আর আমি পড়ব শেষ রাতে অথবা তুমি শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়বে আর আমি পড়ব প্রথম রাতে। রাতে কখনও এমন হত না যে, পিতা-পুত্র একই সময়ে ঘুমিয়েছেন।[৩৪]

৪. হযরত ঈসা আ.-এর তাহাজ্জুদ

হযরত ঈসা আ.ও তাহাজ্জুদের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা তাহাজ্জুদ প্রসঙ্গে তার বাণী স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি বলেন : রাতে যারা তাহাজ্জুদ নামাযে লিপ্ত থাকে তাদের জন্য শুভ কামনা। যারা এভাবে অন্ধকার রাতে প্রভুর সামনে দাঁড়ায় তাদেরকে একটি স্থায়ী নূর দেয়া হয়।

---

৩৩. বুখারী, মুসলিম।
৩৪. আত তাহাজ্জুদ ও কিয়ামুল লায়ল।

তাহাজ্জুদ প্রসঙ্গে বুযুর্গদের উক্তি

তাহাজ্জুদ প্রসঙ্গে প্রতি যুগের উলামায়ে কেরাম চমৎকার উক্তি ও মূল্যায়ন করেছেন; বিস্তারিতভাবে তা সামনে এ গ্রন্থেই আসবে। এখানে নমুনা স্বরূপ কয়েকজন প্রসিদ্ধ বুযুর্গ ও সাধকের উক্তি তুলে ধরা হচ্ছে–

১. আবু সুলাইমান দারানী রহ.

বিশিষ্ট এ বুযুর্গের মন্তব্য হলো : যদি রাত না থাকত তাহলে আমার দুনিয়াবী জীবন এবং দুনিয়ায় থাকাটাই পছন্দনীয় হত না।

২. হযরত সুফিয়ান ছাওরী রহ.

বিশিষ্ট এ মুহাদ্দিস বলেন : মু'মিনের জন্য রাতভর ঘুমানো খারাপ আর ফাসেকদের জন্য ঘুমিয়ে থাকা ভাল। কারণ হলো, মু'মিন জেগে থাকলে পুরো সময়টা ইবাদত-বন্দেগীতে কাটাবে। পক্ষান্তরে ফাসেক জেগে থাকলে অন্যায়-অপকর্ম করবে। তাই তার জেগে থাকার চেয়ে ঘুমিয়ে থাকাই ভাল।

৩. ইমাম আওযায়ী রহ.

অন্যতম এই মুহাদ্দিস বলেন : আমাদের বড়দের অবস্থা এই ছিল যে, সুবহে সাদিকের সময় বা তার কিছু পূর্বে তারা এমন হয়ে যেতেন যে, যেন তাদের মাথায় পাখী বসেছে। সম্পূর্ণ আল্লাহমুখী হয়ে এ সময়টুকু কাটাতেন। এ সময়ে গভীর ধ্যানমগ্নতার কারণে কেউ যদি তাদের কাছে আসা-যাওয়া করত, তবে তা তাদের গোচরীভূত হত না।

৪. আসেম বিন আবুল নাযওয়াদ রহ.

তিনি বলেন– আমি এমন লোকদের পেয়েছি, যারা তাদের রাতকে উট বানিয়ে রেখেছিলেন। অর্থাৎ তাহাজ্জুদ ও রাত জাগরণের মাধ্যমে তারা রাতকে এভাবে আবদ্ধ করে রাখতেন যে, কেয়ামতের দিন এই রাতগুলোই তাদের পাথেয় ও পুলসিরাতের জন্য সওয়ারী হবে।

৫. আলী বিন বাককার রহ.

প্রখ্যাত এ বুযুর্গের অভিব্যক্তি হল : চল্লিশ বছর যাবত আমাকে একটি বিষয় পেরেশান করে আসছে। আর তা হলো, সুবহে সাদিক হওয়া। অর্থাৎ সুবহে সাদিক হলেই যেহেতু তাহাজ্জুদের সময় শেষ হয়ে যায়, তাই আমার এ কারণে বড়ই কষ্ট লাগে।

৬. ইসহাক বিন সাবীদ রহ.

তিনি বলেন– সালফে সালেহীনের কাছে মানসিক প্রফুল্লতার উদ্দেশ্য ছিল ২টি– (১) দিনে রোযা রাখা ও (২) শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়া।

৭. হযরত ফুযাইল বিন ইয়াজ রহ.

প্রখ্যাত এ মনীষীর মন্তব্য হলো : আমি রাত এলে এই কারণে খুশি হই যে, আল্লাহর সঙ্গে একান্তে মিলিত হওয়ার সুযোগ হয়েছে। আর দিন হলে এই কারণে খারাপ লাগে যে, এ সময়টা মানুষের সঙ্গে উঠাবসা ও দুনিয়াবী কাজে ব্যয় হয়ে যায়।

৮. ইয়াহইয়া বিন মুআজ রহ.

তিনি সুন্দর কথা বলেছেন– অন্তরের চিকিৎসা পাঁচটি জিনিসের মধ্যে নিহিত। যথা–

১. চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে কুরআন তেলাওয়াত।

২. পেট খালি থাকা।

৩. রাতভর নামায পড়া।

৪. শেষ রাতে বিশেষভাবে কান্নাকাটি করা।

৫. নেককার ও বুযুর্গদের সঙ্গে থাকা।"

৯. কাসেম বিন উসমান আলজুয়ী রহ.

তিনি চমৎকার কয়েকটি কথা বলেছেন।

১. পরহেযগারী আর খোদাভীতিই হল প্রকৃত দ্বীন।

২. শ্রেষ্ঠ ইবাদত হলো, যা গভীর রাতে নিরিবিলিতে করা হয়।

৩. জান্নাতে যাওয়ার রাস্তাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম রাস্তা হলো, অন্তরকে সব ধরনের বাতিল ও ফাসিদ আকীদা হতে হেফাজত করা।"

১০. ইয়াযিদ রকাশী রহ.

তিনি বলেন– রাতের নামায (তাহাজ্জুদ) মু'মিনের নূর বিশেষ। কেয়ামতের দিন এ নূর তাকে সামনে ও পেছনে হতে ঘিরে নিবে। এ আর দিনের রোযা বান্দাকে জাহান্নামের উত্তাপ থেকে দূরে ঠেলে দেয়।"

১১. হযরত কাব আহবার রা.

প্রখ্যাত এ সাহাবী বলেন : তাহাজ্জুদগুজারদেরকে ফেরেশতারা আসমান হতে সেভাবে দেখে যেভাবে তোমরা আকাশের তারা দেখ।

১২. হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.

বিশিষ্ট এ সাহাবী বলেন : “দিনের নামাযের উপর রাতের নামাযের (তাহাজ্জুদের) ফযিলত তেমন বেশি যেমন প্রকাশ্যে দানের চেয়ে গোপনে দানের ফযিলত বেশি।

১৩. হযরত হাসান বসরী রহ.

বিশিষ্ট এ তাবেয়ী যথার্থ বলেছেন : তাহাজ্জুদ নামায মু'মিনদের জন্য মর্যাদার প্রতীক আর মানুষের ধন-সম্পদ হতে অমুখাপেক্ষিতা তাদের জন্য সম্মান ও গর্বের কারণ।

১৪. হযরত আতা খোরাসানী রহ.

বিশিষ্ট এ বুযুর্গ সুন্দর বলেছেন : তাহাজ্জুদ নামায দেহের জীবন। অন্তরের নূর। চোখের দীপ্তি। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শক্তির উৎস।

১৫. হযরত শাহর বিন হাওশাব রা.

তিনি অতি সুন্দর মূল্যায়ন করেছেন : বান্দা যখন রাতে তাহাজ্জুদ পড়তে দাঁড়ায়, তখন সারা জগতে আনন্দ ছাঁপিয়ে যায়। যে স্থানে দাঁড়িয়ে নামায পড়ে সে স্থান নূরান্বিত হয়ে যায়। সে ঘরে যত মুসলমান জিন থাকে তারাও খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায়। সে কুরআন পড়লে জিনরা মন দিয়ে শোনে। দোয়া করলে তারা দোয়ার উপর 'আমীন আমীন' বলতে থাকে।

বড়দের তাহাজ্জুদ মূল পর্ব

১. রাতে উঠা নেককারদের রীতি

শেষ রাতে তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য উঠা পুণ্যবান ও নেককারদের রীতি। রাত নিদ্রার জন্যে হলেও নেককারগণ পুরো রাত ঘুমে বিভোর থাকেন না। তারা শেষ রাতে উঠে পড়েন এবং তাহাজ্জুদ নামাযসহ অন্যান্য ইবাদতে আত্মনিয়োগ করেন। এ প্রসঙ্গে হযরত বেলাল রা. থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّه دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللهِ تَعَالى، وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ وَتَكْفِيْرٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ —

অর্থ : শেষ রাতে উঠা তোমাদের জন্য জরুরি। কারণ তা–

১. তোমাদের পূর্ববর্তী নেককারদের রীতি বা অভ্যাস।

২. আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম উপায়।

৩. গুনাহের বড় প্রতিবন্ধক।

৪. কৃত পাপের কাফফারা বা ক্ষতিপূরণ এবং

৫. শারীরিক অসুস্থতা প্রতিরোধকারী।[৩৫]

হাদীসের ব্যাখ্যা

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, তাহাজ্জুদ এবং রাতে উঠার ধারা পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যেও অব্যাহত ছিল এবং এটি একটি প্রাচীন রীতি।

–মুনাবী রহ.

রাতে উঠার ফযিলত ও লাভ সম্পর্কে ইবনুল হাজ্জ রহ. বলেন, রাতে উঠার মধ্যে এমন কয়েকটি ফায়েদা রয়েছে যা অন্য আমলে নেই। আর তাহলো–

১. গুনাহকে এমনভাবে মিটিয়ে দেয়, যেমনভাবে ঝড়ো হাওয়া শুষ্ক পাতাকে গাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে।

---

৩৫. তিরমিযী, আসসুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী।

২. করবকে নূরের আলোয় ঝলমলে করে।

২. তাহাজ্জুদগুজার বান্দার চেহারাকে উজ্জ্বল ও জোতির্ময় করে।

৩. অলসতা-অবসাদ দূর করে।

৪. দেহে সতেজতা ও উৎফুল্লতা বৃদ্ধি করে শরীরকে চাঙ্গা করে।

৬. পৃথিবীবাসী আসমানকে যেমন তারা ঝলমলে দেখে, ঠিক তেমনি ফেরেশতারা তাহাজ্জুদ নামায আদায়কারীর স্থানকে আলো ঝলমলে দেখে।

২. তাহাজ্জুদ আল্লাহর নৈকট্য লাভের বড় উপায়

হযরত আবু উমামা বাহেলী রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ ، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ ، وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ ، وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ ، وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ

অর্থ : "রাত জাগরণ তথা তাহাজ্জুদ পড়া তোমাদের উপর অবশ্য কর্তব্য। কারণ–

১. ইহা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের রীতি-অভ্যাস।

২. তোমাদের প্রভুর কাছে তোমাদের নৈকট্য দানকারী।

৩. পাপরাশিকে মোচনকারী এবং

৪. গুনাহ হতে বাধা প্রদানকারী।"

৩. তাহাজ্জুদগুজার বান্দা সর্বশ্রেষ্ঠ

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

অর্থ : "আমার উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তারা–

১. যারা কুরআনের ধারক-বাহক এবং

২. রাত জাগরণকারী তথা তাহাজ্জুদগুজার।"

৪. রাতে উঠা বাদ না দেয়া চায়

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু মূসা রহ. বলেন, হযরত আয়েশা রা. আমাকে বলেন :

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فان رسول الله كَانَ لا يَدَعُهُ ، فَانْ مَرِضَ قَرَأَ وَهُوَ قَاعِدٌ ـ

অর্থ : "রাতে উঠা তথা ইবাদত করা কখনো বাদ দিবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা রাতে উঠতেন। তবে তিনি অসুস্থতা বোধ করলে বসে পড়ে তাহাজ্জুদ পড়তেন।"

হাদীসের ব্যাখ্যা

এ হাদীসে রাতে উঠার প্রতি উদ্বুদ্ধ এবং তাহাজ্জুদ নামায আদায় করার প্রতি গুরুত্বারোপ বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র অভ্যাসেরও বিবরণ দেয়া হয়েছে যে, যদিও নবীজী নিষ্পাপ ও ক্ষমাপ্রাপ্ত ছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাহাজ্জুদ বাদ দিতেন না। এতে আমাদের প্রতি এই সবক ও শিক্ষা রয়েছে যে, আমরা যেহেতু আল্লাহর রহমতের বেশি মুখাপেক্ষী, তাই আমাদের কর্তব্য হলো, তাহাজ্জুদ নামাযের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করা।

৫. অলসতা হলেও তাহাজ্জুদ পড়া

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু মূসা রহ. বলেন, আমাকে হযরত আয়েশা রা. বলেন :

لاَ تَدَعْ قِيَامَ اللَّيْلِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لا يَدَعُهُ ، وَكَانَ إِذَا مَرِضَ أَوْ قَالَتْ كَسِلَ صَلَّى قَاعِدًا ـ

অর্থ : "তুমি তাহাজ্জুদ পড়া বাদ দিবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও তাহাজ্জুদ পড়া ছাড়তেন না। তবে তিনি ক্লান্তি বা অলসতা বোধ করলে তাহাজ্জুদ নামায বসে পড়তেন।"

৬. জান্নাতের হকদার কে?

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রা. বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম মদীনায় এলেন, তখন লোকেরা তাকে জানায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ এনেছেন। এ খবর শুনে আমিও জনতার ভিড়ের মাঝে মিশে নবীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এগিয়ে যাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারার

প্রতি আমার দৃষ্টিপাত হতেই আমি বুঝে ফেলি যে, এ চেহারা কোনো মিথ্যাবাদীর চেহারা হতে পারে না অর্থাৎ নবীজী সত্য নবী। সে সময়ে নবীজী জনতার উদ্দেশে কিছু কথা বলেন। সর্বপ্রথম যে কথাটি আমি নবীজীর মুখ থেকে শুনি, তাহলো :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَصِلُوا الأَرْحَامَ ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ —

অর্থ : "হে লোক সমাজ! (তোমরা ৪টি কাজ করবে)। যথা–

(১) সালামের প্রচার-প্রসার করবে।

(২) মানুষকে খাদ্য খাওয়াবে।

(৩) আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখবে এবং

(৪) মানুষ যখন ঘুমে বিভোর থাকে অর্থাৎ শেষ রাতে (তাহাজ্জুদ) নামায পড়বে। তাহলে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রা. ইহুদীদের একজন বড় আলেম ছিলেন। নবীজীর নবুওয়াত লাভকালে তিনি মদীনায় ছিলেন। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় আসেন, তখন তিনিও নবীজীর খেদমতে আসেন এবং পরে মুসলমান হয়ে মর্যাদাবান সাহাবায়ে কেরামের অন্যতম হন।

এ হাদীসে সে সময়ে নামায পড়াকে জান্নাতে প্রবেশের উপায় বলা হয়েছে যখন মানুষ ঘুমের জগতে হারিয়ে যায়। আর সে সময় হলো শেষ রাত। অতএব এ হাদীসেও শেষ রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। শুধু গুরুত্বারোপই নয়; বরং এর পরকালীন লাভও বর্ণিত হয়েছে যে, যে নিয়মিত শেষ রাতে উঠে নামায পড়বে, তা তার জন্য সহজে জান্নাতে যাবার অন্যতম উসিলা হবে।

৭. অন্যতম জান্নাতী আমল

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! যখন আমি আপনার চেহারা মুবারক দেখি, তখন আমার মন ঠাণ্ডা হয়ে যায়, আমার চোখ শীতল হয়ে যায়। আমাকে এমন আমলের সন্ধান দিন, যা পালন করলে আমি জান্নাতী হতে পারব। জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

أَفْشُوا السَّلَامَ ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَصِلُوا الأَرْحَامَ ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ —

১. তুমি (ক্ষুধার্তকে) খানা খাওয়াবে।

২. সালামের ব্যাপক প্রচার-প্রসার করবে এবং

৩. যখন মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে তখন উঠে তাহাজ্জুদ পড়বে– তাহলে তুমি নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

৮. গভীর রাতে নামায আদায়

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَصِلُوا الأَرْحَامَ ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ —

অর্থ : "১. তোমরা (ক্ষুধার্তকে) খাদ্য খাওয়াবে।

২. সালামের ব্যাপক প্রচার-প্রসার করবে।

৩. মানুষ যখন ঘুমে বিভোর থাকে অর্থাৎ গভীর রাতে নামায পড়বে।

তাহলে তোমরা সহজে ও নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

৯. কেয়ামতের দিন তোমাদের পাথেয় কী হবে?

হযরত সিররী বিন মুখল্লাদ রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু যর রা.-কে বলেন :

يا ابا ذر! لو أردت سفرا لأعددت له عدته، فكيف بسفر طريق يوم القيامة؟ ألا أنبئك يا ابا ذر بما ينفعك ذلك اليوم؟ قَالَ : بلى بأبي و أمي، قَالَ : صم يوما شديدا حره يوم النشور، وصل ركعتين فى ظلمة الليل لوحشة القبور، وحج حجة لعظام الأمور، وتصدق بصدقة على مسكين أو كلمة حق تقولها أو كلمة سوء تسكت عنها —

অর্থ : "হে আবু যর! তুমি কোথাও সফরের ইচ্ছা করলে বিরাট প্রস্তুতি নাও, তো কেয়ামতের সফরের কী প্রস্তুতি নিবে? হে আবু যর! আমি কি

তোমাকে বলব না যে, সেদিন কোন জিনিস তোমাকে বেশি উপকার দিবে? তিনি জবাবে বলেন, আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কুরবান হোক। অবশ্যই আপনি তা বলে দিন। তখন নবীজী বলেন :

অর্থ : "১. কেয়ামতের দিনের জন্য কঠিন গরমের দিন রোযা রাখ।

২. কবরের এককীত্ব ঘুচাবার জন্য রাতের অন্ধকারে দু'রাকাত নামায পড়।

৩. বড় বড় কাজের জন্য ফরজ হজ আদায় কর।

৪. গরীব-মিসকীনকে সদকা দাও।

৫. অথবা কোনো সত্য কথা বলে দাও।

৬. অথবা কোনো মন্দ কথা হতে নিজের জবানকে নীরব রাখ।"

১০. দীর্ঘ রাত জাগরণের প্রতিদান কী?

মুহাম্মদ বিন কাছীর রহ. হযরত ইমাম আওয়ারী রহ. হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন :

بلغنى انه من اطال قيام الليل خفف الله عنه يوم القيامة —

অর্থ : "আমার নিকট এ হাদীস পৌছেছে যে, যে ব্যক্তি দীর্ঘ রাত জাগরণ করবে অর্থাৎ রাতে উঠে দীর্ঘ সময় ধরে তাহাজ্জুদসহ অন্যান্য ইবাদত করবে, আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন তার উপর কঠোরতা কম করবেন।"

১১. আল্লাহর নিকট সর্বোচ্চ প্রিয় আমল কী?

হযরত মুয়াবিয়া বিন কুররা রহ. বলেন, আমি একদিন হযরত হাসান বসরী রহ.-এর কাছে গেলাম, তখন তিনি স্বীয় খাটে হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। আমি বললাম :

يا أبا سعيد! أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال : الصلوة فى جوف الليل والناس نيام —

অর্থ : হে আবু সাঈদ! কোন আমল আল্লাহর নিকট বেশি প্রিয়? জবাবে তিনি বলেন : الصلوة فى جوف الليل والناس نيام

রাতের মধ্যভাগের নামায, যখন সারা জগত ঘুমে বিভোর থাকে।

১২. রাতের নামাযের ফযিলত

রাতের নামাযের ফযিলত দিনের নামাযের চেয়ে বেশি। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন :

فضل صلوة الليل على صلوة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية —

অর্থ : "রাতের নামাযের ফযিলত দিনের নামাযের উপর এমন, যেমন গোপনে দানের ফযিলত প্রকাশ্যে দানের উপর।"

১৩. রাতের ১ রাকাত দিনের ২০ রাকাত হতে উত্তম

হযরত ইয়ালা বিন আতা রহ. বলেন, আমার ফুফু সালমা বলেন, আমাকে হযরত আমর বিন আস রা. বলেন :

يا سلمى! ركعة بالليل خير من عشر بالنهار —

অর্থ : "হে সালমা! রাতের এক রাকাত নামায দিনের কুড়ি রাকাত হতে উত্তম।"

১৪. তাহাজ্জুদ পড়া ছাড়া উপায় নেই

হযরত কাতাদা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : لا بد من قيام الليل ولو قدر حلب شاة

অর্থ : "তাহাজ্জুদ পড়া ছাড়া উপায় নেই, যদিও বকরীর দুধ দোহনের সময়ের পরিমাণও হোক না কেন।"

অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন নাজাত চাইলে অল্প সময়ের জন্য হলেও তাহাজ্জুদ নামায পড়তে হবে।

এ হাদীস প্রমাণ করে যে, তাহাজ্জুদ নামায নফল-সুন্নত হলেও নাজাতের ব্যাপারে তার গুরুত্ব অপরিসীম। আখেরাতে সহজে নাজাত চাইলে তাহাজ্জুদ আমলের বিকল্প নেই। প্রতিদিন অল্প হলেও এ নামায পড়া চাই।

১৫. আল্লাহর নৈকট্য দানকারী আমল

হযরত মুবারক বিন ফুযালা রহ. বলেন, এক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরী রহ.-কে জিজ্ঞাসা করেন, হে আবু সাঈদ! আল্লাহর নৈকট্যকারী

আমলসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম কোনটি? জবাবে হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন :

ما أعلم شيئا يتقرب به المتقربون إلى الله أفضل من قيام العبد في جوف الليل الى الصلوة —

অর্থ : "আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দাগণ যেসব আমলের দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য হাসেল করেন তার মধ্যে মধ্যরাতের তাহাজ্জুদ পড়ার চেয়ে উত্তম আমল আর কোনোটি আছে বলে আমর জানা নেই।"

১৬. অধিক সওয়াবের আমল

দুইটি আমলের সওয়াব অতি বেশি। এ প্রসঙ্গে হযরত হাসান বসরী রহ.-এর উক্তি স্মরণীয়। তিনি বলেছেন :

ما نعلم عملا أشد من مكابدة هذا الليل ونفقة المال —

"নিয়মিত রাত জাগরণ এবং আল্লাহর রাস্তায় সমস্ত মাল ব্যয় করা অপেক্ষা অধিক কষ্টকর ও সওয়াবের আমল আর আছে বলে আমরা জানি না।"

১৭. মধ্যরাতের নামাযের ফযিলত

মধ্যরাতের জাগরণ ও নামায কেয়ামতের দিন নূর হয়ে ফায়দা দিবে। এ প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবুল হুজাইল রহ. বলেন :

قيام العبد في جول الليل إلى الصلوة نور له يسعى بين يديه يوم القيامة —

অর্থ : "মধ্যরাতে নামাযের জন্য বান্দার উঠা, তার জন্য নূর স্বরূপ, যা কেয়ামতের দিন তার সামনে সামনে থাকবে।"

১৮. তাহাজ্জুদের দ্বারা জিনরাও খুশি হয়

রাতে ইবাদতের জন্য ঘুম থেকে উঠা এবং তাহাজ্জুদ নামাযের অনেক ফায়দা রয়েছে। জিন জাতিও এতে খুশী হয়। এ প্রসঙ্গে এক দীর্ঘ বক্তব্যে হযরত শাহর বিন হাওশার রহ. বলেন :

اذا قام العبد من الليل تبشبشت له الارض واستنار له موضع مصلاه و فرح به عمار داره من مسلمى الجن، فاستمعوا لقرائته وامنوا على

دعائه، فاذا انقضت عنه ليلة أوصت به الليلة لمستأنفه، فقالت : كونى عليه خفيفة نبهية لساعته واحمى طول سهره إذا نام الباطلون على فرشهم، ثم تتولى عنه ليلته تلك و تسلمه إلى النهار، و تقول له عند فراقها اياه استودعك الذى استعملك فى بطاعته، و جعلنى لك فى القيامة شهيدا قال: ويقول له النهار فى اخره مثل ذلك ـــ

অর্থ : "বান্দা রাতে যখন তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য ওঠে তখন–

১. সারা দুনিয়ায় খুশির প্রবাহ ছড়িয়ে পড়ে।

২. যে স্থানে দাঁড়িয়ে নামায পড়ে সে স্থানটি আলোকময় ও ঝলমলে হয়ে যায়।

৩. তার বাড়িতে যেসব মুসলমান জিনরা থাকে তারা খুশি হয়ে যায়।

৪. সে নামাযে কুরআন পড়লে জিনরা তা শুনতে থাকে।

৫. সে দোয়া করলে জিনরা 'আমীন আমীন' বলে।

৬. একটি রাত শেষ হলে সে রাত আগত নতুন রাতকে উপদেশ ছলে বলে :

ক. তার জন্য হাল্কা ও সহজ হয়ে যাবে।

খ. ইবাদতের নির্দিষ্ট সময়ে তাকে জাগিয়ে দিবে।

গ. তার দীর্ঘ রাত জাগরণের উপর দয়া করবে, যখন বড় বড় নিকৃষ্ট লোকেরা ঘুমে বিভোর থাকে।

যখন সে রাত চলে যায় এবং আগামী দিন আসে, তখন রাত ঐ লোককে দিনের হাতে সোপর্দ করে বিদায়ের সময় তাকে বলে :

আমি তোমাকে ঐ সত্তার হেফাজত ও নিরাপত্তার বলয়ে অর্পণ করছি, যিনি তোমাকে তাঁর আনুগত্যে বহাল রেখেছেন এবং আমাকে তোমার জন্য কেয়ামতের দিন সাক্ষী বানিয়েছেন। এমনিভাবে ঐ দিনটিও যখন বিদায় নেয়, তখনও সে এমনটি বলে যায়।"

১৯. রাতে উঠা ও তাহাজ্জুদ পড়া মু'মিনদের মর্যাদার কারণ

হযরত হাসান বসরী রহ. উচ্চস্তরের বুযুর্গ ছিলেন। হযরত হরব বিন সুরাইজ রহ. বলেন, আমি হযরত হাসান বসরী রহ.-কে বলতে শুনেছি : قيام الليل شرف المومن، و عزهم الاستغناء عما فى ايدى الناس

অর্থ : "রাত জেগে ইবাদত-বন্দেগী করা মু'মিনদের মর্যাদার কারণ। আর তাদের ইজ্জত ও গর্বের কারণ হলো, মানুষের ধন-সম্পদ হতে অমুখাপেক্ষিতা।"

২০. সমস্ত আমল হতে তাহাজ্জুদের ফায়দা বেশি

তাহাজ্জুদ নামাযের ফায়দা অনেক। হযরত উসমান বিন আতা খোরাসানী রহ. স্বীয় পিতা হতে এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন :

(١) قيام الليل محياة للبدن (٢) و نور فى القلب (٣) وضياء فى البصر

(٤) وقوة فى الجوارح (٥) وان الرجل إذا قام من الليل متهجدا أصبح فرحا يجد لذلك فرحاً فى قلبه (٦) و اذا غلبته عيناه فنام عن جزئه أصبح لذلك حزينا منكسر القلب كأنه قد فقد شيئا، وقد فقد أعظم الأمور له نفعا —

অর্থ : ১. তাহাজ্জুদ নামায দেহের জীবন সমতুল্য।

২. এবং দিলের নূর বিশেষ।

৩. এবং চোখের আলো স্বরূপ।

৪. এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শক্তিসম।

৫. মানুষ যখন তাহাজ্জুদ পড়তে জাগ্রত হয় এবং ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ পড়ে, তখন তার সকাল খুব খোশময় ও আন্তরিক প্রশান্তিদায়ক হয়।

৬. আর যদি কখনো তার চোখ না খুলে; বরং নিদ্রা বিভোর হয়ে যায় এবং নিয়মিত আমল করতে জাগ্রত না হতে পারে, তাহলে সকাল বড়ই চিন্তাদায়ক হয়। তার দিল বিমর্ষ হয়ে যায়, যেন তার মূল্যবান কোনো সম্পদ হস্তচ্যুত হয়েছে! আর কেনইবা তার অবস্থা এমনটি হবে না, কেননা তার ঐ আমল হাত ছাড়া হয়ে গেছে, যা সমস্ত আমল হতে বেশি ফায়দাজনক আমল ছিল!

২১. তাহাজ্জুদ নামায মু'মিনের নূর স্বরূপ

হযরত হারিস বিন যিয়াদ রহ. বলেন, হযরত ইয়াযিদ রকাশী রহ. বলেন :

قيام الليل نور للمؤمن يوم القيامة يسعى يديه ومن خلفه، وصيام النهار يبعد العبد من حر السعير

অর্থ : "তাহাজ্জুদ নামায মু'মিনের নূর। কেয়ামতের দিন এই নূর তাকে সামনে এবং পশ্চাৎ হতে ঘিরে রাখবে। আর দিনের রোযা বান্দাকে জাহান্নামের উত্তাপ থেকে দূরে রাখে।"

২২. তাহাজ্জুদগুজারদের জন্য সুসংবাদ

হযরত তলহা বিন মাসরাফ রহ. বলেন, আমার কাছে এই বর্ণনা পৌঁছেছে যে :

ان العبد إذا قام من الليل ليتجهد ناداه ملكاه طوبى لك، سلكت منهاج العابدين قبلك

অর্থ : "বান্দা যখন তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য জাগ্রত হয়, তখন দুই ফেরেশতা তাকে ডেকে বলে, তোমার প্রতি সুসংবাদ হোক! তুমি পূর্ববর্তী আবেদদের তরীকার উপর চলেছ।"

২৩. ফেরেশতারা তাহাজ্জুদ গুজারের দোয়ায় 'আমীন' বলে

হযরত আবু মি'অশার রহ. মুহাম্মদ বিন কায়েস রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমার কা.ছ এই বর্ণনা পৌঁছেছে যে :

ان العبد اذا قام من الليل للصلوة تناثر عليه البر من عنان السماء الى مفرق رأسه و هبطت عليه الملائكة تستمع لقراءته واستمع له عمار داره و سكان الهواء، فاذا فرغ من صلاته و جلس فى الدعاء احاطت به الملائكة و تؤمن على دعائه، فان هو اضطجع بعد ذلك نودى : نم قرير العين مسرورا ، نم فخير نائم على خير عمل

অর্থ : "বান্দা যখন রাতে তাহাজ্জুদ নামায পড়ার জন্য জাগ্রত হয়, তখন আসমানের কিনারা হতে তার মাথার তালু পর্যন্ত তার জন্য নেকী

ছড়িয়ে দেয়া হয়। আসমান থেকে ফেরেশতা তার জন্য অবতরণ করে এবং তার কুরআন পড়া শোনে। তার ঘরে বিদ্যমান নেককার জিন এবং খোলা ময়দানে অবস্থানরত মাখলুক তার কুরআন পড়া কান লাগিয়ে শোনে। যখন সে নামায শেষে দোয়া করার জন্য বসে, ফেরেশতারা তাকে ঘিরে নেয় এবং তার দোয়ায় আমীন আমীন বলতে থাকে। এরপর সে যদি মা'মুলাত শেষে কিছু সময়ের জন্য ঘুমায়, তাহলে ফেরেশতাদের পক্ষ হতে তাকে বলা হয় : শীতল চোখে প্রফুল্লচিত্তে ঘুমাও! তুমি সর্বোত্তম নিদ্রা যাপনকারী। কেননা, তুমি সর্বোত্তম আমল করে ঘুমিয়েছ।"

২৪. তাহাজ্জুদগুজারদের অবস্থা

উমর বিন যর তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, বুযুর্গদের থেকে আমি এই বর্ণনা পেয়েছি যে :

ان العبد اذا قام من الليل للصلاة لم يسمعه شيئ من خلق الله الا استحلى تهجده فدعاله بخير قال : وان سكان الهواء و جنان البيوت يستمعون لقرائته ويصلون بصلاته، وإن ليله تلك لتوصى به الليلة المستقبلة فتقول : كونى عليه خفيفة و تيقظيه لساعته، فنعم الصاحب و نعم الناظر لنفسه، وان البر ليتناثر على رأسه إذا هو قام الى التهجد —

অর্থ : "মু'মিন বান্দা যখন রাতে তাহাজ্জুদ নামায পড়ার জন্য জাগ্রত হয়, তখন আল্লাহর মাখলুকের মধ্যে যে কেউ তার তেলাওয়াত এবং কুরআন পড়া শোনে, তার জন্য সে মঙ্গলের দোয়া করে এবং তার তাহাজ্জুদ নামায ও তেলাওয়াত হতে স্বাদ অনুভব করে।"

তিনি আরও বলেন : "খোলা ময়দানে অবস্থানরত মাখলুক এবং ঘরে অবস্থানরত জিনরা তার কেরাআত শুনে এবং তার মুক্তাদী হয়ে নামায পড়ে। সে রাত পরবর্তী রাতকে ওসিয়ত করে বলে :

১. তার জন্য সহজ হবে।

২. তাকে নির্ধারিত সময়ে ঘুম হতে জাগিয়ে দিবে। কেননা সে ভাল মানুষ। যে নিজের জন্য নাজাত চায়, সে ভাল মানুষই হয়।

যখন সে দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদ নামায পড়তে থাকে, তখন নেকীগুলো তার মাথার উপরে ছড়িয়ে দেয়া হয়।"

২৫. নামায সমস্ত ইবাদতের সর্দার

হযরত আমর বিন দীনার রহ. বলেন, পূর্ববর্তী বড়জনদের মধ্যে এ কথা সর্বজনবিদিত ছিল যে : الصلوة رأس العبادة

অর্থ : 'নামায ইবাদতের মূল এবং সর্দার।"

২৬. তাহাজ্জুদ সবচেয়ে মর্যাদার আমল

ওয়াহাব বিন মুনাব্বেহ রহ. বলেন :

أشرف اعمال المؤمن التهجد و قيام الليل —

অর্থ : "মু'মিনের সবচেয়ে মর্যাদার আমল হলো তাহাজ্জুদ পড়া এবং রাত জাগরণ করে ইবাদত করা।"

২৭. তাহাজ্জুদ হীনকে সম্মানিত এবং নীচকে উন্নত করে

ওয়াহাব বিন মুনাব্বেহ রহ. বলেন :

قيام الليل يشرف به الوضيع و يعز به الذليل، وصيام النهار يعطع عن صاحبه الشهوات، وليس للمؤمن راحة دون دخول الجنة —

অর্থ : "তাহাজ্জুদ নামায হীন ব্যক্তিকে সম্মানিত করে, নিচুকে উন্নত করে। এমনিভাবে দিনের নফল রোযা রোযাদারের কুপ্রবৃত্তিকে মিটিয়ে দেয়।

মু'মিনের প্রকৃত শান্তি হাসিল হবে জান্নাতে প্রবেশ করার পর; এর পূর্বে নয়।"

২৮. তাহাজ্জুদে দীর্ঘ কিয়ামে আবেদদের প্রশান্তি

হযরত ইয়াযিদ রকাশী রহ. তাঁর মাওয়ায়েজে বলেন :

بطول التهجد تقر عيون العابدين، وبطول الظمأ تفرح قلوبهم عند لقاء الله عز وجل —

অর্থ : "তাহাজ্জুদে দীর্ঘ কিয়ামে আবেদদের চোখ ঠাণ্ডা তথা তাদের আত্মপ্রশান্তি অর্জিত হয়। আর দীর্ঘ সময়ের পিপাসায় তাদের অন্তর খুশি হবে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাতকালে।"

২৯. কুরআনের সুবাদে 'সকীনা' অবতরণ

হযরত বারা ইবনে আযেব রা. বলেন :

بينا رجل يصلى بالليل وفى الدار فرس حصان مربوط فجعل الفرس ينفر و جعل ينظر فلا يرى شيئا، فجعل يفزع، فاصبح فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزل للقرآن —

অর্থ : "একবার এক ব্যক্তি রাতে তাহাজ্জুদ নামাযে লিপ্ত ছিল। ঘরে তার ঘোড়াও বাঁধা ছিল। হঠাৎ ঘোড়া সন্ত্রস্থ হয়ে ওঠে। সে এদিক-ওদিক তাকায় কিন্তু কিছুই তার নজরে পড়ে না। এতে লোকটি আরও ঘাবড়ে যায়।

সকাল হলে লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আসে এবং সব বৃত্তান্ত খুলে বলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সেটি 'সকীনা' ছিল, যা কুরআন তেলাওয়াত করার কারণে অবতীর্ণ হয়েছিল।"

'সকীনা' আল্লাহর মাখলুকাতের একটি মাখলুক। এতে আত্মপ্রশান্তি, চিত্তের স্থিরতা এবং খোদায়ী রহমত থাকে। ফেরেশতাসহ তা অবতীর্ণ হয়। যে স্থানে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত হয় সেখানে এবং তেলাওয়াতকারীর প্রতি সকীনা অবতীর্ণ হয়। রহমত নাযিল হয়। ফেরেশতারা কুরআন শোনার জন্য সেখানে আগমন করে।

৩০. শয়তান এবং জিনরা পলায়ন করে

হযরত উবাদা বিন সামেত রা. বলেন :

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلْيَجْهَرْ بِقِرَاءَتِهِ ، فَإِنَّهُ يَطْرُدُ بِجَهْرِ قِرَاءَتِهِ الشَّيْطَانَ ، وَفُسَّاقَ الْجِنِّ ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ فِي الْهَوَاءِ ، وَسُكَّانَ الدَّارِ يَسْتَمِعُونَ لِقِرَاءَتِهِ وَيُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ —

অর্থ : "যখন তোমাদের কেউ রাতে জাগ্রত হয় এবং তাহাজ্জুদ নামাযে জোরে কেরাত পড়ে, তখন এর কারণে শয়তান এবং অবাধ্য জিনরা পলায়ন করে। আর যেসব ফেরেশতা খোলা ময়দানে থাকে অথবা ঘরে অবস্থানরত নেককার জিনরা তার তেলাওয়াত শোনে এবং তার পেছনে নামায পড়ে।"

যখন সে রাত অতিক্রম করে যায়, তখন সে পরবর্তী রাতকে ওসিয়ত করে বলে : نبيه لساعته و كوني عليه خفيفة

অর্থ : "তাকে (তাহাজ্জুদগুজারকে) নির্দিষ্ট সময়ে জাগিয়ে দিবে এবং তার সঙ্গে নরম আচরণ করবে।"

যখন তাহাজ্জুদ গুজার ব্যক্তির মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে তখন কুরআন তার মাথার কাছে এসে দাঁড়ায়। মানুষ তাকে গোসল দেয়। যখন তার গোসল ও কাফনের কাজ শেষ হয় তখন কুরআন তার কাফন ও বুকের মাঝখানে এসে অবস্থান করে। যখন তাকে কবরে শোয়ানো হয় এবং মুনকার-নকীর আসে, তখন কুরআন মুনকার-নকীর এবং মৃত ব্যক্তির মাঝে আড় হয়ে দাঁড়ায়। মুনকার-নকীর কুরআনকে বলে, একটু সরে যাও, আমরা মৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করব। কুরআন জবাবে বলে, আমি তাকে একা ছেড়ে যেতে পারি না।

আবু আব্দুর রহমান (যিনি এই হাদীসের বর্ণনাকারী) বলেন, হযরত মুয়াবিয়া বিন হাম্মাদ আমাকে যে কিতাব পাঠিয়েছেন, তাতে লেখা ছিল :

حتى ادخل الجنة ، فإن كنتما أمرتما فيه بشئ فشأنكما —

অর্থ : "কুরআন তাকে জান্নাতে প্রবেশ করায়। এরপর মুনকার-নকীরকে বলে, যদি তোমাদেরকে তার ব্যাপারে আদেশ দেয়া হয়ে থাকে, তবে সেটা তোমাদের ব্যাপার।"

এরপর কুরআন মৃত ব্যক্তির প্রতি তাকায় এবং তাকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি আমাকে চিনতে পেরেছ? লোকটি বলে, না। তখন কুরআন বলে :

انا القران الذى كنت اسهر ليلك و أظمئ نهارك، وأمنعك شهوتك و سمعك و بصرك فسجدنـــى اليوم من الأخلاء خليل صدق، ومن الإخوان أخا صدق فأبشر فما عليك بعد مسئلة منكر و نكير من هم ولا حزن —

অর্থ : ১. আমি তোমার ঐ কুরআন, আমি তোমাকে রাত জাগ্রত রাখতাম।

২. দিনের বেলায় তোমাকে পিপাসিত রাখতাম।

৩. তোমার কানকে মন্দ কথা শোনার থেকে বিরত রাখতাম।

৪. আমি একমাত্র তোমাকেই আমার বন্ধু বানিয়েছি।

৫. তুমি আমার সবচেয়ে খাঁটি ভাই।

৬. এখন তুমি খুশি হয়ে যাও।

৭. মুনকার-নকীরে জিজ্ঞাসাবাদের পর তোমার আর কোনো চিন্তা-ভাবনা থাকবে না।"

মুনকার-নকীর মৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে চলে যায়। অতঃপর কুরআন আল্লাহর দরবারে যায়। সেখানে গিয়ে মৃত ব্যক্তির জন্য পোশাক এবং উন্নত শয্যার সুপারিশ করে। জান্নাতের শ্রেষ্ঠ নূর তার কবরে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানায়। ফলে জান্নাতের একটি অন্যতম নূর এবং জান্নাতের উন্নত খোশবু তার কবরে পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়।

এরপর দুনিয়ার আসমানের এক হাজার নৈকট্যশীল ফেরেশতা মৃত ব্যক্তিকে উঠায়। কুরআন শরীফ তাদের সহযোগিতা করে এবং তাদেরকে নিয়ে ঐ মৃত ব্যক্তির কাছে যায় এবং বলে :

هل استوحشت بعدى؟ فإن لم أزل بربك حتى امر لك بفراش و دثار و نور من نور الجنة، فيدخل عليه الملائكة فيحملونه و يفرشون له ذلك الفراش ويضعون الدثار تحت رجليه والياسمين عند صدره ، ثم يحملونه حتى يضعوه على شقه الأيمن ثم يصعدون عنه فيستلقى عليه فلا يزال ينظر حتى يلجوا فى السماء ثم يدفع القران فى قبلة القبر فيسمع عليه ماشاء الله —

অর্থ : "আমার চলে যাবার পরে তুমি নিঃসঙ্গতা বোধ করনি তো? আমি পরওয়ারদেগারের কাছে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে আমি তোমার জন্য বিছানা, নরম পোশাক এবং জান্নাতের একটি নূর নিয়ে এসেছি। এরপর ফেরেশতারা মৃত ব্যক্তির নিকটে আসে, তাকে ধরে উঠায়। তার জন্য বেহেশতি বিছানা বিছিয়ে দেয়। গায়ের চাদর রেখে দেয় তার পায়ের কাছে এবং ইয়াসমিন খোশবু তার বুকের উপর রেখে দেয়। এরপর তাকে উঠিয়ে ডান কাতে শোয়ায়। পরে আসমানে চলে যায়। মৃত ব্যক্তি চিৎ হয়ে শুয়ে তাদেরকে অপলক নয়নে দেখতে থাকে। এমনকি তারা আসমানের মধ্যে চলে যায়। এরপর কুরআন তার কবরের সংকীর্ণতা দূর করে দেয় এবং আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী কবর তার জন্য প্রশস্ত হয়ে যায়।"

আবু আব্দুর রহমান বলেন, আমি মুয়াবিয়া বিন হাম্মাদের কিতাবে এটাও লেখা পেয়েছি যে :

فيتسع عليه مسيرة اربعمائة عام، ثم يحمل الياسمين منا عند صدره فيضعه عند انفه فيشمه غضا كما جىء به الى ان ينفخ فى الصور، ثم يأتى اهله كل يوم مرة أو مرتين فيأتيه بخبرهم فيدعو لهم بالخير والإقبال، فإن تعلم احد من ولده القران بشره بذلك، وإن كان عقبه سوء اتى الدار غدوة وعشية، فبكى حتى ينفخ فى الصور —

অর্থ : "কবর তার জন্য চারশ বছরের প্রশস্ত হয়ে যায়। এরপর তার বুকের উপর রাখা ইয়াসমিন খোশবু তার নাকে শুকিয়ে দেয়া হয়। সুতরাং মৃত ব্যক্তি কেয়ামতের দিন পর্যন্ত ঐ সুগন্ধি শুঁকতে থাকবে। এরপর সে পরিবার-পরিজনের কাছে একবার বা দুইবার আসে এবং তাদের কুশলাদি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়। তাদের জন্য জান্নাতের দোয়া করে। যখন তার সন্তানদের কেউ কুরআন পড়া শিখে, তখন সে তাকে সুসংবাদ দেয়। তার কোনো সন্তান বদকার হলে তার কাছেও সকাল-সন্ধ্যা আসে এবং তার জন্য কাঁদতে থাকে। এমনটি সে কেয়ামত পর্যন্ত করতে থাকে।"

আবু ইসমাঈল আত তিরমিযী বলেন, আমি নুয়াইম বিন হাম্মাদকে বলতে শুনেছি, এ যাবত যেসব পুরস্কারের কথা বর্ণনা করা হলো, সবই হলো কুরআনের সওয়াব এবং বদলা।

৩১. তাহাজ্জুদ নামাযের বিকল্প নেই

হযরত আবু বকর বিন আয়্যাশ রহ. হযরত আজলাহ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি সালামা বিন কুহাইলকে তাঁর মৃত্যুর পরে স্বপ্নে দেখি। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি, কোন আমল সবচেয়ে উত্তম বলে আপনার কাছে প্রতিভাত হয়েছে? জবাবে তিনি বলেন– قيام الليل

অর্থ : "রাত জাগরণ করে তাহাজ্জুদ নামায।"

৩২. রাত ছিল সালামা বিন কুহাইলের জন্য

হযরত সালামা বিন কুহাইল রহ. এক আজব লোক ছিলেন। রাত জাগরণ ও তাহাজ্জুদ নামায ছিল তার জীবন ও প্রাণ। সারা রাত তিনি

ইবাদত-বন্দেগীতে পার করতেন। এ প্রসঙ্গে হযরত খলফ বিন হাওশাব রহ. বলেন : — كان الليل كان فى يد سلمة بن كهيل

অর্থ : "রাত ছিল সালামা বিন কুহাইলেরই জন্য।"

৩৩. তাহাজ্জুদ নামাযই মূলত 'আনন্দভ্রমণ'

মনের প্রফুল্লতা ও প্রাণ-সজীবের জন্য আনন্দভ্রমণের জুড়ি নেই। মানুষ মনের ফূর্তি ও বিনোদনের জন্য ভ্রমণে বের হয়। আল্লাহর কুদরতের কারিশমা এবং সৃষ্টির সৌন্দর্য উপভোগ করে মানুষ তৃপ্ত হয়, প্রফুল্ল হয়। এতে তাদের জীবনে নতুন করে প্রাণের সঞ্চার হয়।

আল্লাহওয়ালাগণও আনন্দভ্রমণ করেন। তবে রাত জেগে তাহাজ্জুদ পড়ার মধ্যেই তারা জীবনের আনন্দ খুঁজে পেতেন, তৃপ্ত হতেন। এ প্রসঙ্গে হযরত ইসহাক বিন সুয়াইদ রহ. বলেন :

كانوا يرون السياحة صيام النهار و قيام الليل —

অর্থ : "বুযুর্গদের আনন্দভ্রমণ ছিল দু'টি জিনিসের মধ্যে নিহিত।

১. দিনের বেলা রোযা রাখা এবং

২. রাতে তাহাজ্জুদ নামায পড়া।"

ফায়েদা : সমাজে 'ভ্রমণ' শব্দটি বিশেষিত হয়ে গেছে আনন্দ ভ্রমণের জন্য। মানুষ এর বাইরে অন্য অর্থ বুঝে না। কিন্তু আমাদের বরেণ্য পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের কাছে 'ভ্রমণ' দু'টি বিষয়ের নাম ছিল। যথা–

১. সারা বিশ্বে আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর বাণীকে ব্যাপক প্রচার-প্রসার করা।

২. দিন-রাত আল্লাহর আনুগত্যে পার করা।

অভিধানেও 'ভ্রমণের' তিনটি অর্থ লেখা হয়েছে। যথা–

১. আল্লাহর ইবাদতের জন্য জমিনে সফর করা।

২. মসজিদে অবস্থান করা।

৩. রোযা রাখা।

৩৪. তাহাজ্জুদ নামায বান্দার জন্য নূর হবে

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবুল হুজাইল রহ. বলেন :

قيام العبد فى جوف الليل الصلوة نور يسعى بين يديه يوم القيامة —

অর্থ : "মধ্যরাতে তাহাজ্জুদের জন্য বান্দার দাঁড়ানোটা কেয়ামতের দিন তার জন্য নূর হবে, যা তার সামনে ছুটোছুটি করবে।"

৩৫. তাহাজ্জুদ দুনিয়ার মজা এবং প্রাণ

হযরত ওয়াহাব বিন মুনাব্বেহ রহ. বলেন :

ثلاث من روح الدنيا : (١) لقى الاخوان (٢) وإفطار الصائم (٣) والتهجد من اخر الليل

অর্থ : "তিনটি বস্তু দুনিয়ার মজা এবং প্রাণ। যথা–

১. মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাত করা।

২. রোযাদারের ইফতার করা।

৩. শেষ রাতে তাহাজ্জুদের নামায পড়া।"

৩৬. তাহাজ্জুদের সময় নবীজীর দোয়া

হযরত তাউস রহ. বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন :

كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا قام يتجهد من الليل قال : اللهم لك الحمد وأنت نور السموات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والارض ومن فيهن ، اللهم لك اسلمت، وبك امنت، وعليك توكلت، وإليك انبت، وبك خاصمت ، وإليك حاكمت ، فاغفرلى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا اله إلا انت ولا إله غيرك —

অর্থ : "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠলে এই দোয়া পড়তেন :

اللهم لك الحمد، وأنت نور السماوات والارض و من فيهن، ولك الحمد انت قيم السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد انت قيم

السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والارض ومن فيهن —

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার একত্ববাদের সাক্ষ্য দিচ্ছি। আপনি আসমান ও জমিনের নূর। এতদুভয়ের মধ্যে সব কিছুতেই রয়েছে আপনার নূর। সমস্ত প্রশংসা আপনার জন্য। আপনিই আসমান ও জমিনের ও এতদুভয়ের মধ্যেকার সবকিছুর অধিষ্ঠাতা। সমস্ত প্রশংসা আপনারই। আসমান, যমিন ও এতদুভয়ের মধ্যে যা আছে সব কিছুর বাদশা আপনি।

অর্থ : اللهم لك أسلمت হে আল্লাহ! আমি আপনার হুকুমের অনুগত হয়ে গেছি।

অর্থ : وبك امنت আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করেছি।

অর্থ : وعليك توكلت আপনার উপরই ভরসা করেছি।

অর্থ : وإليك أنبت আপনার প্রতিই রুজু করেছি।

অর্থ : وبك خاصمت আপনার আদালতেই ফায়সালা এনেছি।

অর্থ : وإليك حاكمت আপনার ফায়সালার উপর তুষ্ট হয়েছি।

فاغفرلى ما قدمت وما تأخرت وما أسررت وما أعلنت —

অর্থ : আমার পূর্বাপর প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিন।

أنت المقدم وأنت المؤخر —

অর্থ : নিশ্চয় আপনিই অগ্রগামী ও পশ্চাৎগামীকারী।

অর্থ : لا اله الا أنت একমাত্র আপনিই ইলাহ বা মাবুদ।

অর্থ : ولا اله غيرك আপনি ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই।"

৩৭. তাহাজ্জুদ পড়ে দোয়া করা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন :

بت عند خالتى ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل وكان من دعائه —

অর্থ : "আমি এক রাতে আমার খালা হযরত মায়মুনা রা.-এর বাসায় রাতযাপন করি। রাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে দোয়া করতেন :

اللهم اجعل فـــي قلبى نورا وفى بصرى نورا وعن يمينى نورا وعن يسارى نورا و فوقى نورا وامامى نورا و خلفى نورا واعظم لي نورا —

অর্থ : "হে আল্লাহ! আমার অন্তরে নূর দান করুন। চোখে নূর দিন। ডানে নূর দিন। বামে নূর দিন। উপরে নূর দিন। আমার সামনে নূর দিন। পিছনে নূর দিন। আমাকে বিরাট নূর দান করুন।"[৩৬]

৩৮. তাহাজ্জুদে নবীজীর অন্যান্য দোয়া

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদে আরও যেসব দোয়া করতেন, তা হলো–

অর্থ : رب اعنى ولا تعن عـــلـــى হে আমার প্রভু! আমাকে সাহায্য করুন, আমার বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করবেন না।

অর্থ : وانصرنى ولا تنصر على আমাকে সহযোগিতা করুন, আমার বিপক্ষে কাউকে সহযোগিতা করবেন না।

অর্থ : واهدنـــى ويسر الهدى لـــى আমাকে হেদায়াত প্রদান করুন। হেদায়াতের রাস্তা আমার জন্য সহজ করে দিন।

অর্থ : وانصرنـــى على من بغى علـــى যারা আমার উপর বাড়াবাড়ি করে তাদের মোকাবেলায় আমাকে সাহায্য করুন।

رب اجعلنـــى شاكرا لك ذاكرا لك مطواعا إليك راغبا اليك مخبتا لك اواها منيبا —

অর্থ : হে আমার আল্লাহ! আমাকে আপনার কৃতজ্ঞ বান্দা বানান। আপনার স্মরণকারী বানান। আপনার অনুগত বান্দা বানান। আপনার অভিমুখী করে দিন। আপনার পবিত্র সত্ত্বা হতে প্রশান্তি লাভকারী বানান। আপনার প্রতি অধিক রুজুকারী এবং আগ্রহী বানান।

---

৩৬. বুখারী।

رب تقبل توبتى واغسل حوبتى واجب دعوتى، واهد قلبى و ثبت حجتى، و سدد لسانى، واسلل سخيمة قلبى —

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমার তওবা কবুল করুন। আমার গুনাহ ধৌত করে দিন। আমার দোয়া কবুল করুন। আমার অন্তরকে হেদায়েতের নূরে নূরান্বিত করুন। আমার স্বপক্ষে দলীল বানান। আমার জবান সঠিক করে দিন। আমার অন্তরের কলুষতা বের করে দিন।

৩৯. তাহাজ্জুদে হযরত উমর রা.-এর দোয়া

মীকাইল বিন আব্দুর রহমান রহ. বলেন, হযরত উমর রা. রাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠলে এভাবে দোয়া করতেন :

اللهم قدرتـــى مكانـــى و تعلم حاجتى، فارجعنى الليلة من عندك مفلحا منجحا مستجيبا مستجابالـــى قد رحمتنى و غفرت لـــى —

অর্থ : "হে আল্লাহ! তুমি আমার অবস্থান সম্পর্কে অবগত। আমার প্রয়োজনও তোমার অনবগত নয়। সুতরাং আজ রাতের মধ্যে আপনি নিজের পক্ষ থেকে আমার সংশোধন করে দিন। আমাকে আপনার সত্ত্বা হতে দলীল ও প্রমাণ গ্রহণকারী বানান। আমার দোয়া কবুল করুন। আমাকে দোয়া কবুলযোগ্য ব্যক্তি বানান। নিঃসন্দেহে আপনি আমার প্রতি দয়া করেছেন এবং আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন।"

অতঃপর নামায শেষে এভাবে দোয়া করতেন :

اللهم انى لا ارى شيئا من امر الدنيا يدوم ولا ارى حالا فيها يستقيم، فاجعلنى انطق فيها بعلم و اصمت فيها بحلم —

অর্থ : "হে আল্লাহ! আমি দুনিয়ার কোনো বস্তুকে স্থায়ী ও অবিনশ্বর বলে মনে করি না। দুনিয়ার কোনো অবস্থাও স্থায়ী পাই না। তাই আপনি আমার জন্য দুনিয়া এমন বানিয়ে দিন যে, হয়ত আমি আপনার নেয়ামতসমূহ বয়ান করতে থাকব অথবা বিজ্ঞতা হিসেবে নীরবতা পালন করব।"

হযরত উমর রা. আরও যে দোয়া করতেন, তা হলো–

اللهم لا تكثر لـــى من الدنيا فاطغى، ولا تقل لـــى منها فانسى فانه ما قل و كفى خير مما كثر والهى –

অর্থ : "হে আল্লাহ! আমাকে এত বেশি দুনিয়া দিবেন না, যা আমাকে অবাধ্য বানায়। দুনিয়ার নেয়ামত এত স্বল্প করবেন না, যার কারণে আমি আপনার স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে যাই। কেননা, যে বস্তু স্বল্প হলেও প্রয়োজন ও চাহিদা পুরা করে তা ঐ অধিক হতে ভাল, যা বিপদগামী করে।"

৪০. ইয়াযিদ রকাশীর দোয়া

হযরত ইয়াযিদ রকাশী রহ. যখন তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন, তখন এভাবে দোয়া করতেন :

اللهم فرارى الى رحمتك من النار بطيئ فقرب رحمتك منى يا ارحم الراحمين، و طلبى لجنتك ضعيف فهو ضعفى فى طاعتك يا اكرم المسئولين –

অর্থ : "হে আল্লাহ! জাহান্নাম থেকে তোমার রহমতের দিকে প্রত্যাবর্তনকারীর গতি শ্লথ। আমাকে আপনার রহমতের কাছাকাছি টেনে নিন হে আল্লাহ! তোমার জান্নাতের দিকে আমার অন্বেষা খুবই দুর্বল। হে আল্লাহ! আপনার আনুগত্য দ্বারা আমার দুর্বলতা সবল ও শক্তিশালী করুন।"

৪১. খলীফা আবদী রহ.-এর দোয়া

হিলাল বিন দারাম বিন কায়েস বিন আযীফ আল-ইরাকী রহ. বলেন, খলীফা আবদী নামে বাহরাইনে আমাদের একজন পড়শী ছিলেন। যখন মানুষ ঘুমে বিভোর হয়ে যেত এবং পরিবেশ নীরব-নিস্তব্ধ হয়ে যেত, তখন তিনি তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য শয্যা ছেড়ে উঠে পড়তেন এবং এভাবে দোয়া করতেন : اللهم إليك قمت ابغى ما عندك من الخيرات

অর্থ : "হে আল্লাহ! আমি আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান। আপনার খাযানায় যত কল্যাণ এবং খায়ের রয়েছে আমি তার সবকিছুর অন্বেষী।"

এরপর হযরত স্বীয় ইবাদতের নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে দাঁড়াতেন এবং সুবহে সাদিক পর্যন্ত তাহাজ্জুদে মশগুল থাকতেন।

এমনিভাবে হিলাল আরও বলেন, খলীফা আবদী রহ.-এর বাড়িতে এক বুড়ি থাকত। সে বুড়ি আমাকে জানিয়েছে, সে সাহরীর সময় খলীফা আবদীকে সেজদাবনত অবস্থায় এভাবে দোয়া করতে শুনতো :

هب لى إنابة إخبات و اخبات منيب، و زينى فـي خلقك بطاعتك، وحسنى لديك بحسن خدمتك، وأكرمنى إذا وقد اليك المتقون، فأنت خير مسئول وخير معبود، و خير مشكور، و خير محمود —

অর্থ : "হে আল্লাহ! আমাকে আপনার সত্তার প্রতি রুজু করার তাওফীক দিন। আপনার ধ্যান এবং আপনার সঙ্গে গভীর সুসম্পর্ক দান করুন।

সৃষ্টি জীবের মধ্যে আমাকে আপনার আনুগত্য দ্বারা সুশোভিত করুন।
আনুগত্যের মাধ্যমে আপনার সমীপে উপস্থিতির সৌভাগ্য দান করুন।
যাদের কাছে হাত পাতা হয় আপনি তাদের মধ্যে সর্বোত্তম।
মাবুদদের মধ্যে আপসি সবচেয়ে বেশি সুউচ্চ মর্তবার অধিকারী।
আপনার শুকরিয়া সবচেয়ে বেশি আদায় করা হয়।
আপনার প্রশংসা সবচেয়ে বেশি করা হয়।"

৪২. শেষ রাতের নিবেদন

উক্ত বুড়ী খলীফা আবদী রহ. সম্পর্কে আরও বলেন, তিনি শেষ রাতে দোয়ার জন্য হাত তুলে এভাবে বলতেন :

قام الطالبون و قمت معهم ، قمنا اليك ونحن متعرضون لجودك، وكم من ذى جرح عظيم قد صفحت له عن جرمه عظيم قد صفحت له عن جرمه، وكم من ذى كرب قد فرجت له عن كربه، و كم ذى ضر كثير قد كشفت له عن ضره فبعزتك ما دعانا الى مسألتك بعد ما انطوينا عليه من معصيتك ، الا الذى عرفتنا من جودك و كرمه فانت المؤمل لكل خير والمرجو عند كل نائبه —

অর্থ : "আপনার অন্বেষকরা আপনার সামনে দণ্ডায়মান। আমিও তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়েছি। আমরা আপনার সকাশে আপনার বদান্যতা, কল্যাণ ও আনুকূল্য লাভের প্রত্যাশায় দাঁড়িয়েছি। অনেক দাগী দাগী অপরাধীদের আপনি মার্জনা করেছেন। বহু লোক নিজ নিজ গুনাহ ও সমস্যায় জর্জরিত, তথাপিও আপনি স্বীয় রহমত ও করুণা দ্বারা তাদের সমস্যা বদলে দিয়েছেন। অনেক বিপদগ্রস্ত ও সমস্যা জর্জরিত লোকদের বিপদগ্রন্থি আপনি খুলে দিয়েছেন।"

তিনি আরও বলতেন–

"হে আল্লাহ! আপনার ইজ্জতের কসম! আপনি আমাদেরকে আপনার অবাধ্যদের পথে চালাবেন না; যে পথ আমরা একবার ছেড়ে এসেছি।

সমস্ত কল্যাণ ও প্রণোদনার উৎস আপনার পবিত্র সত্ত্বা। সকল বিপদ-আপদে আপনিই আমাদের আশা-ভরসার কেন্দ্রবিন্দু।"

৪৩. শেষ রাতে আজরদা আম্মিয়ার দোয়া

রহা বিন মুসলিম আল আবদী রহ. বলেন, আমরা আজরদা আম্মিয়ার সঙ্গে একই ঘরে থাকতাম। তিনি নামায দ্বারা পুরা রাত জীবন্ত রাখতেন। কখনো শুরু রাত হতে শেষ রাত পর্যন্ত দাঁড়িয়েই কাটাতেন। সাহরীর সময় হলে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মনে এবং বেদনাহত কণ্ঠে এভাবে বলতেন :

قطع العابدون دجى الليالى بتبكير الدلج الى ظلم الأسحار، يستبقون إلى رحمتك و فضل مغفرتك، فيك إلهى لا بغيرك أسألك أن تجعنى فــى أول زمرة السابقين إليك و ان ترفعنى إليك فــى درجة المقربين و ان تلحقنى بعبادك الصالحين، فأنت اكرم الكرماء، وأرحم الرحماء، واعظم العظماء، يا كريم ـــ

অর্থ : "আবেদগণ আপনার সন্তুষ্টির অন্বেষায় রাতের আঁধারকে ভোরের আলোয় বদলে দিয়েছে। তারা শেষ রাতের গভীর আধারে আপনার রহমত লাভ এবং আপনার অনুগ্রহ ও ক্ষমার আশায় প্রতিযোগিতা করছে। সুতরাং হে আমার আল্লাহ! কেবল আপনার দরবারেই আমার প্রার্থনা এই যে, আপনি আমাকে আপনার প্রতি প্রতিযোগিতাকারী নৈকট্যশীল বান্দাদের তালিকায় আমার নামটি যোগ করে দিন। আপনি

আমাকে নৈকট্যদের উচ্চস্তরে উন্নীত করুন। আমাকে আপনার প্রিয় বান্দাদের মধ্যে শামিল করুন। নিঃসন্দেহে আপনিই সবচেয়ে বড় দাতা। সকলের চেয়ে মেহেরবান। সকলের চেয়ে অধিক শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হে আল্লাহ।"

বর্ণনাকারী বলেন, এভাবে দোয়া করার পরে সেজদায় চলে যেতেন এবং অনবরত কান্না-কাটি ও দোয়ায় লিপ্ত থাকতেন। সুবহে সাদিক পর্যন্ত চলত তাঁর এই আমল। সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর যাবত এ আমল অব্যাহত ছিল।

৪৪. শেষ রাতে নবীজীর দোয়া

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ রাতে বিতর পড়ে বসতেন এবং নিম্নোক্ত দোয়া করতেন–

اللهم إنى اسئلك رحمة تهدى بها قلبى و تجمع بها امرى و تلم بها شعثى و ترد بها غائبى و ترفع بها شاهدى و تزكى بها عملى و تبيض بها وجهى و تلهمنى بها رشدى و تعصمنى بها من كل سوء —

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার সকাশে এমন বিশেষ রহমত প্রার্থনা করছি, যা আমার অন্তরের হিদায়েতের কারণ হয়। আমার কাজের সুসংহতি এবং অন্তরের প্রশান্তির উপলক্ষ হয়। আমার শোচনীয় অবস্থার উন্নতি এবং পরিচালনার কারণ হয়। তার দ্বারা আমার গায়েব বিষয় হেফাজত করুন। আমার উপস্থিত বিষয়কে উন্নীত করুন। আমার আমল পরিশুদ্ধ করে দিন। আমার চেহারা পূত-পবিত্র ও নূরান্বিত করুন। আমার অন্তরে তার মাধ্যমে সঠিকতা ও হেদায়াত দান করুন। তার মাধ্যমে সকল অনিষ্ট হতে আমাকে হেফাজত করুন।

اللهم انى اسألك ايمانا صادقا و يقينا ليس بعده كفر، و رحمة أنال بها شرف كرامتك فى الدنيا و الاخرة —

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে পাক্কা ঈমান প্রার্থনা করছি। এমন বিশ্বাস চাই, যার পরে কুফরী থাকবে না। এমন রহমত চাই, যার উসিলায় আমি দুনিয়া-আখেরাতে ইজ্জত, মর্যাদা এবং আপনার দয়া অর্জন করতে পারি।

اللهم إنـــى أسئلك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء و عيش السعداء والنصر على الاعداء و مرافقة الانبياء —

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার সকাশে মামলায় বিজয় কামনা করছি। আরও কামনা করছি শহীদদের মর্যাদা, সৌভাগ্যশীল জীবনযাপন, শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য এবং জান্নাতে নবীগণের সান্নিধ্য ও সাহচার্য।

اللهم إنـــى أسئلك وان قصر عملـــى وضعت رأيى وافتقرت الى رحمتك فإنى اسألك يا قاضى الامور و يا شاف الصدور كما تجير بين فى البحور ان تجيرنى من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور —

অর্থ : হে আল্লাহ! যদিও আমার আমল ত্রুটিপূর্ণ এবং রায় দুর্বল, তথাপি আমি আপনার রহমতের প্রত্যাশী এবং আপনার কাছে তা প্রার্থনা করছি। সমস্ত কাজের পূর্ণতা দানকারী হে আল্লাহ এবং অন্তরকে শেফা দানকারী হে পরওয়ারদেগার! আপনার সকাশে আমার নিবেদন হলো, যেভাবে আপনি নদ-নদীর মাঝে ব্যবধান রাখেন, তেমনি আমাকে দোজখের শাস্তির থেকে দূরে রাখবেন। আমাকে করুণ ফরিয়াদ ও কবরের ফেতনা থেকে হেফাজত রাখবেন।

اللهم وما قصر عنه عملى ولم تبلغه مسألتى من خير و عدته أحدا من عبادك أو من خير انت معطيه أحدا من خلقك فإنى اسألك وارغب اليك فيه برحمتك يا رب العالمين —

অর্থ : হে আল্লাহ! যে কল্যাণের ব্যাপারে আমার আমল অপর্যাপ্ত এবং সে ব্যাপারে আমার আবেদনও নেই অথচ আপনি সে কল্যাণটি কোনো মাখলুককে প্রদানের ওয়াদা দিয়েছেন এবং যে কল্যাণ আপনি মাখলুকের কাউকে প্রদান করেছেন, আমি তার জন্য আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, আমি তার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছি। হে আল্লাহ! স্বীয় অনুগ্রহে আপনি তা আমাকে প্রদান করুন।

اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك سلما لأوليائك، نحب بحبك الناس، و نعادى بعداوتك من خالفك —

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে হেদায়েতপ্রাপ্ত দিক-নির্দেশক বানান। যাতে আমিও বিপদগামী না হই এবং অন্যেও গোমরাহ না হয়। আর যেন হতে পারি আপনার শত্রুদের শত্রু, আপনার বন্ধুদের বন্ধু। আপনি যাদের মহব্বত করেন আমি যেন তাদের মহব্বত করি এবং আপনার দুশমন যারা তাদের শত্রুতা ও বিরোধিতা যেন করতে পারি।

اللهم ذا الامر الرشيد و الحبل الشديد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركوع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود و أنت تفعل ما تريد —

অর্থ : হে আল্লাহ! হে সঠিক নির্দেশদাতা! হে মজবুত রজ্জুধারী! আমি আপনার কাছে ভয় ও প্রতিশ্রুত দিনের নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি এবং স্থায়ী দিনের জান্নাতের প্রার্থনা করছি, আপনার নৈকট্যশীল বান্দাদের সঙ্গে, যারা হবে সাক্ষ্যপ্রাপ্ত রুকু-সেজদাকারী, অঙ্গীকার পূর্ণকারী। নিঃসন্দেহে আপনি বড় দয়ালু ও অনুগ্রহশীল। আপনি যা চান সেটাই করেন।

اللهم ربى والهى هذا الدعاء و عليك الاستجابة و هذا الجهد و عليك التكلان ولا حول ولا قوة الا بالله —

অর্থ : হে আমার পরওয়ারদেগার! হে আমার মাওলা! এই হলো আমার দোয়া; আপনার দায়িত্ব হলো তা কবুল করা। এই হলো আমার চেষ্টা; সকল ভরসা আপনারই উপর। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো শক্তি-সামর্থ নেই।

اللهم اجعل لى نورا فى قلبى، و نورا ف قبرى، و نورا ف بصرى ، و نورا ف شعرى ، و نورا ف بشرى، و نورا منبين يدى، و نورا من خلفى، و نورا عن يمينى، و نورا عن شمالى، و نورا من فوقى، و نورا من تحتى اللهم زدنى نورا، وأعطنى نورا —

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার অন্তরে নূর ভরে দিন। আমার কবরকে নূরান্বিত করুন। আমার চোখে নূর দিন। আমার চুলে নূর দিন। আমার শরীরে নূর দিন। আমার গোস্তে নূর দিন। আমার রক্তে নূর দিন। আমার

হাড়ে নূর দিন। আমার সামনে নূর দিন। পেছনে নূর দিন। ডানে নূর দিন। বামে নূর দিন। উপরে নূর দিন। নীচে নূর দিন। হে আল্লাহ! আমার নূর বাড়িয়ে দিন এবং আমাকে পরিপূর্ণ নূর দিন।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর নবীজী উচ্চ আওয়াজে এই কথাগুলো বলতেন :

سبحان الذى لبس العز وقال به سبحانه الذى تعطف المجد و تكرم به سبحان الذى لا ينبغى التسبيح الا له سبحان الذى أحصى كل شيء بعلمه سبحان ذى الطول والفضل سبحانه ذى المن و النعم سبحان ذى القدرة والتكرم

অর্থ : "পবিত্র সে সত্ত্বা, যিনি ইজ্জতের পোশাক পরিধান করেছেন।

পবিত্র সে সত্ত্বা, যিনি স্বীয় বুযুর্গী ও বড়ত্বের কারণে বান্দাদের প্রতি নম্র আচরণ করেছেন এবং এতে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছেন।

পবিত্র সে সত্ত্বা, পবিত্রতা কেবল তাঁরই সাজে এবং তাঁরই মানায়।

পবিত্র সে সত্ত্বা, যার জ্ঞান সমস্ত বস্তুকে ধারণ করে রেখেছে।

অনুগ্রহশীল ও দয়ালু সত্ত্বা অতীব পূত-পবিত্র।

নেয়ামতদাতা ও ইহসানকারী সত্ত্বা পূত-পবিত্র।

শক্তিমান ও সুশোভিত সত্ত্বা পূত-পবিত্র।

৪৫. মুহারিব বিন দিছারের দোয়া

আনাবা বিন আহার রহ. বলেন, হযরত মুহারিব বিন দিছার কুফার বিচারক ছিলেন। তিনি আমার প্রতিবেশি ছিলেন। কোনো কোনো দিন তিনি যখন রাতে উচ্চস্বরে দোয়া করতেন, তখন তা আমি শুনতে পেতাম। তিনি দোয়ার মধ্যে বলতেন :

অর্থ : انا الصغير الذى ربيته فلك আমি সেই ক্ষুদ্র ব্যক্তি, যাকে আপনি সাহায্য করেছেন। অতএব সমস্ত প্রশংসা আপনারই।

অর্থ : وانا الضعيف الذى قويته فلك الحمد: আমি সেই দুর্বল, যাকে আপনি সবল করেছেন। অতএব সমস্ত প্রশংসা আপনারই।

অর্থ : وانا الفقير الذى اغنيته فلك الحمد আমি সেই ফকীর, যাকে আপনি ধনী বানিয়েছেন। অতএব সমস্ত প্রশংসা আপনারই।

وانا الصعولك الذى مولته فلك الحمد —

অর্থ : আমি সেই পরদেশী, যার একাকীত্ব আপনি খতম করেছেন। অতএব সমস্ত প্রশংসা আপনারই।

অর্থ : وانا العزب الذى زوجته فلك الحمد: আমি সেই স্ত্রীহীন যাকে আপনি স্ত্রী দান করেছেন। অতএব সমস্ত প্রশংসা আপনারই।

অর্থ : وانا الساغب الذى اشبعته فلك الحمد আমি সেই ক্ষুধার্ত, যাকে আপনি পরিতৃপ্ত করেছেন। অতএব সমস্ত প্রশংসা আপনারই।

وانا العارى الذى كسوته فلك الحمد —

অর্থ : আমি সেই বস্ত্রহীন, যাকে আপনি বস্ত্রাচ্ছাদিত করেছেন। অতএব সমস্ত প্রশংসা আপনারই।

وانا المسافر الذى صاحبته فلك الحمد —

অর্থ : আমি সেই মুসাফির, যাকে আপনি সাথী দান করেছেন। অতএব সমস্ত প্রশংসা আপনারই।

وانا الغائب الذى اديته فلك الحمد —

অর্থ : আমি সেই হারানো বান্দা, যাকে আপনি ফিরিয়ে এনেছেন। অতএব সমস্ত প্রশংসা আপনারই।

অর্থ : وانا الراجل الذى حملته فلك الحمد: আমি সেই পদব্রজী, যাকে আপনি আরোহণ করিয়েছেন। অতএব সমস্ত প্রশংসা আপনারই।

وانا المريض الذى شفيته فلك الحمد —

অর্থ : আমি সেই অসুস্থ ব্যক্তি, যাকে আপনি সুস্থতা দান করেছেন। অতএব সমস্ত প্রশংসা আপনারই।

وانا السائل الذى اعطيته فلك الحمد —

অর্থ : আমি সেই ভিখারী, যাকে আপনি হাত খুলে দিয়েছেন। অতএব সমস্ত প্রশংসা আপনারই।

وانا الداعى الذى اجبته فلك الحمد —

অর্থ : আমি সেই দোয়াকারী, যার দোয়ায় আপনি সাড়া দিয়েছেন। অতএব সমস্ত প্রশংসা আপনারই।

অর্থ : ربنا ولك الحمد হে আমার প্রতিপালক! আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা।

অর্থ : ربنا حمدا على حمد হে আমার পরওয়ারদেগার! প্রশংসার উপর প্রশংসা আপনার।

৪৬. সারা রাত একই আয়াত বারবার পড়া

জাসরা বিনতে দাজাজা রহ. বলেন, আমি হযরত আবু যর রা.-কে বলতে শুনেছি :

قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام ليلة باية يرددها : ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفرلهم فانك انت العزيز الحكيم —

অর্থ : "একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে নামাযে দাঁড়ালেন, তিনি একটি আয়াত বারবার পড়তে থাকেন :

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

অর্থ : "যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন তবে তারা তো আপনারই বান্দা। আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে নিশ্চয়ই আপনার ক্ষমতাও পরিপূর্ণ এবং হিকমতও পরিপূর্ণ।"[৩৭]

৪৭. হযরত তামীমে দারী রা.-এর রাত জাগরণ

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত মাসরুক রহ. বলেন, এক মক্কাবাসী আমাকে হযরত তামীমে দারী রা.-এর বাসস্থানের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন :

هذا مقام اخيك تميم الدارى لقد رأيته ذات ليلة حتى اصبح أو كرب ان يصبح يقرأ باية يركع فيها و يسجد فيها ويسجد و يبكى : ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا و عملوا الصالحات سواء محياهم و مماتهم ساء ما يحكمون —

অর্থ : "এটা আপনার ভাই হযরত তামীমে দারী রা.-এর বাসস্থান। আমি তাকে একদিন সকাল পর্যন্ত সারা রাত দেখি যে, তিনি একটি

---

৩৭. সূরা মায়িদা : ১১৮।

আয়াত পড়েই রুকু-সেজদা করতে থাকেন এবং কাঁদতে থাকেন। (আয়াতটি হলো :)

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ .

অর্থ : "যারা অসৎ কার্যাবলীতে লিপ্ত হয়েছে, তারা কী ভেবেছে আমি তাদেরকে সেই সকল লোকের সম গণ্য করব, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, ফলে তাদের জীবন ও মরণ একই রকম হয়ে যাবে? তারা যা সিদ্ধান্ত করে রেখেছে তা কতই না মন্দ।"[৩৮]

৪৮. রাতভর একটি আয়াত পাঠ

হযরত সফওয়ান বিন সুলাইম রহ. বলেন :

قام تميم الدار فى المسجد بعد ان صلى العشاء فمر بهذا الاية : "وهم فيها كالحون"، فما خرج منها حتى سمع اذان الصبح —

অর্থ : "হযরত তামীমে দারী রা. ইশার নামাযের পরে মসজিদে নামাযে দাঁড়াতেন এবং এই আয়াত তেলাওয়াত করতেন :

"وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ"

অর্থ : এবং তাতে তাদের আকৃতি বিকৃত হয়ে যাবে।[৩৯]

(এ অবস্থায় ফজরের আজান হয়ে যেত) ফজরের আজান শুনে তিনি মসজিদ থেকে বের হতেন।"

৪৯. হযরত হারুন বিন রিয়াব রহ.-এর তাহাজ্জুদ

হযরত আমর বিন খালিদ খোযায়ী রহ. বলেন :

كان هارون بن رئاب الأسيدى يقوم من الليل للتهجد و ربما ردد هذه الاية حتى يصبح : فقالوا : يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا و نكون من المؤمنين ، قال : ويبكى فهو كذا لك حتى يصبح أو قال : يذهب ليل طويل و كان اذا قام للتهجد قام مسرورا —

---

৩৮. সূরা যুখরুফ : ২১।
৩৯. সূরা মুমিনূন : ১০৪।

অর্থ : "হযরত হারুন বিন রিয়াব উমাইদী রহ. রাতে তাহাজ্জুদের জন্য দাঁড়ালে একটি আয়াত অনবরত ভোর পর্যন্ত বা রাতের বেশির ভাগ পর্যন্ত পড়তে থাকতেন। আয়াতটি হল–

فَقَالُوْا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

অর্থ : এবং তারা বলবে, হায়! আমাদেরকে যদি (দুনিয়ায়) ফেরত পাঠানো হত, তবে আমরা এবার আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করতাম না এবং আমরা মু'মিনদের মধ্যে গণ্য হতাম।

যখন তিনি তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য দাঁড়াতেন, তখন অত্যন্ত খুশি ও প্রফুল্লচিত্তে দাঁড়াতেন।"

৫০. হযরত সাঈদ বিন জুবাইর রহ.-এর আখেরাতের ভয়

হযরত ইয়াহইয়া বিন আব্দুর রহমান রহ. বলেন :

سمعت سعيد بن جبير يردد هذه الاية حتى يصبح —

অর্থ : আমি হযরত সাঈদ বিন যুবাইর রহ.-কে (যিনি প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ছিলেন এবং শীর্ষ জালেম হাজ্জাজ বিন ইউসুফ যাকে অন্যায়ভাবে শহীদ করে) একবার নামাযে সারা রাত এই আয়াতটি পাঠ করতে শুনি :

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ـ

অর্থ : অপরাধীরা! আজ তোমরা পৃথক হয়ে যাও।[৪০]

৫১. হযরত হাসান বসরী রহ.-এর তাহাজ্জুদ

মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল রহ. বলেন, আবু আব্দুল্লাহ কুনিয়াত ধারী বনূ কায়েসের এক ব্যক্তি আমাকে বলেন :

بينا انا ذات ليلة عند الحسن فقام من الليل يصلى فلم يزل يردد هذه الاية حتى اسحر —

অর্থ : "একটি রাত আমি হযরত হাসান বসরী রহ.-এর সঙ্গে অতিবাহিত করি। তিনি রাতে দাঁড়ান এবং নামায পড়তে শুরু করেন। নামাযের মধ্যে সকাল পর্যন্ত অনবরত এই আয়াতটি তেলাওয়াত করেন :

---

৪০. সূরা ইয়াসিন : ৫৯।

وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا.

অর্থ : যদি তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা কর, তবে তা গুণে শেষ করতে পারবে না।[৪১]

فلما اصبح قلنا : يا ابا سعيد! لم تكن تجاوز هذه الاية ساير الليلة؟

قال : ان فيها معتبرا ما ترفع طرفا ولا ترد إلا وقع على نعمة وما لا نعلم

من نعم الله اكثر —

সকালে আমি তাকে বললাম, আবু সাঈদ! সারা রাত একটি আয়াত পড়েই কাটিয়ে দিলেন, আর কিছু পড়লেন না– ব্যাপারটা কী? জবাবে তিনি বলেন, আয়াতটিতে বড়ই শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। কেননা, প্রতি কদমে কদমে আমার প্রতি আল্লাহর নেয়ামত হতে থাকে। বেশির ভাগ নেয়ামত এমন যে, তার সম্পর্কে আমি অবগত নই।"

৫২. হাসান বিন হায় (রহ)-এর রাত জাগরণ

আহমাদ বিন আবুল হাওয়ারী রহ. হযরত আবু সুলাইমান রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন :

ما رأيت احدا الخوف اظهر على وجهه والخشوع ابين من الحسن بن

حى قام ليلة حتى الصباح بعم يتساءلون يرددها مر باية فيها ثم غشى عليه

ثم عاد فعاد اليها فغشى عليه فلم يختمها حتى طلع الفجر —

অর্থ : "আমি হাসান বিন হায় রহ.-এর তুলনায় অধিক এমন কোনো ব্যক্তিকে দেখিনি, যার চেহারায় চিন্তা ও পেরেশানীর ছাঁপ প্রতিভাত। এক রাতে তিনি তাহাজ্জুদ নামায পড়তে দাঁড়ালে ভোর হয়ে যায়। সারা রাত তিনি عم يتساءلون আয়াতটি বারবার পড়তে থাকেন। এত বেশি পড়েন যে, ভয়ে তিনি মূর্ছা যান। পরে হুঁশ ফিরে এলে আবার এমনটি করেন। এতে পুনরায় বেহুঁশ হয়ে যান। পরে হুঁশ ফিরে এলে আবার পড়তে থাকেন। এমনটি করতে করতে ফজর হয়ে যায় কিন্তু সূরা শেষ হয় না।"

---

৪১. সূরা নাহল : ১৮।

৫৩. সারা জীবন রাতভর ইবাদতের কসম

হযরত আতা বিন সায়েব রহ. বলেন, হযরত আবদাতুবনু হিলাল ছাকাফী রহ. এ মর্মে কসম করেন যে–

لله علی الا يشهد علی ليل بنوم ولا شمس باكل –

অর্থ : "আল্লাহর কসম! আমি নিজের উপর দুটি বিষয় আবশ্যক করে নিলাম। যথা–

১. কোনো রাত আমাকে ঘুমন্ত দেখবে না।

২. কোনো সূর্য আমাকে খেতে দেখবে না।

অর্থাৎ আমি জীবনভর সারা রাত ইবাদত করে কাটাব এবং দিনে রোযা রাখব।"

৫৪. আমের বিন আবদে কায়েসের রাত জাগরণ

হযরত সাঈদ বিন মায়মুন রহ. বলেন, আমি আমের বিন আবদে কায়েসের স্ত্রীর কাছে তার স্বামীর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন :

ما صنعت له طعاما قط بالنهار اكله الا بالليل، ولا فرشت له فراشا بالليل فاضطجع عليه –

অর্থ : "আমি তার জন্য দিনে খানা তৈয়ার করলে কখনো এমন হয়নি যে, তিনি তা দিনে খেয়েছেন; বরং রাতে অর্থাৎ ইফতারের সময় খেয়েছেন।

এমনিভাবে আমি তার জন্য রাতে শয্যা ঠিক করলে কখনও এমন হয়নি যে, তিনি তাতে রাতে শয়ন করেছেন; বরং শুধু দিনের বেলা শয়ন করতেন।"

৫৫. জান্নাতের প্রত্যাশী ঘুমায় না

মুহাম্মাদ বিন ফুযাইল বিন গাযওয়ান বলেন, আমার পিতা আমাকে বলেছেন :

كان عامر بن عبد قيس يقول : ما رأيت مثل الجنة، نام طالبها وما رأيت مثل النار نام هاربها ، قال : فكان إذا جاء الليل قال : أذهب حر

النوم، فما ينام حتى يصبح واذا جاء النهار قال : أذهب حر النار النوم، فما ينام حتى يمسى، فاذا جاء الليل قال : من خاف أدلج بعد الصباح يحمد القوم السرى —

অর্থ : "আমের বিন কায়েস বলতেন, আমি জান্নাতের মত নেয়ামতের প্রত্যাশীকে কখনো ঘুমুতে দেখিনি। এমনিভাবে জাহান্নামের মত মুসিবত হতে নাজাত প্রত্যাশীকে ঘুমুতে দেখিনি। রাত হলে তিনি বলতেন, আজ জাহান্নামের উত্তাপ শেষ হয়ে গেছে কি? অতঃপর ভোর পর্যন্ত ঘুমুতেন না। এমনিভাবে দিন হলে বলতেন, আজ জাহান্নামের তেজ শেষ হয়ে গেছে কি? অতঃপর সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমুতেন না। যখন রাত হত তখন বলতেন, যা কিছু পেছনে রয়ে গেছে তার জন্য সকাল হওয়ার পরে মেহনত কর। একাকীত্বের ইবাদত মানুষের জন্য প্রশংসার যোগ্য।"

৫৬. আমের বিন কায়েসের দিন-রাত

বিশিষ্ট বুযুর্গ হযরত আলা বিন সালেম রহ. বলেন, তাকে এক ব্যক্তি এভাবে ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে–

صحبت عامر بن عبد قيس أربعة أشهر ما رأيته نام بليل ولا نهار حتى فارقته، قال : وكان له رغيفان قد جعل عليهما ودكا، قال : فيفطر على واحد و يتسحر بالاخر، وكان اذا جاء الليل قام يصلى حتى يصبح وإذا جاء النهار علملا القرآن حتى تمكن له الصلوة ثم يقوم فلا يزال يصلى حتى العصر ثم يعلمنا القرآن حتى يمسى فاذا جاء الليل قام فصلى حتى يصبح، وكان يفعل ذلك اربعة اشهر فما رأيته نائما بليل ولا نهار —

অর্থ : "আমি চার মাস আমের বিন আবদে কায়েস রহ.-এর সঙ্গে ছিলাম। তাঁর কাছে থাকা অবস্থায় আমি কখনও তাকে দিনে ও রাতে ঘুমুতে দেখিনি। তাঁর খাদ্য ছিল দু'টি রুটি। হাড় বিহীন গোশত দিয়ে তিনি তা খেতেন। একটি রুটি দ্বারা ইফতার করতেন আর অপরটি দ্বারা সাহরী করতেন। রাত হলে সকাল পর্যন্ত নামাযে লিপ্ত থাকতেন। দিন হলে আমাদের কুরআন শিক্ষা দিতেন জোহর পর্যন্ত। এরপর আমরা চলে

যেতাম কিন্তু তিনি আসর পর্যন্ত নামায পড়তেন। আসরের পরে আবার কুরআন শিক্ষা দিতেন রাত পর্যন্ত। রাত হলে সকাল পর্যন্ত নামাযে লিপ্ত থাকতেন। চার মাস পর্যন্ত এটাই ছিল তার মামুল (আমলী রুটিন)। আমি তাকে এ সময়ের মধ্যে কখনো দিনে-রাতে ঘুমুতে দেখিনি।"

৫৭. জাহান্নাম আমাকে ঘুমুতে দেয় না

প্রখ্যাত বুযুর্গ ও আল্লাহওয়ালা হযরত মালেক বিন দীনার রহ. বলেন, হযরত আমের বিন আবদে কায়েস রহ. একবার এক সরাইখানায় অবস্থান করেন। সরাইখানার মালিক জনৈক শাইলা তাকে বলেন :

مالی أری الناس ينامون ولا أراك تنام؟

অর্থ : "কী ব্যাপার, অন্যরা তো খুব ঘুমায় কিন্তু আমি আপনাকে কখনো ঘুমুতে দেখি না?"

জবাবে হযরত আমের বিন আবদে কায়েস রহ. বলেন :

ان ذکر جهنم لا يدعنی انام

অর্থ : "জাহান্নামের স্মরণ আমাকে ঘুমুতে দেয় না।"

৫৮. রবী বিন খয়ছামের রাতের ঘুম হারাম

হযরত মালেক বিন দীনার রহ. বলেন, হযরত রবী বিন খয়ছাম রহ.-এর মেয়ে একদা তাঁর পিতাকে বলেন :

يا ابتاه مالی أری الناس ينامون ولا أراك تنام؟

অর্থ : "আব্বাজান! আমি মানুষকে রাতে গভীর নিদ্রায় মগ্ন দেখি, অথচ আপনাকে কখনো ঘুমুতে দেখি না– ব্যাপারটা কী?"

জবাবে হযরত রবী রহ. তার মেয়েকে বলেন : ان اباك يخاف البيات

অর্থ : "নিশি হামলার আশঙ্কা তোমার পিতার ঘুম কেড়ে নিয়েছে।"

অর্থাৎ তিনি রাতে এ আশঙ্কায় ঘুমুতেন না যে, না জানি রাতের গভীরে আল্লাহর আজাব চলে আসে কিনা! তাই তিনি এ ভয় থেকে বাঁচতে সারা রাত না ঘুমিয়ে ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন।

৫৯. ঘুমের মধ্যে মৃত্যুর আশঙ্কায় না ঘুমানো

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত হিশাম রহ. বলেন :

ان لله عبادا يدفعون النوم مخافة ان يموتوا فی منامهم —

অর্থ : "আল্লাহর অনেক বান্দা এমন রয়েছেন, যারা এই আশঙ্কায় ঘুমান না যে, না জানি ঘুমের মধ্যেই মৃত্যু হয়ে যায় কিনা!"

যেহেতু ঘুম একটি গাফেল অবস্থার নাম, তাই আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাগণ গাফেল অবস্থায় আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়াকে ভাল মনে করবেন না। যার ফলে তারা ঘুম বাদ দিয়ে সর্বক্ষণ ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকতেন। যেন ইবাদতরত অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয় এবং আল্লাহর স্মরণরত অবস্থায় তারা আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হতে পারেন।

৬০. আল্লাহর ভয়ে রাত জাগরণ

হযরত আবু উসমান রহ. বলেন, জনৈক লোক আমাকে একটি তথ্য জানিয়েছেন। লোকটির নাম-পরিচয় আমার ঠিক মনে নেই। তবে কথাটি বড়ই চমৎকার। তিনি বলেছেন :

ادركت أقواما يستحيون من الله في سواد الليل ان يناموا —

অর্থ : "এমন অনেক লোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়েছে, রাতের আঁধারে ঘুম পড়ার ব্যাপারে তারা আল্লাহকে ভয় করেন।"

৬১. ঘুমানোর ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করা

প্রখ্যাত তাবেয়ী ও মুফাসসির হযরত জাহহাক রহ. বলেন :

ادركت أقواما يستحيون من الله في سواد الليل ان يناموا من طول الضجعة —

অর্থ : "এমন অনেক লোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাত ঘটেছে, রাতের আঁধারে অধিক ঘুমের ব্যাপারে তারা আল্লাহকে ভয় করে।"

৬২. ঘুম পড়তে লজ্জাবোধ

যায়েদ বিন হুবাব রহ. এবং আব্দুল কুদ্দুস বিন বকর বিন হুনাইস রহ. উভয়ে বলেন, হযরত হাসান বিন সালেহ রহ. বলতেন :

انى لأستحيى من الله ان انام تكلفا حتى يكون النوم هو الذى يصرعنى —

অর্থ : "এটা করতে আমার বড়ই লজ্জা লাগে যে, আমি বিনা প্রয়োজনে ঘুমুতে যাব আর তাতে ঘুম আমাকে এমনভাবে পেয়ে বসবে যে, তা আমাকে ভূপাতিত করবে।"

৬৩. ঘুমের মধ্যে আজাবের আশঙ্কা

হযরত জাফর রহ. বলেন, আমি হযরত মালেক রহ.-কে বলতে শুনেছি: لو استطعت الا انام لم انم مخافة ان يتزل العذاب وانا نائم

অর্থ : "না ঘুমানোর শক্তি যদি আমার থাকত, তবে আমি কখনও এই আশঙ্কায় ঘুমুতাম না যে, হয়ত আমার ঘুমন্ত অবস্থায় আজাব এসে পড়বে।"

৬৪. কুরআনের বিস্ময় ঘুমুতে দেয় না

হযরত আলা বিন আব্দুল জব্বার রহ. বলেন, হযরত আসলাম বিন আব্দুল মালিক রহ. বলেন :

صحب رجلا شهرين فلم يره نائما ليلا ولا نهارا فقال : مالى لا اراك تنام؟ قال : ان عجائب القرآن أطرن نومى ما اخرج من اعجوبة الا وقعت فى غيرها ـ

অর্থ : "আমি এক লোকের সান্নিধ্যে দুই মাস ছিলাম। আমি তাকে দিনে-রাতে কখনও ঘুমুতে দেখিনি। পরিশেষে একদিন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি আপনাকে কখনও শুতে দেখি না- ব্যাপার কী বলুন তো? জবাবে তিনি বলেন, কুরআনের বিস্ময়সমূহ আমার ঘুম উড়িয়ে নিয়ে গেছে। কুরআনের একটি বিস্ময় শেষ হতে না হতেই আরেকটি বিস্ময় আমার সামনে চলে আসে। (এসব বিস্ময়কর বিষয়ে গভীরভাবে নিবিষ্ট থাকায় আমি ঘুম পড়ার সুযোগ পাই না।)"

৬৫. জিহাদের সফরে ইবাদত

হযরত জাফর বিন সুলাইমান রহ. বলেন, আমাদেরকে আবু গালিব একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :

صحبنا شيخ فى بعض المغازى و كان يحى الليل كان على ظهر دابته أو على الارض وكان إذا نظر إلى الفجر قد سطع ضوءه نادى يا اخوتاه عند بلوغ الماء يفرحون الواردون يتعجل الرواح هنالك تنقطع كل همة ـ

অর্থ : "এক জিহাদের সফরে এক বুযুর্গের সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ হয় আমার। রাত এলেই তিনি ইবাদতে মশগুল হয়ে যেতেন। চাই জমিনে থাকুন বা বাহনের উপর। ইবাদত করতে করতে যখন তিনি দেখতেন যে, ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়েছে, তখন উচ্চস্বরে এভাবে আওয়াজ দিতেন–

আমার ভাইগণ! যখন পানির ঝর্নার কাছে (হাউজে কাউসারের নিকট) মানুষ পৌছবে, তখন সকলে দ্রুত পানি পান করে খুশি হয়ে যাবে এবং সেখানে সমস্ত দুঃখের অবসান ঘটবে।"

৬৬. বিভিন্ন ইবাদতে রাত যাপন

হযরত কাসেম বিন রাশেদ শায়বানী রহ. একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন :

كان زمعة نازلا عندنا بالحصيب وكان له اهل و بنات و كان يقوم فيصلى ليلا طويلا فا اذا كان السحر نادى بأعلى صوته : يا ايها الركب المعرسون كل هذا الليل ترقدون الا تقوم فترحلون، قال : فيتواثبون فتسمع من ها هنا باكيا و من هاهنا قارئا و من هاهنا متوضئا فاذا طلع الفجر نادى باعلى صوته : عند الصباح يحمد القوم السرى —

অর্থ : "যামআ রহ. মুহাসসাব উপত্যকায় আমাদের কাছে অবস্থান করেন। তিনি স্বীয় পরিবার-পরিজনসহ ছিলেন। রাতে তিনি তাহাজ্জুদ পড়তে দাঁড়ালে দীর্ঘক্ষণ নামায পড়তে থাকেন। সাহরীর সময়ে এক ঘোষক ঘোষণা দেয় : হে ঘুমন্ত আরোহীগণ! এভাবেই কি পুরো রাত ঘুমিয়ে কাটাবে? এই ঘোষণা শুনে মানুষ লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে থাকে (নামাযের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য)। সুতরাং (অল্প সময়ের ব্যবধানে এই অবস্থা সৃষ্টি হয় যে,) কোথাও হতে আহাজারি ও কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। কোথাও হতে দোয়ারতদের দোয়ার আওয়াজ ভেসে আসছিল। কোথাও হতে তেলাওয়াতের আওয়াজ গুঞ্জরিত হচ্ছিল। কোথাও ওজুকারীদের ওজুর শব্দের প্রতিধ্বনি হচ্ছিল। এরপর যখন সুবহে সাদিক হয় তখন এক ঘোষক উচ্চ আওয়াজে ঘোষণা দেয় : একাকী ও নিরিবিলি ইবাদতকারীদের ইবাদত মানুষের জন্য প্রশংসার যোগ্য।"

৬৭. তাবেয়ী হযরত মাসরূকের রাত জাগরণ

হযরত আবু ইসহাক রহ. ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন :

حج مسروق فما بات إلا ساجدا —

অর্থ : "হযরত মাসরূক রহ. হজ করেন। হজের পুরো সফরে তিনি ঘুমান না; তবে সেজদার অবস্থা ব্যতিত। অর্থাৎ সেজদাবনত অবস্থায় কিছুটা তন্দ্রা এলেও আসতে পারে, নতুবা এ ছাড়া সারা রাত দাঁড়িয়ে থাকতেন।"

৬৮. শাদ্দাদ বিন আউসের জাহান্নামের ভয়

হযরত আসাদ বিন ওদাআ ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন :

كان شدادبن اوس اذا اوى الى فراشه كانه حبة على معلى فيقول :

اللهم إن ذكر جهنم لا يدعني أنام فيقوم إلى مصلاه —

অর্থ : "শাদ্দাদ বিন আউস রহ. যখন শয্যাগত হতেন, তখন এমন মনে হত যে, যেন তার পার্শ্বদেশ জ্বলন্ত চুলার উপর (যার ফলে অস্থিরভাবে শুধু এপাশ-ওপাশ করতেন) এবং বলতেন : হে আল্লাহ! জাহান্নামের ভয় আমাকে শয্যা নিতে দিচ্ছে না। এই বলে জায়নামাযে দাঁড়িয়ে নামাযে মশগুল হয়ে যেতেন।"

৬৯. একই নামাযে অর্ধেক কুরআন পাঠ

হযরত আবু আব্দুর রহমান তাঁর নিজের দেখা একটি ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন :

انه رأى رجلا قائما خلف المقام يصلى فافتتح القرآن فلم يزل يقرأ حتى اتى على اخر القران و نودى النداء الاول فجلس فسلم ثم قام فركع ركعة قال : حسبتها و تره ثم قال و هى يرى انه لا يسمعه أحد : عند ورود المنهل يغبط الركب الدلجة قال : ثم تنحى من مكانه فاختلط بالناس —

অর্থ : "তিনি এক ব্যক্তিকে মাকামে ইব্রাহীমের পেছনে নামায পড়তে দেখেন। লোকটি কুরআন পড়তে শুরু করে এবং অনবরত পড়তে পড়তে অর্ধেক শেষ করে ফেলে। এ সময়ে তাহাজ্জুদের আজান হলে সে বসে সালাম ফেরায়। এরপর আবারো দাঁড়িয়ে অতিরিক্ত এক রাকাত পড়ে।

আমার ধারণামতে তা ছিল বিতরের তৃতীয় রাকাত। লোকটি বুঝছিল, তার কুরআন পড়া বুঝি কেউ শুনছে না। অথচ জমজম কূপের নিকট প্রত্যেক আগত ব্যক্তি ঈর্ষার চোখে তাকে দেখছিল। এরপর লোকটি স্বীয় স্থান থেকে উঠে গিয়ে মানুষের ভিড়ে মিশে যায়।"

৭০. নফসকে ইবাদতে লাগিয়ে দেওয়া

হযরত আবু সাঈদ মূসা বিন হিলাল আবদী রহ. বলেন, আমাকে উসমান রহ. ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন :

جاء رجل الى بيت المقدس فمد كساءه من ناحية المسجد و كان فيه الليل والنهار له طعيمة خلف ذلك الكساء الذى قد مده قال : فيبيت ليلته اجمع يصلى فاذا طلع الفجر مد بصوت له : عند الصباح يغبط القوم السرى قال : و كان يقال له الا ترفق بنفسك؟ فيقول : انما هى نفس ابا درها ان تخرج —

অর্থ : "এক লোক বায়তুল মুকাদ্দাসে আসে। স্বীয় চাদর মসজিদের এক কোণায় বিছিয়ে সেখানেই ঘাঁটি স্থাপন করে। তার খাদ্য বিছানো চাদরের পশ্চাতে থাকত। লোকটি সারা রাত দাঁড়িয়ে নামায পড়ত। ফজরের সময় হলে অতি উচ্চস্বরে এমনভাবে আওয়াজ দিত যে, সমস্ত ঘুমন্ত ব্যক্তির কানে তা পৌঁছে যেত।

একবার তাকে বলা হলো, নিজের জানের প্রতি দয়া করেন না কেন? জবাবে সে বলে, আমার জীবনের কথা বলছ? তার কথা বাদ দাও। যাতে সে দুনিয়ার ধান্দা থেকে মুক্ত থাকতে পারে।"

৭১. সেজদার প্রতি আগ্রহ

হযরত সাঈদ বিন যুবাইর রহ. বলেন, হযরত মাসরুক রহ. বলতেন :

ما اسى على شئ من الدنيا الا السجود فى الصلوة —

অর্থ : "নামাযের মধ্যে সেজদা ব্যতীত দুনিয়ার অন্য কোনো বস্তুর প্রতি আমি আগ্রহান্বিত নই।"

৭২. নির্ঘুম হজের সফর

হযরত আব্দুস সালাম বিন হারব রহ. ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :

ما رأيت اصبر على السهر من خلف بن حوشب سافرت معه الى مكة فما رأيته نائما بليل حتى رجعنا الى الكوفة —

অর্থ : "নিয়মিত রাত জাগরণ এবং তার উপর অটল-অবিচল থাকার ক্ষেত্রে আমি খলফ বিন হাওশাব থেকে অধিক দৃঢ় আর কাউকে পাইনি। আমি তার সঙ্গে কুফা হতে মক্কা মুকাররমা পর্যন্ত সফর করেছি। কুফা ফিরে আসা পর্যন্ত আমি তাকে কোনো দিন রাতে ঘুমুতে দেখিনি।"

৭৩. ফজর পর্যন্ত নামাযে লিপ্ত

মুহাম্মাদ বিন আবু সারা ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :

رأيت سالم بن عبد الله قدم علينا حاجا فصلى العشاء ثم مال الى ناحية مما يلى باب بنى سهم فافتتح الصلوة فلم يزل يميل يمينا و شمالا حتى طلع الفجر ثم جلس فاحتبى بثوبه —

অর্থ : "আমি সালেম বিন আব্দুল্লাহকে দেখেছি, তিনি হজ করতে আসেন। ইশার নামায পড়েন। এরপর মসজিদে হারামের বনূ সাহমের সংশ্লিষ্ট এক কোণায় গিয়ে নামায শুরু করেন। সুবহে সাদিক পর্যন্ত তিনি ডান-বামে মুখ ফেরাতে থাকেন (অর্থাৎ বারবার সালাম ফিরিয়ে আবার নামায শুরু করেন)। পরে তিনি স্বীয় চাদর পরিধান করে বসে থাকেন।"

৭৪. শয্যাবিহীন মানুষ

আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ উয়ায়সী রহ. বলেন, আমি আব্দুর রহমান বিন দাউদকে সা'দ নামীয় হযরত আব্দুল্লাহ বিন হানজালার এক গোলামের আলোচনা করতে শুনেছি। গোলাম বর্ণনা করেছেন :

لم يكن لعبد الله بن حنظلة فراش ينام عليه إنما كان يلقى نفسه هكذا اذا أعيا من الصلوة توسد رداءه و ذراعه يهجع شيئا —

অর্থ : "আব্দুল্লাহ বিন হানজালার কোনো শয্যা ছিল না, যার উপর তিনি আরাম করতেন। তিনি স্বীয় নফসের উপর চরম কষ্ট চাপিয়ে রেখেছিলেন। নামায পড়তে পড়তে কিছুটা ক্লান্তি বোধ করলে স্বীয় চাদর এবং বাজুর উপর হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতেন।"

৭৫. ৪০ বছর ধরে বিছানায় শয়ন না করা

আব্দুল্লাহ বিন আবু যয়নব রহ. বলেন, আমাকে আমার মাতা বলেছেন :

يا بنى ما توسد ابوك فراشا منذ اربعين سنة فى بيتى، قلت : اما كان ينام؟ قالت : بلى هجعة خفيفة وهو قاعد قبل الفجر —

অর্থ : "প্রিয় পুত্র! তোমার পিতা আমার ঘরে ৪০ বছর ধরে বালিশ ব্যবহার করেননি। আমি বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলাম, তবে কি তিনি নিদ্রা যেতেন না? জবাবে মাতা বলেন, যেতেন ঠিকই; তবে তার নিদ্রাগমন এমন ছিল যে, ফজরের নামাযের একটুখানি পূর্বে বসে বসে ঝিমুতেন।"

৭৬. তলহা ও যুবায়দ-এর রাত জাগরণ

হযরত হুমায়দী রহ. প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ হযরত সুফিয়ান বিন উয়ায়না রহ. থেকে ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন :

فى ذالك الزمان ان أطول اهل الكوفة تهجداطلحة و زبيد و عبد الجبار بن وائل — قال الحميدى : فقلت : فمنصور؟ قال : نعم انما كان الليل عنده مطية من المطايا متى شئت اصبته قد ارتحله —

অর্থ : "সে যুগে কুফাবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ তাহাজ্জুদ ও রাত জাগরণের দিক দিয়ে হযরত তলহা রহ., হযরত যুবাইদ রহ., আব্দুল জব্বার রহ. এবং ওয়ালেল রহ. শ্রেষ্ঠ হ্ব রাখতেন।

হুমায়দী বলেন, আমি সুফিয়ান বিন উয়ায়না রহ.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে মানসুর? তিনি জবাবে বলেন, হ্যাঁ, তার অবস্থা এমন ছিল যে, তার কাছে রাত ছিল বাহনসমূহের মধ্য হতে একটি বাহন। যখন তিনি তা হাসিল করতে চাইতেন, তা নিয়ে সফর করতেন।"

৭৭. তাহাজ্জুদের কারণে চেহারা শীর্ণ হওয়া

মুনজির আবু আব্দুল্লাহ কুফী বলেন, মুহাম্মাদ বিন সুওকা রহ. আমাকে বলেছেন :

لو أريت طلحة و زبيدا لعلمت ان وجههما قد اخلقهما سهر الليالى وطول القيام، كنا والله ممن لا يتوسد القرآن —

অর্থ : "যদি আপনি তলহা এবং যুবায়দকে দেখতেন, তাহলে জানতে পারতেন যে, তাদের চেহারা অতিরিক্ত রাত জাগরণ ও তাহাজ্জুদের কারণে জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে গেছে। আল্লাহর কসম! উভয়ের অবস্থা এমন ছিল যে, সারা রাত তারা শয্যা গ্রহণ করতেন না।"

৭৮. একটি বিস্ময়কর ঘটনা

সুলায়মান বিন আইউব রহ. কতিপয় মাশায়েখের সূত্রে একটি বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি হলো :

قام زبيد الإيام ذات ليلة للتهجد فعمد الى مطهرة له قد كان يتوضأ منها فغمس يديه فى المطهرة فوجد الماء باردا شديدا كاد ان يجمد من شدة برده فذكر الزمهرير و يده فى المطهرة فلم يخرجها منها حتى اصبح فجاءت الجارية وهو على تلك الحال فقالت : ما شأنك يا سيدى لم تصل الليلة كما كنت تصلى وانت ههنا قاعد على هذه الحال؟ قال : و يحك إنى ادخلت يديه فـــي هذه المطهرة فاشتد على برد الماء فذكرت به الزمهرير، فو الله ما شعرت بشدة برده حتى وقفت على، انظرى ان لا تحد ثى بها احدا ما دمت حيا قال : فما علم بذلك احد حتى مات رحمه الله —

অর্থ : "যুবায়দ আল ইয়ামী রহ. এক রাতে তাহাজ্জুদ পড়তে উঠেন। যে পাত্রের পানি দিয়ে ওজু করেন, সে পাত্রে হাত বাড়ান। পাত্রের মধ্যে হাত দিলে পানি ছিল ভীষণ ঠাণ্ডা। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার কারণে তার হাত অবশ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। এতে তার জাহান্নামের একটি স্তর 'যামহারীর' এর কথা মনে পড়ে। তিনি হাত পাত্রের মধ্যেই ঢুকিয়ে রাখেন, বের করেন না। এ অবস্থায় ভোর হয়ে যায়। ভোরে বাদী এসে তাকে ঐ অবস্থায় দেখে জিজ্ঞাসা করে, মনিব! আপনি নিয়ম মাফিক আজ রাতে তাহাজ্জুদ পড়েননি কেন? এখানে এভাবে বসে রয়েছেন?

জবাবে তিনি বলেন, আফসোস তোমার জন্য। আমি রাতে ওজু করতে পাত্রের মধ্যে হাত দিয়েছিলাম। কিন্তু পানির তীব্র ঠাণ্ডার কারণে আমার যামহারীরের কথা মনে পড়ে যায়। আল্লাহর কসম! এরপর পানির ঠাণ্ডা

এবং তার তীব্রতার অনুভূতি আমার থাকে না। এরপর তুমি এসে আমাকে দেখলে। খবরদার! সারা জীবনে এ ঘটনা কাউকে জানাবে না।

বর্ণনাকারী বলেন, তার মৃত্যু পর্যন্ত এ ঘটনা কেউ জানে না। মৃত্যুর পর মানুষ তা জানতে পারে।"

৭৯. মৃত্যুর চিন্তায় দিন-রাত নামাযে লিপ্ত

ইবনে ফুযাইল রহ. তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন :

كانت معاذة العدوية إذا جاء الليل تقول : هذه ليلتى التى اموت فيها، فما تنام حتى تصبح، فاذا جاء النهار قالت : هذا يومى الذى اموت فيه فما تنام حتى تمسى، وإذا جاء البرد لبست الثياب الرقاق حتى يمنعها البرد من النوم —

অর্থ : "মুআজা আদাবিয়া (যিনি বড় আবেদা এবং যাহেদা মহিলা ছিলেন)-এর নিয়মিত আমল এই ছিল যে, রাত হলে তিনি বলতেন, আজকের রাত আমার মৃত্যুর রাত। এরপর তিনি ইবাদতে মশগুল হয়ে যেতেন। সকাল হওয়া পর্যন্ত ঘুমুতেন না। এমনিভাবে যখন দিন হত, তখন বলতেন, আজকের দিন আমার মৃত্যুর দিন। এরপর সারা দিন ইবাদত করে কাটাতেন, ঘুমুতেন না। সন্ধ্যা পর্যন্ত এমন করতেন। শীতকাল এলে হাল্কা-পাতলা পোশাক পরতেন, যাতে তীব্র শীতের কারণে ঘুম না আসে।"

৮০. নামায দ্বারা রাত যিন্দা

হাকাম বিন সিনান বাহেলী রহ. বলেন, আমাকে মুআজা আদাবিয়ার এক দাসী ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন :

كانت تحيى الليل صلاة، فاذا غلبها النوم قامت فجالت فى الدار وهى تقول : يانفس النوم امامك لو قدمت لطالت رقدتك فى القبر على حسرة أو سرور قالت : فهى كذالك حتى الصبح —

অর্থ : "তিনি নামায দ্বারা রাত যিন্দা রাখতেন। যখন গভীর ঘুম আসত এবং চোখে নিদ্রার ভাব আসত তখন সারা ঘরে পায়চারী করতেন এবং নিজেকে সম্বোধন করে বলতেন : হে মন! ঘুমের সময় তো সামনে। আজ তুমি মরে গেলে কবরে দীর্ঘদিন ঘুমাবে। সে ঘুম হয়ত আফসোসের হবে অথবা খুশির হবে।

এমনটি করতে করতে ও বলতে বলতে তিনি সকাল করতেন। (সারা রাত ঘুমুতেন না।)"

৮১. মৃত্যু পর্যন্ত শয্যা গ্রহণ না করা

হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন :

ان معاذة العدوية لم تتوسد فراشا بعد ابى الصهباء حتى مات —

অর্থ : "আবুস সাহবার পরে মুআজা আদাবিয়া রহ. জীবনে কখনো শয্যা গ্রহণ করেননি। এভাবেই তিনি ইন্তেকাল করেন।"

৮২. সফওয়ান বিন সুলাইমের অবস্থা

মুহাম্মাদ বিন হুসাইন রহ. বলেন, আমাকে আব্দুল্লাহ বিন উসমান রহ. বর্ণনা করেছেন যে, আমি আবু আব্দুর রহমান মুকরীকে হযরত সফওয়ান বিন সুলাইম রহ.-এর সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছি যে, তিনি বলেন :

ان صفوان بن سليم لم يكن يوسد بالليل و ساد ولا كان يضع جنبه على فراش بالليل إنما كان يصلى فاذا غلبته عيناه احتبى قاعدا —

অর্থ : "সফওয়ান বিন সুলাইম রাতে শয্যা গ্রহণ করতেন না। বিছানায় হেলানও দিতেন না। সারা রাত নামাযে লিপ্ত থাকতেন। চোখে ঘুম এলে দোজানু হয়ে বসে পড়তেন।"

৮৩. রাতকে তিন ভাগ করা

যারীর ইবনে হুরমা ইবনে শুবরিমা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন :

كان زبيد الإيامى يجعل الليل ثلاثة اثلاث بينه و بين إبنيه و كان ربما نادى احدهما فيقول : قم الى جزئك فيكسل فيتم جزءه و بما كسل الاخر —

অর্থ : "যুবায়দ ইয়ামী (যিনি বড় আবেদ এবং যাহেদ বুযুর্গ ছিলেন) পুরো রাতকে তিন ভাগে ভাগ করে রেখেছিলেন। একাংশে নিজে ইবাদত করতেন। আরেক অংশ পুত্রের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন যে, সে ঐ অংশে ইবাদত করবে। তৃতীয়াংশ স্বীয় কন্যার জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। (উদ্দেশ্য এই ছিল যে, সারা রাতের কখনো যেন ঘর ইবাদতমুক্ত না থাকে; বরং কেউ না কেউ ইবাদত করে।) কখনো এমন হত যে, তিনি নিজের অংশে ইবাদত করে পুত্রের অংশ এলে তাকে ডাকতেন। কিন্তু পুত্র অলসতাবশত না উঠলে তিনি নিজেই সে অংশে ইবাদত করতেন। এমনিভাবে কখনো কন্যার অংশে কন্যাকে ডাকলে সে অলসতা দেখালে তিনি নিজেই সে অংশে ইবাদত করতেন। (এভাবে দেখা যেত, তিনি একাই সারা রাত ইবাদত করতেন। কিন্তু এটা সহ্য করতেন না যে, বাড়ির সকলে শুয়ে থাকবে এবং কেউ ইবাদতে লিপ্ত থাকবে না।"

৮৪. নামাযের মাধ্যমে ক্ষমা লাভ

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে কাছীর রহ. বলেন :

رأيت زبيرا الإيامى فى المنام فقلت : الى ما صرت يا ابا عبد الرحمن؟ قال : ارى رحمة الله ، قلت فاى عملك وجدت افضل؟ قال : الصلوة، وحب على بن ابى طالب —

অর্থ : "আমি যুবায়দ ইয়ামীকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবু আব্দুর রহমান! আপনার সঙ্গে কেমন আচরণ করা হয়েছে? জবাবে তিনি বলেন, আল্লাহর রহমত আমাকে ঢেকে নিয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার আমলসমূহের মধ্যে কোন আমলটিকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পেয়েছেন? জবাবে তিনি বলেন, নামায ও হযরত আলী রা.-এর প্রতি মহব্বত।

এ আছর প্রমাণ করে যে, নামায কেমন সফলতার পাথেয়, তেমনি সাহাবায়ে কেরামের মহব্বত পোষণও নাজাতের কারণ। তবে মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যেক সাহাবীকে মহব্বত করতে হবে কুরআন-হাদীসের ভাষ্য মোতাবেক। যার যতটুকু ফযিলত রয়েছে তাকে ঠিক ঐ পর্যায়ে রেখে মহব্বত করতে হবে। মহব্বতের নামে মনগড়া কিছু করা যাবে না। তখন এটা আর মহব্বত হবে না; বরং তাঁর প্রতি জুলুম হবে।

৮৫. দিন-রাত শয়ন না করা

সাঈদ বিন আমর আল কিন্দী রহ. বলেন, আমাকে হযরত আবছার রহ. ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :

كان محمد بن النضر عندى مختفيا فكان لا ينام ليلا ولا نهارا، قال فقلت له لو قلت فقد جاء فى القائلة : قيلوا فان الشيطان لا تقيل فجعل لا يرد على فألححت عليه فقال : انى لأنفس عليها بالنوم وقال غيره : انى لأكره أن اعطى نفسى سؤلها فى النوم —

অর্থ : "মুহাম্মদ বিন নজর রহ. আমার নিকট অবস্থানরত ছিলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল, তিনি দিনে-রাতে কখনও ঘুমুতেন না। তার এই কঠোর মেহনত দেখে আমি তাকে বলি যে, আপনি কিছুক্ষণ দিবানিদ্রা যান। বলা হয়েছে : দিবানিদ্রা যাও, কেননা শয়তান দিবানিদ্রা যায় না। আমার এ কথার কোনো জবাব তিনি দিতেন না। আমি এ ব্যাপারে তাকে চাপাচাপি করলে তিনি বলেন, আমি ঘুমের ব্যাপারে নফসের প্রতি কঠোরতা করি। কোনো কোনো বুযুর্গ বলেন, আমি এটা পছন্দ করি না যে, ঘুমের ব্যাপারে চোখের দাবী মেনে নিব। অর্থাৎ চোখ তো ঘুমাতে চাইবেই কিন্তু আমি তার চাহিদা পূরণ করা পছন্দ করি না।"

৮৬. রাতে হৃদকম্পন শুরু হওয়া

হযরত নাফে বিন উমর রহ. বলেন, উমর বিন মুনকাদিরীর মাতা উমরকে দীর্ঘদিন নির্ঘুম ও ইবাদতে পরিশ্রান্ত দেখে বলেন, বৎস! আমি তোমাকে একটু বিশ্রামরত দেখতে বড়ই আগ্রহী। জবাবে উমর বলেন :

يا أمه والله ان الليل ليرد على فيهولنى فينقضى عنى وما قضيت منه أربى —

অর্থ : "আম্মাজান! রাত এসে আমাকে ভীষণভাবে শঙ্কিত করে তোলে। ফলে আমার ঘুম শেষ হয়ে যায় এবং আমার হৃদকম্পন বেড়ে যায়।"

৮৭. কবরে দীর্ঘকাল থাকতে হবে

বকর আবেদ ঘটনা বর্ণনা করেন যে, সিরিয়ায় একজন বড় বুযুর্গ ছিলেন। তিনি ইবাদত-বন্দেগীতে সারাক্ষণ লিপ্ত থাকতেন। একবার তার মা তাকে বলেন :

يا بنى! عملت مالم يعمل الناس اما تريد ان تهجع فأقبل يرد عليها وهو

يبكى يقول : ليتك كنت بى عقيما ان لبنيك فى القبر حبسا طويلا —

অর্থ : "প্রিয় পুত্র! আমি তোমাকে এমন এমন মেহনত করতে দেখি, যা অন্যরা করে না। রাতে ঘুমুতে তোমার মন একদম চায় না? জবাবে পুত্র কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলে : কতই না ভাল হত, যদি আপনি আমাকে জন্ম না দিতেন! আপনার পুত্রকে কবরে দীর্ঘকাল অবস্থান করা লাগবে।"

৮৮. মুহাম্মাদ বিন কাবের রাত জাগরণ

যুহাইর বিন আব্বাদ বলেন, আবু কাসীর বসরী আমাকে এ ঘটনা বর্ণনা করে শুনিয়েছেন যে, একবার মুহাম্মাদ বিন কাবের মাতা মুহাম্মাদকে বলেন :

يا بنى لولا انى اعرفك صغيرا طيبا و كبيرا طيبا لظننت انك قد عملت

ذنبا موبقا ما اراك تصنع بنفسك بالليل و النهار —

অর্থ : "প্রিয় পুত্র! যদি আমি তোমার শৈশব, কৈশর ও যৌবন পূত-পবিত্র এবং খোদাভীরু না জানতাম, তবে তোমার রাত-দিনের কঠিন মোজাহাদা ও ইবাদতকে মনে করতাম যে, হয়ত তুমি ভয়ানক কোনো গুনাহ করে ফেলেছ, যার ক্ষমা প্রার্থনার জন্য তুমি এভাবে দিন-রাত কঠোর মেহনত করে চলেছ। (কিন্তু আমার জানা আছে যে, তোমার থেকে মারাত্মক কোনো গুনাহ সংঘটিত হয়নি, তাহলে তুমি এত কষ্ট করছ কেন?)"

পুত্র চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে মাকে ডেকে বলেন :

يا أمتاه وما يؤمنى ان يكون الله قد اطلع على و انا فى بعض ذنوبى

فمقتنى فقال : اذهب فلا اغفر لك مع ان عجائب القرآن ترد بى على

امورى إنه لينقضى الليل و لم أفرغ من حاجتى —

অর্থ : "আম্মাজান! কথা হলো, আমি চাই যেন এমনটা না হয় যে, আমার থেকে কোনো গুনাহ হয়ে যায় আর সে কারণে আল্লাহ আমার প্রতি নাখোশ হয়ে বলে দেন যে, ভাগ এখান থেকে, আমি তোমাকে ক্ষমা করব না। (মূলত এই শঙ্কাই আমাকে ইবাদতে রত রেখেছে।) তা ছাড়া কথা হলো, আমি যখন রাতে কুরআন তেলাওয়াত করি, তখন কুরআনের বিস্ময়সমূহ আমার সামনে এমনভাবে প্রকাশ পেতে থাকে যে, তার কল্পনা ও খেয়ালে আমার সারা রাত কেটে যায়, কখন যে রাত শেষ হয় বুঝতে পারি না।"

৮৯. শয্যায় এলে অস্থির হওয়া

আহমদ বিন আবুল হাওয়ারী বলেন, আমি আবু সুলাইমানকে বলতে শুনেছি :

كان طاوس يفرش فراشه ثم يضطجع فيتلقى كما تتقلى الحبة على المقلى ثم يثب فيدرجه ويستقبل القبلة حتى الصباح ويقول : طير ذكر جهنم نوم العابدين —

অর্থ : "হযরত তাউস রহ.-এর অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি রাতে শয্যা হতে দূরে থাকতেন। কিছুক্ষণের জন্য কখনো বিছানায় এলে এভাবে অস্থির হয়ে ছটফট করতেন, যেমনটি মটর কলাই আগুনে ফুটানোর সময় টগবগ করে। তিনি লাফ দিয়ে শয্যা হতে নেমে ওজু করে কেবলামুখী হয়ে যেতেন। এভাবে চলত সকাল পর্যন্ত। এরপর বলতেন, জাহান্নামের স্মরণ আবেদদের নিদ্রা টুটে দিয়েছে।"

৯০. জাহান্নামের ভয়ে নিদ্রা ত্যাগ

আবু জাফর সায়েহ ঘটনা বর্ণনা করেছেন :

كان صفوان بن محرز إذا أجنه الليل يخور كما يخور الثور و يقول : منع خوف النار منى الرقاد —

অর্থ : "যখন রাত সমাগত হত, তখন সফওয়ান বিন মুহাররিয নিথর হয়ে যেতেন, যেমন বলদ নিথর হয়ে যায় এবং তিনি বলতেন : জাহান্নামের ভয় আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছে।"

৯১. দিন আপনার রাত আমার

আব্দুল্লাহ বিন দাউদ রহ. বলেন, পঞ্চাশ বছর পূর্বে এক লোক আমাকে একটি ঘটনা শুনিয়েছিল। আর তা হলো :

كان مملوكا لا مرأة فكان يصلى الليل كله فقالت له : ليس تدعنا تنام بالليل، فقال لها : لك النهار ولى الليل، اذا ذكرت النار طار نومى واذا ذكرت الجنة طال حزنى —

অর্থ : "একজন মহিলার একটি গোলাম ছিল। গোলাম সারা রাত নামায পড়ত। তার মালেকা একদিন তাকে বলে, আমাদেরকে রাতে একটু ঘুমুতে দাও। তখন গোলাম বলে, দিন আপনার আর রাত আমার। যখন জাহান্নামের কথা আমার স্মরণ হয়, তখন আমার ঘুম চলে যায়। আর যখন জান্নাতের খেয়াল হয় আমার পেরেশানী বেড়ে যায়।"

৯২. এক ওজুতে ইশা ও ফজর আদায়

হাম্মাম বিন নাফে বলেন, আমি ওয়াহাব বিন মুনাব্বেহ রহ.-কে একথা বলতে শুনেছি :

انى لا صلى العشاء والصبح احيانا بوضوء واحد يعنى انه لا ينام الليل حتى يصبح —

অর্থ : "কখনো বা আমি এক ওজু দ্বারা ইশা ও ফজরের নামায পড়ি। অর্থাৎ তিনি সারা রাত ঘুমুতেন না এবং ফজরের নামায রাতের ওজু দ্বারাই আদায় করতেন।"

৯৩. ইশার ওজু দ্বারা চল্লিশ বছর ফজরের নামায পড়া

হযরত আবু হাতেম আযদী রহ. বলেন, আবু আলী হায়ছাম রহ. বলেছেন :— صلى سليمان التيمى الغداة بوضوء العتمة اربعين سنة

অর্থ : "সুলাইমান তাইমী রহ. চল্লিশ বছর ধরে ইশার ওজু দ্বারা ফজরের নামায পড়েছেন।"

৯৪. তারা দেখে দেখে সারা রাত ইবাদত করা

আব্দুল্লাহ বিন ইয়াহইয়া ছাকাফী রহ. বলেন, হযরত সুলাইমান তাইমী রহ.-এর থেকে ঘটনা বর্ণনা করেন :

لو لم يكن لأبي من العبادة الا ما كان الليل كله يراعى النجوم فينظر اليها ـــ

অর্থ : "আমার পিতার সারা রাতের ইবাদতের অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি রাতভর ইবাদত করতেন এবং বাইরে এসে এসে তারা দেখতেন। যেন রাত শেষ না হয়।"

৯৫. সিঁড়ির আশি ধাপ পেরিয়েই নামায আদায়

প্রসিদ্ধ বুযুর্গ ও মুহাদ্দিস সুফিয়ান বিন উয়াইনা রহ. বলেন :

رأيت سليمان التيمى شيخا كبيرا، فـى كمه صحف يطلب العلم و أخبرونى أنه كان من المصلين و كانت له درجة ثمانين مرقاة فكان يصعدها فاذا انتهى إلى أولها يقوم فيصلى قبل ان يقعد ـــ

অর্থ : "আমি সুলাইমান তাইমীকে অতিশয় বৃদ্ধ পেয়েছি। ইলম অন্বেষণের জন্য তার হাতে সর্বদা একটি পুস্তিকা থাকত।

আমাকে আরও জানানো হয়েছে যে, সুলাইমান বেশি বেশি নফল নামায পড়তেন। তার একটি বালাখানা ছিল আশিটি ধাপ বিশিষ্ট। যখন তিনি (রাত হলে) ঐ বালাখানায় উঠতেন, তখন শেষ ধাপে পৌঁছেই বসার পূর্বে নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন।"

৯৬. এক রাতে হাজার আয়াত তেলাওয়াত

আবুল আহওয়াস বলেন, আবু ইসহাক রহ. প্রায় বলতেন :

يا معشر الشاب! اغتنموا قل ما تمربى ليلة الا و أنا فيها ألف اية ـــ

অর্থ : "হে যুবারা! তোমরা যৌবনকে গনীমত মনে কর। আমার জীবনের খুব কম রাত এমন গেছে, যে রাতে আমি এক হাজার আয়াত তেলাওয়াত করিনি।"

৯৭. তাহাজ্জুদ নামাযে হাজার আয়াত তেলাওয়াত

ইব্রাহীম আবু ইসহাক নাহদী বলেন, আলা বিন সালেম আবদী রহ. আমাদের ঘটনা শুনিয়েছেন :

ضعف ابو اسحاق عن القيام و كان لا يقدر ان يقوم إلى الصلوة حتى يقام فا ا ذا اقاموه فاستتم قائما قرأ الف اية وهو قائم ـــ

অর্থ : "আবু ইসহাক (অধিক ঘুম ও দুর্বলতাহেতু) তাহাজ্জুদ নামায বেশি পড়তে পারতেন না। তবে সাথীরা যখন তাকে নামাযে দাঁড়িয়ে দিত, তখন তিনি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়েই থাকতেন এবং এক রাকাতেই এক হাজার আয়াত তেলাওয়াত করতেন।"

৯৮. সূরা বাকারা ও আলে ইমরান দিয়ে তাহাজ্জুদ নামায

আবু বকর বিন আইয়াশ রহ. বলেন, আমি আবু ইসহাক রহ.-কে বলতে শুনেছি :

ذهبت الصحة منى وضعفت ورق عظمى انى اليوم اقوم فى الصلوة فما اقرأ الا البقرة وال عمران —

অর্থ : "আমার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গেছে। হাড়ের শক্তি লোপ পেয়েছে। এখন অবস্থা এই হয়েছে যে, তাহাজ্জুদে দাঁড়ালে সূরা বাকারা ও আলে ইমরানের বেশি পড়তে পারি না।"

৯৯. গরমকালে রাতভর নামায পড়া

হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না রহ. ঘটনা বর্ণনা করেন :

كان ابو اسحاق يقوم ليلة الصيف كله، فاما الشتاء فاوله واخره و بين ذلك هجعة —

অর্থ : "আবু ইসহাক রহ. গরমকালে সারা রাত নামাযে কাটিয়ে দিতেন। আর শীতকালে রাতের প্রথম ও শেষাংশে নামায পড়তেন। মধ্যম অংশে কিছুক্ষণ আরাম করতেন।"

১০০. এক রাকাতে সূরা বাকারা তেলাওয়াত

হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না রহ. বলেন, হযরত আওন বিন আব্দুল্লাহ একবার হযরত আবু ইসহাক রহ.-কে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করেন (তার বার্ধক্য অবস্থায়) :

يا ابا اسحاق! ما الذى بقى منك؟ قال : اقوم فاقرأ البقرة فى ركعة وانا قائم، قال : بقى فيك الخير و ذهب منك الشر —

অর্থ : "হে আবু ইসহাক! আপনার বর্তমান সময়ের ইবাদতের অবস্থা কী? কতটুকু ইবাদত করেন? জবাবে তিনি বলেন, এখন অবস্থা হলো, যখন নামাযে দাঁড়াই, এক রাকাতে সূরা বাকারা পড়ি।

আওল বিন আব্দুল্লাহ বলেন, কল্যাণ আপনার মাঝেই বর্তমান আর অনিষ্টরা বিদায় নিয়েছে আপনার থেকে।"

১০১. চল্লিশ বছর নির্ঘুম রজনী পার

আবু বকর বিন আইয়াশ বলেন, আমি আবু ইসহাক রহ.-কে একথা বলতে শুনেছি :

ما اقلت عيني غمضا منذ اربعين سنة —

অর্থ : "আমি চল্লিশ বছর যাবত ঘুমের জন্য স্বীয় চক্ষু বন্ধ করিনি।"

১০২. ঘুম ভাঙলে আর না ঘুমানো

হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না রহ. বলেন, হযরত আবু ইসহাক রহ. প্রায় বলতেন : اما انا فاذا استيقظت لم اقلها

অর্থ : "আমার অবস্থা হলো, একবার ঘুম ভেঙে গেলে আর আমি ঘুমাই না।"

১০৩. ঘুম ভাঙলে তাহাজ্জুদে দাঁড়ানো

সায়ীদ বিন ইসাম মাযিনী রহ. স্বীয় পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, মুসলিম বিন য়াসার রহ. বলেন :

اذا نمت ثم استيقظت ثم عدت نائما فلا ارقد الله عينك —

অর্থ : "ঘুমিয়ে পড়ার পর তা ভাঙলে (আমি নামাযে দাঁড়িয়ে যাই) আর যদি আবার ঘুমিয়ে পড়ি তাহলে আল্লাহ যেন আমার চোখে ঘুম না দেন।"

১০৪. শেষ রাতে কবরস্থানে গিয়ে নামায আদায়

হযরত ঈসা বিন উহমর নাহবী বলেন, আমর বিন উতবা বিন ফারকদ রহ.-এর অবস্থা এই ছিল যে, তিনি রাতের এক তৃতীয়াংশ চলে গেলে ঘর থেকে বের হতেন। স্বীয় ঘোড়ায় আরোহণ করে কবরস্থানে চলে যেতেন এবং কবরবাসীদের সম্বোধন করে বলতেন :

يا اهل القبور طويت الصحف و رفعت الاقلام لا يستعتبون من سيئة ولا يستزيدون فى حسنة ثم يبكى ثم ينزل عن فرسه فيصف بين قدميه فيصلى حتى يصبح فاذا طلع الفجر ركب فرسه حتى يأتى مسجد حيه فيصلى مع القوم كأن لم يكن فـــي شيء مما كان فيه —

অর্থ : "হে কবরবাসী! আমলনামা গুটিয়ে ফেলা হয়েছে। কলম বন্ধ করা হয়েছে। ফলে তোমাদের জন্য তওবা ও গুনাহ্ মাফের সুযোগ আর নেই। আর না তোমরা নিজেদের কোনো আমল বৃদ্ধি করতে পার। এ কথা বলে তিনি খুব কাঁদতেন এবং ঘোড়া হতে জমিনে নেমে নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। ভোর পর্যন্ত নামাযে মশগুল থাকতেন। সুবহে সাদিক হলে এলাকার মসজিদে ফিরে আসতেন এবং অন্যান্য লোকদের সঙ্গে জামাতের সাথে নামাযে এভাবে শরীক হতেন, যেন পূর্বে আর কিছুই হয়নি।"

১০৫. এক পায়ে দাঁড়িয়ে সারা রাত তাহাজ্জুদ আদায়

হাফস বিন গিয়াছ বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মাদ বিন ইসহাক ঘটনা বর্ণনা করেছেন :

قدم علينا عبد الرحمن بن الاسود بن يزيد حاجا فاعتلت احدى قدميه فقام يصلى حتى أصبح على قدم قال : وصلى الفجر بوضوء العشاء —

অর্থ : "আব্দুর রহমান বিন আসওয়াদ হজ করতে আমাদের সঙ্গে হিজাযে যান। তাঁর এক পা ছিল অবশ। রাতে তিনি তাহাজ্জুদ পড়তে দাঁড়ান। এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েই সারা রাত নামায পড়েন। এভাবে তিনি ইশার ওজু দ্বারা ফজরের নামায পড়েন।"

১০৬. শেষ রাত পর্যন্ত তাহাজ্জুদ পড়া

হুমায়দি বলেন, হযরত সুফিয়ান ছাওরী রহ. ঘটনা বর্ণনা করেছেন :

كان قيس بن مسلم يصلى حتى السحر ثم يجلس فيهيج البكاء ساعة بعد ساعة ويقول : لامر ما خلقنا، لأمر ما خلقنا، لئن لم نأت الاخرة بخير لنهلكن

অর্থ : "কায়েস বিন মুসলিম শেষ রাত পর্যন্ত তাহাজ্জুদ নামাযে মশগুল থাকতেন। এরপর ক্ষণে ক্ষণে কান্না-কাটি ও রুনাজারির আওয়াজ ভেসে আসত। তিনি এভাবে বলতেন, কেন আমাকে সৃষ্টি করা হলো, কেন আমাকে সৃষ্টি করা হলো। কেয়ামতের আগমন যদি কল্যাণের সঙ্গে না হয়, তবে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।"

১০৭. দুই বুযুর্গের কান্না

হযরত সুফিয়ান ছাওরী রহ. ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ঘটনার বিবরণ হলো, কায়েস বিন মুসলিম রহ. এক রাতে অপর বুযুর্গ মুহাম্মাদ বিন জাহাদা রহ.-এর সঙ্গে সাক্ষাত করতে মনস্থ করেন। কায়েস ইশার নামায পড়ে মুহাম্মাদের মসজিদে যান। সেখানে গিয়ে দেখেন, মুহাম্মাদ নামায পড়ছেন। কায়েস নামায শেষ হওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকেন। এদিকে মুহাম্মাদ অনবরত নামায পড়তেই থাকেন। নামায পড়তে পড়তেই সুবহে সাদিক হয়ে যায়। কায়েস বিন মুসলিম এলাকার মসজিদের ইমাম হওয়ায় তিনি নামায পড়ানোর জন্য স্বীয় মসজিদে চলে আসেন। মোটকথা, সে রাতে দু'জনের সাক্ষাত হয় না এবং মুহাম্মাদ রহ. কায়েসের আগমনের কথা জানতে পারেন না।

মুহাম্মাদের মসজিদের কতিপয় নামাযী মুহাম্মাদকে জানায় যে, আপনার ভাই কায়েস বিন মুসলিম গত রাতে আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য এসেছিলেন কিন্তু আপনি তার প্রতি ভ্রুক্ষেপই করেননি। তিনি বলেন, আমি তো তাঁর আগমন সম্বন্ধে জানি না। যাই হোক, সকালে তিনি কায়েস বিন মুসলিমের বাড়িতে যান। কায়েস তাকে আসতে দেখে দাঁড়িয়ে কোলাকুলি করেন। এরপর দুই বুযুর্গ পাশাপাশি বসেন এবং আখেরাতের চিন্তায় ও দ্বীনী আলোচনায় মশগুল হয়ে কাঁদতে থাকেন।

১০৮. লাঠিতে ভর দিয়ে তাহাজ্জুদ আদায়

আব্দুর রহমান বিন ইয়াযিদ রহ. বলেন, আমার পিতা ইয়াযিদ জবয়ী যখন রাতে তাহাজ্জুদের জন্য দাঁড়াতেন তখন দীর্ঘক্ষণ যাবত দণ্ডায়মান থাকতেন। তাঁর নিজস্ব ইবাদতখানায় একটি কাঠের লাঠি ছিল, তিনি তাতে কখনো কখনো ভর দিতেন। কখনো এমন হত যে, গভীর ঘুমের কারণে পড়ে যেতেন এবং বলতেন :

لا احب ان أعمد للنوم اجهد الا انام فان غلبني كان اعذر لنفسي عندى —

অর্থ : "আমি দ্বিতীয়বার আরও ঘুমুতে চাই না। বরং আমি চেষ্টা করি আর না ঘুমানোর। কিন্তু তারপরেও যদি আমার গভীর নিদ্রা এসে যায়, তবে তা আমার জন্য একটি ওজর বৈ নয়।"

১০৯. হযরত রাবিয়া আদাবির রাতভর নামায

আব্দা বিনতে আবী শাওয়াল একজন নেককার মহিলা ছিলেন। তিনি বলেন, হযরত রাবিয়া আদাবি রহ.-এর রীতি এই ছিল যে, তিনি রাতভর নফল নামায পড়তেন। সুবহে সাদিকের সময় স্বীয় জায়নামাযে বসেই ভোর পর্যন্ত হাল্কা ঘুমিয়ে নিতেন। চোখ খুলতেই দ্রুত উঠে পড়তেন এবং তিনি নিজেকে সম্বোধন করে এভাবে বলতেন :

يا نفس! كم تنامين والى كم لاتقومين اوشك ان تنامى نومة لا تقومين منها الا بصرخة يوم النشور —

অর্থ : "মন রে! তোর বারটা বাজুক! তুই আর কতকাল ঘুমিয়ে থাকবি! কবে জাগ্রত হবি? সেই সময় অতি নিকটবর্তী, যখন তুমি এমন ঘুমুবে যে, তারপরে আর জাগ্রত হবে না কেয়ামত পর্যন্ত।"

আব্দা বলেন, মৃত্যু পর্যন্ত হযরত রাবেয়া আদাবির এই আমল এবং এভাবে বলা অব্যাহত ছিল।

১১০. অচিরেই চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে পড়ব

আবু সাঈদ মূসা বিন হিলাল বলেন, আমাদের সঙ্গে উঠা-বসা করতেন এক লোক। তিনি হাসসান বিন আবু সীনানের স্ত্রীর গোলামও ছিলেন। তিনি বলেন, আমাকে আমার মালিকা তথা হাসসানের স্ত্রী বলেছেন যে, হাসসানের সারা জীবনের আমল এমন ছিল :

كان يجيء فيدخل معى فى فراشى قالت : ثم يخادعنى كما تخادع المرأة صبيها فاذا علم انى قد نمت سل نفسه فخرج ثم يقوم فيصلى، فقلت له : يا ابا عبد الله! كم تعذب نفسك؟ ارنف بنفسك، فقال لـى : اسكتى و يحك فأوشك ان ارقد رقدة لا اقوم منها —

অর্থ : "রাত হলে আমার সঙ্গেই শয্যা গ্রহণ করতেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই এভাবে ধোঁকা দিয়ে আমার পাশ থেকে উঠে যেতেন, যেভাবে মা বাচ্চাকে ধোঁকা দিয়ে উঠে যায়। যখন তিনি নিশ্চিত হতেন যে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, তখন তিনি অতি সন্তর্পণে শয্যা ত্যাগ করে এসে নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। আমি কখনও তাকে বলতাম, আবু আব্দুল্লাহ! আপনি নিজেকে আর কত কষ্ট দিবেন? এবার নিজের প্রতি একটু রহম করুন। তখন তিনি বলতেন, চুপ করো, জানা নাই, হয়ত শীঘ্রই আমি এমন ঘুমে হারিয়ে যাব যে, আর কখনো জাগ্রত হব না।"

১১১. ঈমানদারদের জন্য কবরের দীর্ঘ ঘুমই যথেষ্ট

শিহাব বিন আব্বাদ বলেন, সুয়াইদ বিন আমর কালবী আমাকে এক মহিলার ঘটনা বর্ণনা করে শুনিয়েছেন যে, একজন জনৈকা আবেদা মহিলা ছিল, তিনি রাতে সামান্য একটু ঘুমুতেন মাত্র। এ ব্যাপারে তাঁকে অভিযুক্ত করা হলে, তিনি একটি মূল্যবান মন্তব্য করেন। তিনি বলেন :

كفى بطول الرقدة فى القبور للمؤمنين رقادا —

অর্থ : "মু'মিনদের জন্য কবরের দীর্ঘ ঘুমই যথেষ্ট।"

১১২. রাতের অন্ধকারের সঙ্গে কেয়ামতের কতই না অপূর্ব মিল

আবু সালেমা নামী বনূ সাদুসের এক লোক বলেন, আমাদের এলাকায় এক বৃদ্ধা ছিলেন। আমরা তাকে না পেলেও আমাদের বড়রা তাকে পেয়েছেন। তার নাম ছিল মুনীরা। তার চিরায়ত নিয়ম ছিল, রাত হলেই তিনি এভাবে বলতেন :

قد جاء الهول قد جاءت الظلمة قد جاء الخوف، وما اشبه هذا بيوم القيامة، قال : ثم تقوم فلا تزال تصلى حتى تصبح —

অর্থ : "রাত এসে গেছে। অন্ধকার ছেয়ে গেছে। এই অন্ধকারের সঙ্গে কেয়ামতের দিনের বড়ই মিল রয়েছে। এরপর তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন এবং ভোর পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে নামাযে মশগুল থাকতেন।"

১১৩. ঘুমের সঙ্গে আবেদদের সম্পর্ক কীসের?

মুহাম্মাদ বিন আব্দুল আযীয রহ. বলেন, আমার মাতা আমাকে বলেছেন, তোমার পিতা আব্দুল আযীয বিন সালমান প্রায় বলতেন :

ما للعابدين، وما للنوم لا نوم والله فى دار الدنيا الانوم غالب —

অর্থ : "ইবাদতগুজার ও রাত জাগরণকারীদের সঙ্গে ঘুমের সম্পর্ক কীসের? দুনিয়ায় ঘুমের কোনো প্রয়োজন নেই, তবে ঐ ঘুম ব্যতীত, যা মানুষের উপর প্রবলভাবে চেপে বসে।"

রাবী বলেন, আমার মাতা এ ঘটনা বর্ণনা করে বলেছেন :

فكان و الله كذالك ماله فراش وما يكاد ينام الا مغلوبا —

অর্থ : "তিনি তার কথার উপর পূর্ণ আমল করতেন। তিনি শুধু তখনই শয়ন করতেন, যখন গভীর ঘুম তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলত। তবে তখনও শয্যায় ঘুমাতেন না; বরং যেখানেই ঘুম আসত ঘুমিয়ে পড়তেন। আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, তিনি প্রবল ঘুমের চাপ ছাড়া কখনও ঘুমুতেন না।"

১১৪. রাতভর শয্যা থেকে দূরে

আহমাদ বিন ইব্রাহীম বলেন, আব্দুর রহমান বিন মাহদী আমাকে ঘটনা বর্ণনা করে শুনিয়েছেন যে–

كان محمدبن يوسف لا يضع جنبه بالليل —

অর্থ : "মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ রাতে কখনো শয্যা গ্রহণ করতেন না।"

১১৫. কুফা থেকে মক্কা সফরে রাতে না ঘুমানো

আব্দুস সালাম বিন হারব বলেন :

ما رأيت احدا قط اصبر على سهر بليل من خلف بن حوشب،

سافرت معه الى مكة فما رأيته نائما بليل حتى رجعنا إلى الكوفة —

অর্থ : "তাহাজ্জুদ ও রাত জাগরণের কষ্টের মুখে ধৈর্যধারণের ক্ষেত্রে আমি খালফ বিন হাওশাবের জুড়ি পাইনি। আমি একবার তার সঙ্গে কুফা হতে মক্কা পর্যন্ত সফর করি। পুরো সফরে আমি তাকে কোনো রাতে ঘুমুতে দেখিনি। এ অবস্থায় আমরা আবার কুফায় ফিরে আসি।"

১১৬. আব্দুল আযীযের সবর

আবু আব্দুর রহমান মুকরী রহ. বলেন :

ما رأيت احد اقط اصبر على طول القيام من عبد العزيز بن أبي رواد —

অর্থ : "আমি আব্দুল আযীয বিন আবু রওয়াদ অপেক্ষা অধিক ও দীর্ঘ রাত জাগরণে সবরকারী আর কাউকে দেখিনি।"

১১৭. তাহাজ্জুদের জন্য কষ্ট স্বীকার

হিশাম বলেন, হযরত সাবেত বুনানী রহ. আমাকে জানিয়েছেন যে–

ما رأيت احدا اصبر على طول القيام والسهر من يزيد بن ابان يعنى الرقاشى

অর্থ : "দীর্ঘ রাত জাগরণ এবং রাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠায় কষ্ট স্বীকারের ক্ষেত্রে অধিক সবরকারী ইয়াযিদ বিন আবান রকাশীর চেয়ে আর কাউকে দেখিনি।"

১১৮. তাহাজ্জুদগুজার নামে প্রসিদ্ধি লাভ

হযরত সুফিয়ান রহ. বলেন, আমর বিন কায়েসের সূত্রে লোকেরা আমাকে জানিয়েছে যে, আমর বলেছেন :

ما رفعت رأس بليل قط الا رأيت موسى بن أبي عائشة قائما يصلى —

অর্থ : "আমি রাতে যখনই মাথা উঠাই দেখি যে, মূসা বিন আবু আয়েশা নামাযে দণ্ডায়মান।"

বর্ণনাকারী বলেন, কেউ কেউ বলেছেন, রাতে অধিক দণ্ডায়মান এবং বেশি রাত জাগরণের কারণে মূসা বিন আবু আয়েশার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তাকে মানুষ সাধারণভাবে 'তাহাজ্জুদগুজার' বলে ডাকত।

১১৯. মা'মার বিন মুবারকের ইবাদত

আবুল ওলীদ আবদী রহ. বলেন :

مارأيت أحدا اعلم بليل من معمر بن المبارك —

অর্থ : "রাত জাগরণ ও অধিক ইবাদতকারী হিসেবে মা'মার বিন মুবারক অপেক্ষা আর কারো সম্পর্কে আমি জানি না।"

১২০. এক মহিলার সারা রাত নামায আদায়

আব্দুল্লাহ বলেন, আবুল ওলীদ আমাকে শুনিয়েছেন যে–

ربما رأيت فاطمة بنت بزيع مولاة الحسن بن يوسف وكان امرأة الأغر أبي عثمان ربما رأيتها تصلى من أول الليل إلى اخره —

অর্থ : "আমি হাসান বিন ইউসুফের বাঁদী এবং আবু উসমানের স্ত্রী ফাতেমা বিনতে বুযাইকে অনেকবার দেখেছি যে, তিনি রাতের শুরু ভাগ থেকে নিয়ে শেষ ভাগ পর্যন্ত নামায পড়েই অতিবাহিত করেছেন।"

১২১. এক রাকাতে ছয় সূরা তেলাওয়াত

আবুল ওলীদ বলেন, আমি অনেকবার গজানা এবং আলিয়াকে দেখেছি যে, তাদের দু'জনের যেই রাতে তাহাজ্জুদ পড়তেন, এক রাকাতেই সূরা বাকারা, সূরা আলে ইমরান, সূরা নিসা, সূরা মায়েদা, সূরা আনআম ও সূরা আরাফ শেষ করতেন।

১২২. রাত-দিন নামাযে মশগুল থাকা

মুহাম্মাদ বিন হুসাইন বলেন, ইসমাইল বিন যিয়াদ আমাকে বলেছেন :

قد رأيت العباد و المتهجدين فما رأيت احدا قط اصبر على صلاة بليل ولا نهار و طول السهر و القيام من مسرور بن ابــى عوانة، كان يصلى الليل والنهار لا يفتر، قال : و قد علينا مرة فاعتل فقال : أخرجونى إلى الساحل انظر إلى الماء حتى لا أنام —

অর্থ : "আমি বহু আবেদ ও তাহাজ্জুদ গুজার লোক দেখেছি, কিন্তু তাদের মধ্যে মাসরুর বিন আবু আওয়ানাকে সবচেয়ে বেশি রাত জাগরণকারী, দিন-রাত নামাযে রত এবং দীর্ঘ সময় ইবাদতকারীরূপে পেয়েছি। তাঁর অভ্যাস এই ছিল যে, দিন-রাত নামাযে লিপ্ত থাকতেন এবং অলসতা করতেন না। একদা তিনি আমাদের কাছে এলে ইবাদতে অবিরাম দণ্ডায়মান থাকার কারণে অসুস্থ বলে মনে হয়। তিনি আমাদের বলেন, আমাকে উপকূলে নিয়ে যাও, যাতে আমি পানি দেখে নিজের ঘুম তাড়াতে পারি।"

১২৩. নামাযে অধিক ক্রন্দনকারী

মাসরুর বিন আবু আওয়ানার জামাতা আবুল মাসারিদ বলেন :

كان ابن ابى عوانة من اكثر الناس صلاة بالليل و أطوله اجتهادا فلا قدم علينا مسرور بن ابى عوانة قال لى ابن ابى عوانة : يا ابا المساور! احتقرت والله نفسى او تصاغرت والله إلى نفسى —

অর্থ : "মানুষের মধ্য হতে মাসরুর বিন আবু আওয়ানা নামাযে সবচেয়ে বেশি ক্রন্দনকারী এবং দীর্ঘ দণ্ডায়মান ছিলেন। একদা তিনি আমাদের কাছে এসে আমাকে বলেন, হে আবুল মাসাবির! আল্লাহর কসম! আমার নিকট আমার জান ও আমার নফস সবচেয়ে নিকৃষ্ট।"

১২৪. আব্দুল ওয়াহিদের রাত জাগরণ

আম্মার বিন উসমান রহ. বলেন, আমি হিসন বিন কাসেমকে এ কথা বলতে শুনেছি :

لو قسم بث عبد الواحد بن زيد على اهل البصرة لوسعهم فاذا اقبل سواد الليل نظرت إليه كأنه فرس رهان مضمر متحزم ثم يقوم الى محرابه وكأنه رجل يخاطب ـــ

অর্থ : "যদি আব্দুল ওয়াহিদের রাত জাগরণ পুরো বসরাবাসীদের মাঝে ভাগ করে দেওয়া হয়, তবে তা সকলের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। যখন রাতের আধার বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে তখন আমি তাকে দেখি যে, যেন তিনি কামান বাঁধা ঐ ঘোড়ার মত, যে ঘোড়া দৌড়াতে প্রস্তুত। এরপর তিনি ইবাদতখানায় গিয়ে এভাবে দাঁড়াতেন, যেন দুনিয়ার সঙ্গে তার কোনোই সম্পর্ক নেই।"

১২৫. সোজা লাঠির মত নামাযে দণ্ডায়মান থাকা

উবাইদ বিন সা'দ হামদানী বলেন, আমাদেরকে আবুল আহওয়াম ঘটনা বর্ণনা করেছেন :

ان منصور بن المعتمر كان إذا جاء الليل اتزر وارتدى إن كان صيفا و إن كان شتاء التحف فوقه ثيابه ثم قام الى محاربه فكأنه خشبة منصوبة حتى يصبح

অর্থ : "মানসূর বিন মু'তামির রাত হলে গরমকালে শুধু একটি লুঙ্গি পরতেন আর শীতকালে শরীরে একটি মোটা কাপড় জড়িয়ে নিতেন। এরপর স্বীয় ইবাদতখানায় গিয়ে নামায পড়তে দাঁড়িয়ে যেতেন। সকাল পর্যন্ত তিনি এভাবে নিথরভাবে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন, যেন একটি সোজা লাঠি দাঁড়িয়ে আছে।"

১২৬. দিনভর রোযা ও রাতভর নামায আদায়

খালফ বিন তামীম বলেন, আমি যায়েদাকে একথা বলতে শুনেছি :

صام منصور سنة صام نهارها و قام ليلها و كان يبكى الليل فاذا اصبح ادهن واكتحل و برق فتقول له امه : ما شأنك؟ اقتلت نفسا؟ فيقول : انا اعلم بما صنعت نفسى —

অর্থ : "মানসূর বিন মু'তামির সারা বছর দিনে রোযা রাখতেন এবং রাতে নামায পড়তেন ও কান্নাকাটি করতেন। সকাল হলে তিনি মাথায় তেল দিতেন, চোখে সুরমা লাগাতেন এবং স্বীয় ঠোঁট ভিজিয়ে রাখতেন। (যাতে মানুষ তার চেহারা হতে রাতের মেহনত ও কান্না-কাটি সম্পর্কে অনুভব না করতে পারে।)

তার মাতা প্রায় তাকে বলতেন, তোমার ব্যাপারটা কী? তুমি নিজেকে হত্যা করে ফেলবে? তিনি জবাবে বলতেন, আমি জানি আমি কী করছি!"

১২৭. ইবাদত করতে করতে শীর্ণকায় হওয়া

ইসহাক বিন ইসমাইল বলেন, আমি যারীরকে বলতে শুনেছি :

بلغ منصورا حديث عبد الله بن مسعود! من يقم الحول يصب ليلة القدر، فقام سنة يصوم النهار ويقوم الليل حتى بلى فصار مثل الجرادة —

অর্থ : "যখন মানসূর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর এই উক্তি সম্পর্কে জানেন যে, যে ব্যক্তি সারা বছর পূর্ণ রাত ইবাদত করবে, সে অবশ্যই শবে কদর পাবে। সুতরাং তখন থেকে তিনি শবে কদর পাবার আশায় সারা বছর দিনে রোযা রাখতেন এবং রাতভর নামায পড়তেন। এভাবে অবিরাম ইবাদত করার কারণে তার অবস্থা টিড্ডির মত জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে যায়।"

১২৮. রাত ছিল মানসূরের বাহন

মুহাম্মাদ বিন হুসাইন বলেন, সুফিয়ানের সূত্রে হুমায়দী আমাকে বলেছেন :

كان الليل عند منصور مطية من المطايا متى شئت اصبته قد ارتحله —

অর্থ : "রাত ছিল মানসূরের বাহনসমূহের একটি বাহন। তিনি যখন ইচ্ছা তাতে আরোহণ করতেন। অর্থাৎ রাতের যে কোনো অংশে তিনি ইচ্ছেমত জাগ্রত হতেন এবং ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত হতেন।"

১২৯. রাত জাগরণ গোপন করার প্রয়াস

খালফ বিন তামীম বলেন, আমি আবু তামীম বিন মালিককে বলতে শুনেছি :

كان منصور بن المعتمر اذا صلى الغداة أظهر النشاط لأصحابه فيحدثهم و يكثر إليهم، ولعله انما بات قائما على أطرافه كل ذلك ليخفى عنهم العمل

অর্থ : "মানসূর বিন মু'তামির রহ.-এর আমল ছিল, তিনি প্রতিদিন ফজরের নামায আদায় শেষে সাথীদের সামনে উদ্দামতা ও ফুরফুরে মেজাজ প্রকাশ করতেন। তাদের সঙ্গে চুটিয়ে আলাপ করতেন এবং তাদের সঙ্গে বসে আসর জমাতেন। অথচ তিনি সারা রাত দাঁড়িয়ে পার করে আসতেন। তারপরেও তার খোশ মেজাজ ও প্রফুল্লতা দেখানোর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, যেন সাথীদের কাছে তার আমলের কথা গোপন থাকে।"

১৩০. দাঁড়ানো লাঠিটা কোথায়?

আবুল আহওয়াস বলেন, মানসূর বিন মু'তামিরের এক প্রতিবেশির একটি বাদী ছিল। মানসূরের মৃত্যুর পরে বাঁদী তার মনিবকে জিজ্ঞাসা করে: يا أبة! اين الخشبة التى كانت فى سطح منصور؟

অর্থ : "আব্বাজান! মানসূরের ছাদে যে লাঠিটি দাঁড়া করানো থাকত তা কোথায় গেল?"

জবাবে মনিব বলেন– يا بنية! ذالك منصور كان يقوم الليل

অর্থ : "বেটি! ওটা লাঠি ছিল না; বরং মানসূর নিজে ছিলেন। তিনি এভাবে দাঁড়িয়ে রাতে ইবাদতে মশগুল থাকতেন।"

১৩১. তিন ইবাদতে রাত পার

আতা বিন জাবালা রহ. একজন বিশিষ্ট বুযুর্গ ছিলেন। তিনি বলেন, মানসূরের মৃত্যুর পরে মানুষ তার মায়ের কাছে জানতে চায় যে, মানসূরের বিশেষ আমল কী ছিল? জবাবে তার মাতা বলেন :

كان ثلث الليل يقرأ، ومثله يبكى، وثلثه يدعو —

অর্থ : "রাতের একভাগে তিনি কুরআন তেলাওয়াত করতেন। আরেক ভাগে কান্না-কাটি করতেন। আর অপর এক ভাগে দোয়া করতেন। (এভাবে তিন ইবাদতে রাত পার করতেন।)"

১৩২. রাতের আঁধারে অস্থিরচিত্তে ক্রন্দন

মুহাম্মাদ বিন জাফর বলেন, আব্দুল্লাহ বিন ইদরিস আমাকে বলেছেন :

ما رأيت الليل على أحد من الناس أخلف منه على ابى حيان التيمى، صحبناه مرة إلى مكة فكان إذا أظلم الليل فكأنه هذا الزنابير إذا هيجت من عشها —

অর্থ : "আমি রাতের আঁধারকে আবু হায়য়ান তায়মী অপেক্ষা আর কারো ক্ষেত্রে অধিক হালকা পাইনি। একবার আমরা তার সঙ্গে ছিলাম। আমরা দেখি যে, যখন রাতের আঁধার ছড়িয়ে পড়ে তখন তিনি ইবাদত-বন্দেগী ও কান্না-কাটিতে বেশি অস্থির হয়ে পড়েন। যেমন হাক্কা টানলে তা হতে শো শো আওয়াজ হয়, তেমনি তার ফোঁপানি শোনা যেত।"

১৩৩. মৌমাছির মত ভোঁ ভোঁ আওয়াজ বের হওয়া

আব্দুল্লাহ বিন গালেব রহ. বলেন, আমি রবী বিন সাবীহ রহ.-এর খেদমত করতাম। যখন তিনি তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য জাগ্রত হতেন, তখন আমি তার ওজুর পানি এনে দিতাম। তখন ঘরের কোণ হতে তাহাজ্জুদ গুজার এবং রাত জাগরণকারীদের দোয়ার এমন আওয়াজ নির্গত হত, যেমন মৌমাছির চাকে আঘাত করার পর মৌমাছি শব্দ করে বের হয়।

তিনি আরও বলেন, রবী যখন থেকে ইবাদতকে নিজের শহর বানিয়ে নিয়েছিলেন, তখন থেকে তিনি খুব কমই সেখান থেকে বের হতেন। তাঁর রাতের ইবাদত-বন্দেগী খুবই দীর্ঘ হত।"

১৩৪. মৃত্যু পর্যন্ত শয্যা গ্রহণ না করার অঙ্গীকার

মুহাম্মাদ বিন আবু মানসূর ঘটনা বর্ণনা করেন :

كان من صفوان بن سليم اعطى الله عهدا لا أضع جنبى على فراشى حتى ألحق بربى —

অর্থ : "সফওয়ান বিন সুলাইম আল্লাহর সঙ্গে এভাবে ওয়াদা করেন যে, আমি আমার প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাত তথা মৃত্যু পর্যন্ত বিছানায় পার্শ্বদেশ রাখব না।"

বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, এই ওয়াদার পর সফওয়ান চল্লিশ বছর বেঁচেছিলেন। কিন্তু দীর্ঘ এ সময়ের মাঝে কখনও শয্যা গ্রহণ করে ওয়াদা ভঙ্গ করেননি। যখন তার ইন্তেকালের ক্ষণ ঘনিয়ে আসে, তখন তাকে বলা হলো– رحمك الله الا تضطجع

অর্থ : "আল্লাহর করুণা হোক আপনার প্রতি, আপনি কি এ মুহূর্তেও শয্যা গ্রহণ করবেন না?"

জবাবে তিনি বলেন– ما وفيت لله بالعهد إذا

অর্থ : "তবে তো আমি আল্লাহর সঙ্গে ওয়াদা পূরণকারী হব না!"

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তাকে হেলান দিয়ে বসিয়ে দেয়া হয় আর এ অবস্থাতেই তার প্রাণ দেহ থেকে নির্গত হয়ে যায়।

মদীনাবাসী বলাবলি করতেন– إنه ثقبت جبهته من كثرة السجود

অর্থ : "অধিক সেজদার কারণে সফওয়ানের কপাল ফেটে গিয়েছিল।"

১৩৫. আমল ছুটে যাওয়ায় শয্যাগ্রহণ না করার কসম

তলক বিন মুয়াবিয়া ঘটনার বিবরণদাতা। তিনি বলেন, হিন্দ বিন আউফ নামে একজন বুযুর্গ ছিলেন। তিনি একবার সফর থেকে ফিরে এলে তার স্ত্রী তার জন্য শয্যা প্রস্তুত করে দেন। বুযুর্গ শয্যা গ্রহণ করেন। বুযুর্গের নিয়মিত অভ্যাস ছিল যে, তিনি রাতের কোনো এক অংশে উঠে তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন। কিন্তু ঐ রাতে সফরের ক্লান্তিহেতু গভীর ঘুমে হারিয়ে যান। এতে তার নিয়মিত তাহাজ্জুদের আমল ছুটে যায়। তিনি জাগ্রত হয়ে আমল ছুটে যাওয়ার কারণে এত দুঃখ ভারাক্রান্ত হন যে, এক পর্যায়ে কসম খেয়ে বলেন : لا ينام على فراش أبدا

অর্থ : "জীবনে আর কখনো তিনি শয্যায় ঘুমাবেন না।"

১৩৬. তাহাজ্জুদ ছুটে যাওয়ায় শাস্তি

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির রহ. এক সাহাবীর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :

ان تميما الدارى نام ليلة لم يتهجد فيها حتى أصبح فقام سنة لم ينم —

অর্থ : "হযরত তামীমে দারী রা. এক রাতে ঘুমিয়ে পড়েন; তাহাজ্জুদ নামায পড়তে পারেন না। সকাল হয়ে যায়। এ কারণে তিনি নফসকে এত শাস্তি দেন যে, সামনে এক বছর পর্যন্ত তিনি রাতে ঘুমান না; বরং পুরো রাত তাহাজ্জুদ ও ইবাদতে কাটিয়ে দেন।"

১৩৭. যেমন ছেলে তেমন মা

আবু বকর হুজালী আব্দুন নূর নামীয় বসরার এক লোক থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, বনূ তামীমের এক লোক ইবাদত-বন্দেগীর পথ ধরেন। তার সাধারণ রীতি ছিল, তিনি নামায দ্বারা রাত জীবন্ত রাখতেন। একবার তার মা তাকে বলেন : يا بنى! لو نمت من الليل شيئا

অর্থ : "বৎস! তুমি রাতের কিছুক্ষণ ঘুমালে ভাল হত!"

জবাবে তার ছেলে বলেন :

ما شئت يا أمه ان شئت نمت اليوم و لم انم غدا فى الاخرة و إن شئت لم أنم اليوم لعلى ادرك اليوم غدا فى الاخرة مع المستر يحين من عسر الحساب —

অর্থ : "আম্মাজান! দুই কথার কোনটি আপনি গ্রহণ করতে চান? হয়ত আমি দুনিয়ার জীবন শুয়ে কাটাব আর আখেরাতে আমার শান্তির ঘুম নসীব হবে না অথবা দুনিয়ার জীবনে আমি নির্ঘুম রাত কাটাব আর কাল কেয়ামতে হয়ত এর উসিলায় হিসাব-কিতাবের কঠোরতা হতে মুক্তি পাব এবং সেদিন যারা আরাম লাভ করবে আমিও তাদের মধ্যে গণ্য হব- আপনি কোনটি চান?"

জবাবে মা বলেন, বৎস! আল্লাহর কসম! আমি শুধু তোমার শান্তি ও আরাম চাই। দুনিয়ার শান্তির তুলনায় তোমার আখেরাতের শান্তি আমার কাছে বেশি প্রিয়। এই আমার শেষ কথা। এখন তুমি যা ভাল মনে কর, করতে পার।

পুত্র! শোন। শুধু এভাবে করলেই হবে না। তোমাকে হলফ করতে হবে যে, আমি আমার সারা জীবনের রাতগুলো তাহাজ্জুদ নামাযসহ অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগী করে কাটাব। হতে পারে, এতে তুমি কাল কেয়ামতের কঠোরতা হতে নিষ্কৃতি লাভ করবে। এমনটি না করলে, আমি জানি না যে, তোমার নাজাত হবে কিনা।

মায়ের এই কথা শুনে লোকটি এত জোরে চিৎকার করে ওঠে যে, তৎক্ষণাৎ ইন্তেকাল হয়ে যায় এবং পুত্র মায়ের হাতে কাটা কলা গাছের মত আছড়ে পড়ে।

পরে বনু তামীমের বিশিষ্ট লোকজন মায়ের কাছে সন্তানের মৃত্যুতে সমবেদনা জানাতে এলে মা বলতে থাকেন :

و ابنياه قتيل يوم القيامة، و ابنياه قتيل يوم الاخرة —

অর্থ : "হায় পুত্র! কেয়ামত আসার আগেই, কেয়ামত না আসতেই ....?"

বর্ণনাকারী বলেন, এই মায়ের ব্যাপারে মানুষের ধারণা ছিল উচ্চাঙ্গের। মানুষ বলাবলি করত– إنها كانت أفضل من ابنها!

অর্থ : "এই মাতা পুত্রের চেয়ে বেশি ভাল ছিল।"

১৩৮. এক গুমনাম বুযুর্গের রাত জাগরণ

সলত বিন হাকীম রহ. বলেন, আমাকে আবু আসেম ইবাদানী রহ. একটি সুন্দর ঘটনা শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি জীবনের প্রথম দিকে ইবাদান এলাকায় বসবাস করতাম। সেখানে বনূ সাদের এক বুযুর্গ প্রায় আসতেন। তখন মূর্তি পূজার মহা ধুমধাম ছিল। সেই সময়েও এই বুযুর্গের অভ্যাস ছিল, তিনি রাত-দিন নামাযে লিপ্ত থাকতেন। এতে তাকে মোটেও ক্লান্ত দেখাত না। রাতভর নামায শেষে যখন সাহরীর সময় হত তখন তিনি গায়ে চাদর জড়িয়ে সমুদ্র উপকূলের দিকে যেতেন এবং সেখানে গিয়ে মন খুলে কাঁদতেন। যখন কারো আসার পদশব্দ পেতেন কান্নাকাটি বন্ধ করে দিতেন।

আবু আসেম ইবাদানী বলেন, এক রাতে আমিও সমুদ্র উপকূলে যাই। একটি আওয়াজে আমার কদম থমকে যায়। আমি শুনতে পাই যে, ঐ বুযুর্গ কাঁদছেন এবং কেঁদে কেঁদে এভাবে বলছেন :

الا يا عين و يحك اسعديني بطول الدمع في ظلم الليالي لعلك في القيامة

ان تفوزي بخير الدهر في تلك العلالـــي —

অর্থ : "হে চোখ! তোমার জন্য আফসোস! রাতের আঁধারে বেশি বেশি অশ্রু প্রবাহিত করে তুমি দোজাহানের সফলতা অর্জন করে নাও। হতে পারে এ উসিলায় তুমি কেয়ামতের দিন চিরস্থায়ী জীবনের কল্যাণ অর্জন করে সফল হয়ে যাবে।"

আবু আসেম বলেন, যখন ঐ বুযুর্গ আমার পদশব্দ শুনতে পান তখন তিনি নিরব হয়ে যান। এরপর আমি তাকে ঐ অবস্থায় রেখে ফিরে আসি।

১৩৯. মুহাম্মাদ বিন নজরের রাত জাগরণ

আম্মার বিন আমর বাযালী রহ. বলেন, একবার আমরা হযরত মুহাম্মাদ বিন নজর হারেছী রহ.-এর সঙ্গে মক্কা মুকাররমার সফরে রওনা হই। পথিমধ্যে যখনই আমরা জাগ্রত হতাম, দেখতাম যে, মুহাম্মাদ বিন নজর রহ. একই অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত করছেন। আমার ধারণা, মক্কায় পৌছা পর্যন্ত পুরা সফরে তিনি ঘুমান নি। ইবাদত-বন্দেগী ও রাত জাগরণের পাশাপাশি তার অবস্থা এটাও ছিল যে, যখনই কাফেলা কোথাও যাত্রাবিরতি করত, মুহাম্মাদ বিন নজর সাথীদের খেদমতে পুরোপুরি লেগে যেতেন। তাকে একবার বলা হল : يا ابا عبد الرحمن! نحن نكفيك

অর্থ : "হে আবু আব্দুর রহমান! খেদমতের জন্য আমরাই যথেষ্ট।"

তখন তিনি এটা অস্বীকার করতেন এবং বলতেন :

أتنفسون على بالثواب ؟

অর্থ : "তোমরা আমার সওয়াব কমাতে চাও?"

১৪০. তাহাজ্জুদ পড়তে সঙ্গীদের আহ্বান

আব্দুর রহমান বিন ইয়াযিদ বলেন, আমরা আতা খোরাসানীর সঙ্গে একত্রে যুদ্ধ করতাম। তাঁর অভ্যাস ছিল, তিনি জিকির তেলাওয়াত ও দোয়া-মোনাজাত দ্বারা রাত জিন্দা রাখতেন। রাতের এক তৃতীয়াংশ হলে অথবা অর্ধরাত হলে তিনি তাবুর মধ্যে আওয়াজ দিয়ে আমাদের ডাকতেন এবং বলতেন :

قوموا فتوضأوا وصلوا فلقيام هذا الليل وصيام هذا النهار أيسر من مقطعات الحديد و شراب الصديد الوحاء الوحاء —

অর্থ : "ওঠ এবং ওজু করে নামায পড়। কেননা দুনিয়ার রাতের নামায এবং দিনের রোযা কেয়ামতে লোহার হাতকড়া এবং বেড়ি পরিধান হতে সহজ এবং পুঁজ পান করা হতে আসান। অর্থাৎ যদি তোমরা এখন রাতে তাহাজ্জুদ পড় এবং দিনে রোযা রাখ তবে কেয়ামতের ভয়াবহ আজাব থেকে নাজাত পেয়ে যাবে। এরপর তিনি বলতেন, এ বিষয়টি ওহী দ্বারা প্রমাণিত।"

১৪১. শেষ রাতে নবীজীর কুরআন তেলাওয়াত

হযরত আবু হুরায়রা রা. হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :

كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يرفع صوته طورا ويخفض طورا —

অর্থ : "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে উঠে কুরআন তেলাওয়াত করতেন; কখনো জোরে কখনো আস্তে।"

১৪২. নবীজীর অনুকরণে জোরে ও আস্তে তেলাওয়াত

আবু খালিদ ওলিবী রহ. তাহাজ্জুদে হযরত আবু হুরায়রা রা.-এর কুরআন তেলাওয়াত সম্পর্কে বর্ণনা দেন যে–

كان ابو هريرة أذا قام يصلى من الليل يخفض صوته طورا و يرفعه طورا و يذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك —

অর্থ : "হযরত আবু হুরায়রা রা. যখন রাতে উঠে নামায পড়তেন, তখন কুরআন তেলাওয়াত কখনও জোরে করতেন, কখনও আস্তে করতেন। তিনি বলতেন, এমনই ছিল নবীজীর আমল।"

১৪৩. তাহাজ্জুদগুজারদের ইবাদত ও রাত জাগরণ

হযরত উমর বিন যর রহ. বলেন, যখন ইবাদতগুজাররা দেখেন যে, রাত তাদের উপর আক্রমণ করেছে এবং তারা ক্লান্ত-শ্রান্ত লোকদের দেখেন যে, তারা আরামের বিছানায় গভীর ঘুমে হারিয়ে গেছে, তখন এই খোদাভীরু বান্দারা আল্লাহর সামনে খুশি খুশি দাঁড়িয়ে যান এবং সারা রাত

ইবাদত-বন্দেগীর মধ্যেই তারা মজা ও শান্তি পান, যা আল্লাহ পাক তাদের দান করে থাকেন।

আল্লাহর এ বান্দাগণ শরীর দিয়ে রাতের অভ্যর্থনা জানান এবং চেহারার উজ্জ্বলতা দ্বারা রাতের অন্ধকারের মোকাবেলা করেন। তাদের রাত এভাবে পার হয় যে, না তাদের কুরআন তেলাওয়াত শেষ হয়, না তাদের কান্না-কাটি। তাদের দেহ সারা রাতের জাগরণ ও ইবাদতে ক্লান্তও হয় না।

যারা রাতে ইবাদত করেন তাদের রাত তাদের জন্য উপকারী সাব্যস্ত হয় আর যারা রাত ঘুমিয়ে কাটায় তারা শারীরিক আরাম পায় মাত্র। প্রথম দল এক রাত চলে গেলে অপর রাতের অপেক্ষায় থাকে যে, রাত হলে বেশি করে ইবাদত করবে। পক্ষান্তরে অপর দল রাত হলে দুনিয়ার আনন্দ-ফূর্তিতে মেতে উঠে। এই দুই দলের মধ্যে কত ফারাক, কত ব্যবধান ও দূরত্ব!

হযরত উমর বিন যর রহ. মানুষকে সম্বোধন করে বলতেন–

"হে লোক সকল! আল্লাহ তোমাদের প্রতি রহম করুন। এই রাত ও রাতের আধারে নিজেদের জন্য নেক আমলে আত্মনিয়োগ কর। নিঃসন্দেহে সে লোক বড় ধোঁকার মধ্যে, যে দিন-রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। হতভাগা সে, যে রাত-দিনের নেয়ামত ও রহমত হতে দূরে। তোমরা রাতে তোমাদের নফসকে যিন্দা রাখ আর দিল যিন্দা থাকে আল্লাহর স্মরণে।

অনেক আল্লাহর বান্দা এমন আছেন, যারা রাতের আঁধারে রবের সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন। কাল কেয়ামতে তারা এই দাঁড়িয়ে থাকার কারণে গর্ববোধ করবেন। পক্ষান্তরে এক শ্রেণীর লোক রাতে অবহেলা ও গাফলতির কারণে শুয়ে থাকে। তারা কাল কেয়ামতে এ দীর্ঘ ঘুমের জন্য আফসোস করবে, অনুতপ্ত হবে। তাহাজ্জুদগুজার ও রাত জাগরণকারীদের বিরাট মর্যাদা ও সম্মান দেখে তাদের আক্ষেপ আরও বেড়ে যাবে। তাই এখন থেকেই জীবনের রাত ও দিনগুলোকে গনীমত মনে কর এবং বেশি বেশি ইবাদত-বন্দেগী করে এগুলো কাজে লাগাও।"

১৪৪. তাহাজ্জুদগুজারদের চেহারার সৌন্দর্যের রহস্য

ইসমাঈল বিন মুসলিম বলেন, হযরত হাসান বসরী রহ.-কে জিজ্ঞাসা করা হলো : ما بال المتهجدين من احسن الناس و جوها؟

অর্থ : "তাহাজ্জুদগুজারদের চেহারা সবচেয়ে সুন্দর দেখায় কেন– রহস্যটা কী?"

জবাবে হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন :

لأنهم خلوا الرحمن فألبسهم من نوره نورا —

অর্থ : "কারণ হলো, তারা দুনিয়ার সবকিছু ত্যাগ করে আল্লাহর একান্ত সান্নিধ্য অবলম্বন করেন, ফলে আল্লাহ তাদেরকে নিজের নূরের পোশাক পরিয়ে দেন (যার কারণে তাদের এত সুন্দর দেখায়)।"

১৪৫. বাসর রাতের মজা লাভ

আবুল হাসান বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাছীর আল্লাহওয়ালাদের অবস্থার ব্যাপারে চমৎকার মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন :

والله ما رجل تخلى بأهله عروسا أقر ما كانت نفسه و أسر ما كان بأشد سرورا منهم بمناجاته إذا خلوا به —

অর্থ : "খোদার কসম! আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দারা একান্তে আল্লাহর সঙ্গে যখন আলাপন ও ভাব বিনিময় করেন, তখন এতে তাদের অন্তরে আল্লাহর এত মহব্বত পয়দা হয় এবং তারা এত বেশি খুশি হয়, যেমনটি বর বাসর রাতে নববধূর সঙ্গে একান্তে মিলন ও আলাপচারিতায় খুশি হয় এবং মজা পায়; বরং এর চেয়েও বেশি।"

১৪৬. আবেদদের স্মৃতিচারণ

আব্বাদ বিন যিয়াদ তামীমী রহ. স্বীয় যুগের বড় আবেদ ও সালেক ছিলেন। একদিন তিনি স্বীয় ইবাদতগুজার ও রাত জাগরণকারী সঙ্গীদের স্মৃতিচারণ করে বলেন, তারা মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। আব্বাদ রহ. হারানো সাথীদের স্মৃতিচারণ করে যা বলেন তার মর্মার্থ নিম্নরূপ–

তারা এমন যুবক ছিল যাদের বাহ্যিক অবস্থা হতে আল্লাহভীতি ঝরে পড়ত। তারা কুরআনি বিধানের গোলাম এবং তার ভক্ত ছিলেন। তাদের

গাত্রচর্ম অধিক সেজদার দরুন দুর্বল হয়ে তারা বিবর্ণ ও গোশতহীন হাড়ের কংকালে পরিণত হয়েছিলেন। আল্লাহর ভয়ে তাদের পার্শ্বদেশ এমন সময় শয্যা থেকে পৃথক থাকত, যখন অলস ও গাফেল শ্রেণী ঘুমের মজা লুটত। রাতে তাদের কান্না-কাটি ও রুনাজারি বেড়ে যেত আর তাদের দিন কাটত রোযা অবস্থায়। কুরআন শরীফের তেলাওয়াত ছিল তাদের পরিচিতি ও অভ্যাস। রাতের সুনসান পরিবেশকে তারা আবাদ রেখেছিল সেজদা ও কিয়ামের দ্বারা।

১৪৭. আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের কণ্ঠে আবেদদের অবস্থা

মুহাম্মাদ বিন আবু বকর বলেন, বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও শায়েখ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. আল্লাহওয়ালা আবেদদের প্রসঙ্গ স্মরণ করে বলতেন– তাদের বিছানা ছিল লুঙ্গি ও চাদর। তাকিয়া ছিল শরীরের কাপড়। তাদের রাত ছিল আল্লাহভীতিতে ভরপুর। তাদের ঘুম ছিল বাসায় আবদ্ধ ভীত-সন্ত্রস্ত পাখীর ঘুমের মত। আল্লাহর ভয়ে তাদের চেহারা এমন হলুদ হয়ে থাকত যেন তাদের চোখে-মুখে হলদে খোশবু ছিটিয়ে দেয়া হয়েছে। মানুষ ঘুমিয়ে পড়লে তারা এমনভাবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত, যেন প্রিয়তম কোনো ব্যক্তির সদ্য ইন্তেকালের সংবাদে তারা কাঁদছে। তাদের নিয়মিত জিকিরের মজলিস বসত আর সে মজলিসে আমি নিজেও হাজির থাকতাম। তাদের চোখগুলো ছিল আল্লাহর দীদারে উন্মুখ।

১৪৮. মোতির বাহনে চড়ে জান্নাতে গমন

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ রহ. রাত জাগরণকারীদের উচ্চমর্যাদা সম্পর্কে বলেন :

لن يبرح المتهجدون من عرصة القيامة حتى يؤتوا بنجائب من اللؤلؤ قد نفخ فيها الروح فيقال لهم : انطلقوا الى منازلكم من الجنة ركبانا، قال فيركبونها فتطير بهم متعالية والناس ينظرون إليهم فيقول بعضهم لبعض : من هؤلاء الذين قد من الله عليهم من بيننا —

অর্থ : "তাহাজ্জুদগুজাররা হাশরের ময়দান হতে ততক্ষণ সরবেন না, যতক্ষণ তাদের নিকট উন্নত জাতের মোতি না আনা হবে এবং তাতে রূহ সঞ্চারিত করা হবে। অতঃপর রাত জাগরণকারীদের বলা হবে, এ

মোতিতে সওয়ার হয়ে তোমরা জান্নাতে নিজ নিজ ঠিকানায় চল। তখন তারা তাতে সওয়ার হবে এবং ঐ মোতি তাদের নিয়ে উপরে উঠতে থাকবে। লোকজন বিস্মিত নয়নে তাদের দেখবে এবং বলাবলি করবে, এরা কারা– যাদের প্রতি আল্লাহ পাক এমন বিশেষ মেহেরবানী করেছেন?"

বর্ণনাকারী বলেন, তারা মোতির গাড়ীতে চড়ে উপরে উঠতেই থাকবে এবং উঠতে উঠতে জান্নাতে নিজ নিজ ঠিকানায় ও স্থানে পৌছে যাবে।

১৪৯. স্বপ্নে মধুর আলাপন

মুগীরা বিন হাবীব বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ বিন গালেব হাদ্দানী রহ. এক যুদ্ধে শত্রুপক্ষের সম্মুখীন হয়ে বলেন–

দুনিয়া হতে প্রাপ্ত সমস্ত নেয়ামত উৎসর্গ করছি। আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, দুনিয়ার বাড়ীর প্রতি আমার বিন্দুমাত্র মহব্বত নেই। হে আল্লাহ! যদি রাত জাগরণের প্রতি আমার মহব্বত না হত, তোমার সন্তুষ্টির জন্য পার্শ্বদেশ শয্যা হতে পৃথক রাখার অভিলাষ না হত, অন্ধকার রাতে তোমার পক্ষ থেকে সওয়াব লাভের আশাবাদী না হতাম এবং তোমার সন্তুষ্টি লাভের প্রেরণায় স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার তথা নামাযের আকাঙ্ক্ষা না থাকত, তবে আমি দুনিয়া বিসর্জন ও দুনিয়াবাসী থেকে বিচ্ছিন্নতা প্রত্যাশী হতাম।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর শায়েখ হাদ্দানী রহ. স্বীয় তলোয়ারের খাপ ভেঙে ফেলেন এবং সামনে অগ্রসর হয়ে লড়াই করতে থাকেন। লড়তে লড়তে এক সময় তিনি মারাত্মক আহত হয়ে জমিনে লুটিয়ে পড়েন। রণাঙ্গন হতে তাকে যখন উঠানো হয়, তখন তিনি জীবনের শেষ মুহূর্তে অবস্থান করছিলেন। মুজাহিদ ক্যাম্পে পৌছানোর পূর্বেই তিনি শহীদ হয়ে যান। তাকে দাফন করা হলে তার কবর থেকে মেশকের ঘ্রাণ বের হতে থাকে। তার এক সঙ্গী স্বপ্নে তাকে দেখেন, তখন স্বপ্নে তাদের মধ্যে নিম্নরূপ আলাপ হয়–

সঙ্গী : হে আবু ফারাস! আপনার সঙ্গে কেমন আচরণ করা হয়েছে?

শায়েখ হাদ্দাদ : খুব ভাল আচরণ করা হয়েছে।

সঙ্গী : জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে আপনাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে?

শায়েখ হাদ্দাদ : জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সঙ্গী : কোন আমলের সুবাদে?

শায়েখ হাদ্দাদ : তিন আমলের উসিলায়।

(১) আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস,

(২) বেশি বেশি তাহাজ্জুদ নামায পড়া এবং

(৩) দিনে রোযা রাখা।

সঙ্গী : আপনার কবর হতে যে সুঘ্রাণ বের হচ্ছে তার রহস্য কী?

শায়েখ হাদ্দাদ : এটা কুরআন তেলাওয়াত এবং রোযা অবস্থায় পিপাসার কষ্ট সহ্য করার সুফল।

সঙ্গী : আমাকে কিছু ওসিয়ত করুন।

শায়েখ হাদ্দাদ : আমি তোমাকে সব কল্যাণ ও ভাল কাজের উপদেশ দিচ্ছি।

সঙ্গী : আরও কোনো ওসিয়ত থাকলে করুন।

শায়েখ হাদ্দাদ : নিজের জন্য যত পার নেকী সঞ্চয় কর। তোমার দিন-রাত যেন বেহুদা না কাটে। কেননা আমি নেককারদের দেখেছি যে, তারা তাদের উত্তম পরিণতি নেকী ও সৎকর্মের মাধ্যমে অর্জন করেছে।

১৫০. কেয়ামতের দিন তাহাজ্জুদগুজারদের মর্যাদা

হযরত বিশর বিন মুসলিহ আল আতাকী রহ. বলেন, আমাকে ইব্রাহীম বিন খালদ রহ. বলেছেন, এক চিত্রকর আমাকে ঘটনা শুনিয়েছেন যে, স্বপ্নে আমাকে কেয়ামতের দৃশ্য দেখানো হয়। আমি কতকের চেহারা অত্যন্ত তরুতাজা এবং ঝলমলে দেখি। তাদের শরীরে ছিল মূল্যবান পোশাক। কেয়ামতের সাধারণ সমাবেশের সাইডে তাদের আলাদা সমাবেশ ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করি, এরা কারা, যারা মূল্যবান পোশাকে সুসজ্জিত অথচ অন্য লোকজন এখনও বস্ত্রহীন? তাদের চেহারা আলো ঝলমলে অথচ অন্যদের চেহারা ধূলি-ধূসরিত ও বিধ্বস্ত?

এক লোক উত্তরে আমাকে জানায়, তুমি তাদের শরীরে যে দামী পোশাক দেখছ তার কারণ হলো, কেয়ামতে নবীদের পরে সমস্ত মানুষের মধ্যে সর্বাগ্রে মুআজ্জিন এবং কুরআনের খাদেমদের বস্ত্র পরানো হবে। তাদের চেহারার প্রফুল্লতা ও উজ্জ্বলতা হলো তাদের অধিকহারে তাহাজ্জুদ পড়ার বদলা।

মূল ঘটনার বর্ণনাদাতা জনৈক চিত্রকর আরও বলেন, এরপর আমি কিছু লোককে উন্নতজাতের ঘোড়ায় চলাফেরা করতে দেখি। আমি জানতে চাইলাম, এসব লোক ঘোড়ায় চড়ে ফিরছে অথচ অন্যান্য লোক পদাতিক কেন? তখন আমাকে বলা হলো, এরা তারা, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য হাসিলের আশায় নামাযে দীর্ঘ দণ্ডায়মান থাকতেন। আল্লাহ আজ তাদের উত্তম বদলা দান করেছেন। তাদেরকে উন্নত ঘোড়া দেওয়া হয়েছে, যা কখনো পেশাব-পায়খানা করে না। তাদেরকে দেয়া হয়েছে এমন সব স্ত্রী, যারা কোনো দিন বুড়ি হবে না এবং মৃত্যুবরণও করবে না।

চিত্রকর বলেন, আল্লাহর কসম, আমি স্বপ্নে এসব দেখে জোরে চিৎকার করে উঠে বলি– واهًا للعابدين ما أشرف اليوم مقامهم

অর্থ : "ইবাদতকারীদের মর্যাদা কত বড়! আজ মর্যাদায় তারাই শ্রেষ্ঠ ও শীর্ষে।"

১৫১. এক মহিলার স্বপ্ন

হযরত সুফিয়ান রহ. বলেন, মুহাম্মাদ বিন জাহাদা একজন আবেদ বুযুর্গ ছিলেন। তার সম্পর্কে কথিত আছে যে, তিনি রাতে খুব কমই নিদ্রা যেতেন। তার প্রতিবেশি এক মহিলা তার মৃত্যুর পর স্বপ্নে তাকে দেখেন। মহিলা স্বপ্নের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন–

আমি দেখলাম, তার মসজিদের নামাযীদের মাঝে বস্ত্র বিতরণ করা হচ্ছে। বিবরণকারী বিতরণ করতে করতে মুহাম্মাদ বিন জাহাদার কাছে এসে তিনি কারো থেকে মুখবন্ধ একটি থলে চেয়ে নেন। তার মধ্য হতে অত্যন্ত মূল্যবান এক সেট সবুজ বস্ত্র বের করে মুহাম্মাদ বিন জাহাদাকে পরিয়ে দেন এবং বলেন : هذه لك بطول السهر

অর্থ : "দীর্ঘ রাত জাগরণের বদলায় এটা আপনাকে পরানো হয়েছে।"

১৫২. আজীব-গরীব নূর প্রদান

ওয়াহাব বিন মুনাব্বেহ রহ. বলেন :

من قرأ ليلة الجمعة سورة البقرة وآل عمران كانا له نورا ما بين عجيباء و غريباء —

অর্থ : "যে ব্যক্তি জুমুআর রাতে সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান পড়বে, তাকে এমন এক নূর দেয়া হবে, যা হবে আজীব-গরীবের মাঝামাঝি।"

আবু ইসহাক ছনআনী রহ. বলেন, আমি মুহাম্মাদ বিন আবু সাঈদকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আজীব-গরীব' দ্বারা উদ্দেশ্য কী? জবাবে তিনি বলেন, আজীব দ্বারা উদ্দেশ্য জমিনের সবচেয়ে নীচের অংশ আর গরীব দ্বারা উদ্দেশ হলো আরশে ইলাহী।

১৫৩. সূরা বাকারার ফযিলত

যুবাইদ হযরত আব্দুর রহমান বিন আসওয়াদ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : من قرأ سورة البقرة فى ليلة توج بها تاجا فى الجنة

অর্থ : "যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারা পড়বে তাকে জান্নাতে একটি 'তাজ' পরানো হবে।"

১৫৪. তাহাজ্জুদ ফরজ করার চিন্তা

ইমাম আওযারী রহ. হযরত হাসসান বিন আতীয়া রহ. হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

ركعتان يركعها العبد فى جوف الليل خيرله من الدنيا وما فيها ولولا أن أشق على أمتى لفرضتها عليهم —

অর্থ : "মধ্যরাতে যে ব্যক্তি দু'রাকাত (তাহাজ্জুদ) নামায পড়বে তা তার জন্য দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যেকার সবকিছু অপেক্ষা উত্তম হবে। উম্মতের প্রতি কষ্টের আশঙ্কা আমার না হলে আমি এই দুই রাকাত (তাহাজ্জুদকে) তাদের উপর ফরজ করে দিতাম।"

১৫৫. শেষ রাতে ইবাদতের ফযিলত

মুহারিব বিন দিছার রহ. স্বীয় চাচা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একদা আমি শেষ রাতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। তখন আমি তাকে এভাবে বলতে শুনি : اللهم دعوتنى فأجبتك وأمرتنى فأطعتك، هذا سحر فاغفرلى

অর্থ : "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ডেকেছ, আমি তোমার ডাকে সাড়া দিয়েছি। তুমি আমাকে নির্দেশ দিয়েছ, আমি তোমার আনুগত্য করেছি।

এখন সাহরীর সময় তথা শেষ রাত, অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করে ধন্য কর।"

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমি সকালে হযরত ইবনে মাসউদ রা.-এর সাথে দেখা করতে গিয়ে তাকে বলি, আমি আপনাকে শেষ রাতে এমন এমন বলতে শুনেছি। তখন ইবনে মাসউদ রা. বলেন :

ان يعقوب لما قال لبنيه : سوف استغفرلكم، أخرهم إلى السحر —

অর্থ : "ইয়াকুব আ. যখন তার সন্তানদের বলেছিলেন– শীঘ্রই আমি তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব– তখন তিনি তা শেষ রাত পর্যন্ত বিলম্বিত করেছিলেন।"

১৫৬. হযরত ইবনে উমর রা.-এর আমল

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত নাফে রহ. তার মনিব হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর রাতের আমল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন :

كان ابن عمر يكثر الصلاة من الليل و كنت اقوم على الباب فأفهم عامة قراءته فربما ناداني : يا نافع! هل كان السحر بعد؟ فان قلت نعم نزع عن القراءة —

অর্থ : "হযরত ইবনে উমর রাতে বেশি বেশি নামায পড়তেন। আমি দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতাম এবং তাঁর তেলাওয়াতের বেশির ভাগ বুঝতাম। কখনো এমন হত যে, ইবনে উমর আমাকে ডেকে বলতেন, হে নাফে! ভোর হয়েছে কী? আমি 'হ্যাঁ' বললে তিনি তেলাওয়াত ছেড়ে ইস্তেগফার শুরু করতেন।"

১৫৭. শেষ রাতে ৭০ বার ইস্তেগফারের নির্দেশ

হযরত আনাস বিন মালেক রা.-এর আজাদকৃত গোলাম মারযুক এর সূত্রে হযরত মুহাম্মাদ বিন জাহাদা রহ. বলেন, হযরত আনাস রা. কুরআনের আয়াত وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ তেলাওয়াত করে বলতেন :

كنا نؤمر بالسحر وبالاستغفار سبعين مرة —

অর্থ : "আমাদেরকে শেষ রাতে নামায পড়ার এবং ৭০ বার ইস্তেগফার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।"

১৫৮. রাতে মুত্তাকীদের আমল

আব্দুল আ'লা বলেন, হযরত হাসান বসরী রহ.-এর সূত্রে আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হিশাম রহ.। তিনি বলেন, হযরত হাসান বসরী রহ. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন :

مدوا الصلوة إلى السحر ثم حبسوا فى الدعاء والاستكانة والاستغفار —

অর্থ : "মুত্তাকীগণ ভোর রাত পর্যন্ত নামায পড়েন এরপর দোয়া কান্নাকাটি, মুনাজাত ও ইস্তেগফারে লিপ্ত হন।"

১৫৯. রাতে খুব অল্প নিদ্রা যাওয়া

হযরত সাঈদ বিন আবুল হাসান রহ. (আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ :)

كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ۔

সম্পর্কে বলতেন–قل ليلة أتت عليهم الا هجعوها

অর্থ : "খুব কমই এমন হত যে, তারা রাতে ঘুমাত।"

উপরোক্ত আয়াতে মুত্তাকীদের গুণাগুণ বর্ণিত হয়েছে। তাদের একটি বিশেষ গুণ হলো, তারা রাতে খুব কমই ঘুমুতেন; বরং সারা রাত ইবাদত-বন্দেগী করেই কাটিয়ে দিতেন।

১৬০. রাতের অংশ হাসিল করা

হযরত রবী বিন আনাস রহ. হযরত আবুল আলিয়া এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন :— كانوا يصيبون حظا من الليل

অর্থ : "তারা রাত থেকে তাদের অংশ অর্জন করত (ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে)।"

১৬১. মাগারিব-ইশার মাঝে না ঘুমানো

হযরত কতাদা রহ. হযরত আনাস বিন মালেক রা. থেকে বর্ণনা করেছেন :— ما بين المغرب و العشاء لا ينامون

অর্থ : "তারা মাগরিব ও ইশার মাঝে ঘুমুতেন না।"

১৬২. মাগরিব ও ইশার মাঝে ইবাদত করা

হযরত মালেক বিন দীনার রহ. বলেন, আমি সালেম বিন আব্দুল্লাহ রা.-কে ইশার পূর্বে শয়ন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আমাকে ধমক দেন এবং বলেন, মুত্তাকীদের অবস্থা পবিত্র কুরআন এভাবে বর্ণনা করেছে : كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ

অর্থ : "তারা রাতে কমই ঘুমাত।" –সূরা যারিয়াত : ১৭

এর মর্ম কথা হলো– ما بين المغرب و العشاء يصلون

অর্থ : "তারা মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে নামাযে লিপ্ত থাকত।"

১৬৩. রাতে তিন ঘোষণা

আবু হিশাম বলেন, প্রত্যেক রাতে এক ঘোষক তিনবার তিন ধরনের ঘোষণা দেয়। যথা–

প্রথমবার প্রথম রাতে ঘোষণা দেয়– اين العابدون؟

"ইবাদতগুজাররা কোথায়?"

সে আহ্বানে কিছু লোক উঠে এবং তারা মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে নামায পড়ে।

দ্বিতীয়বার মধ্যরাতে ঘোষণা দেয়–اين القانتون

"অনুগতরা কোথায়?"

তখন একদল লোক উঠে এবং মধ্যরাতে নামাযে মশগুলে হয়ে যায়।

তৃতীয়বার শেষ রাতে ঘোষণা দেয়–اين العاملون

"আমলকারীরা কোথায়?"

বর্ণনাকারী বলেন, এখানে আমলকারী দ্বারা উদ্দেশ্য :

هم المستغفرون بالأسحار–

অর্থ : "যারা শেষ রাতে ইস্তেগফারে আত্মনিয়োগ করে।"

১৬৪. চার আহ্বানে সাড়া দান

সুফিয়ান বলেন, আমাদের কাছে এ খবর পৌঁছেছে যে, রাতের প্রথমভাগে এক ঘোষক ঘোষণা দেয়– الا ليقم العابدون

অর্থ : "শোনো! ইবাদতগুজাররা যেন দাঁড়িয়ে যায়।"

এ আহ্বানে সাড়া দিতে কিছু লোক দাঁড়িয়ে যায় এবং আল্লাহ তা'আলার মানসা অনুযায়ী নামায পড়ে।

মধ্যরাতে সেই ঘোষক অথবা অন্য ঘোষক ঘোষণা দেয়–

الاليقم القانتون —

অর্থ : "অনুগত বান্দারা যেন দাঁড়িয়ে যায়।"

এ ঘোষণায় সাড়া দিয়ে কিছু লোক দাঁড়িয়ে যায় এবং সাহরীর সময় পর্যন্ত নামাযে মশগুল থাকে।

সাহরীর সময় হলে এক ঘোষক ঘোষণা দেয়– اين المستغفرون؟

অর্থ : "ইস্তেগফার যারা করতে চায় তারা কোথায়?"

এ আহ্বানে যারা পূর্ব হতে বিভিন্ন ইবাদতে লিপ্ত থাকে তারা অন্য ইবাদত ছেড়ে ইস্তেগফারে মনোনিবেশ করে। এর সাথে সাথে কিছু লোক নতুন করে উঠে তাহাজ্জুদে লিপ্ত হয় এবং পূর্ববর্তীদের সাথে গিয়ে মিলিত হয়।

যখন সুবহে সাদিক হয় এবং ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ে তখন ঘোষক আবার আওয়াজ দেয়– الا ليقيم الغافلون

অর্থ : "শোনো, গাফেলরা যেন দাঁড়িয়ে যায়।"

এ আহ্বানে একটি বড় শ্রেণী এভাবে দাঁড়ায় যেন তারা কবর থেকে সদ্য উঠে এসেছে।

সুফিয়ান রহ. বলেন, যারা সারা রাত ঘুমিয়ে কাটিয়েছে, তুমি তাদের দেখবে যে, তারা কেমন যেন মরা মরা। সারা রাত তারা শয্যায় মৃতের মত পড়ে ছিল এবং এভাবে সকাল করেছে যে, বিভিন্ন বিনোদনের স্বপ্ন নিয়ে জাগ্রত হয়। অথচ তুমি রাতে ইবাদতকারীদের দেখবে যে, তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতে বিনয় টপকে পড়ে এবং তারা খুবই প্রফুল্ল ও খোশ মেজাজের হয়।

১৬৫. প্রথম রাতের ঘুম গনীমত

আবু মারয়াম বলেন, আমি হযরত আবু হুরায়রা রা.-কে একটি সুন্দর কথা বলতে শুনেছি। তিনি বলেন : نوم اول الليل غنيمة لآخره

অর্থ : "প্রথম রাতের ঘুম শেষ রাতের জন্য গনীমত।"

অর্থাৎ প্রথম রাতে একটু ঘুমিয়ে নিলে তা শেষ রাতে নির্ঘুম ইবাদতে বড়ই সহায়ক হয়। নতুবা শেষ রাতে ঘুমের চাপে ইবাদতে বিঘ্নতা সৃষ্টি হয়।

১৬৬. শেষ রাতে ঘরে ঘরে কুরআন তেলাওয়াত

ইবনু আবুয যিনাদ স্বীয় পিতার সূত্রে শেষ রাতে ইবাদতের চিত্র তুলে ধরেছেন। আবুয যিনাদ বলেন :

كنت اخرج من السحر ال مسجد النبى صلى الله عليه وسلم فلا امر ببيت إلا وفيه قارئ —

অর্থ : "আমি শেষ রাতে মসজিদে নববীতে যেতে ঘর থেকে বের হই। রাস্তায় প্রতি ঘর থেকে কুরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ ভেসে আসছিল।"

অর্থাৎ সেকালে শেষ রাতে ইবাদত-বন্দেগী ও কুরআন তেলাওয়াত করার সাধারণ পরিবেশ ছিল। শেষ রাতে কেউ ঘুমিয়ে থাকত না। পুরুষ-মহিলা, ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলেই ঘুম থেকে জেগে যেত এবং ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত হত।

১৬৭. তেলাওয়াতের সময় সফরের ওয়াদা

আসমায়ী ইবনু আবিয যিনাদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তার পিতা ঘটনা বর্ণনা করেছেন :

كنا و نحن فتيان نريد ان نخرج لحاجة فنقول : موعدكم قيام القراءة —

অর্থ : "যুবক বয়সে অনেক সময় কোনো প্রয়োজনে আমাদের সফর করতে হত। আমরা রাতের শেষ প্রহরে সফর শুরু করার জন্য একে অপরকে এভাবে সময় বেঁধে দিতাম যে, আমাদের নির্ধারিত ক্ষণ হলো, কারীদের কুরআন তেলাওয়াতের সময় অর্থাৎ শেষ রাতে।"

১৬৮. বৃষ্টির সঙ্গে কুরআন তেলাওয়াতের প্রতিযোগিতা

আসমায়ী রহ. দিমাশকীর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন :

ربما كان المطر و قرأ القرآن من الليل يقرءون فلا ندرى أى الصوتين أرفع المطهر أم قراءة القرآن —

অর্থ : "রাতে কখনও বৃষ্টি হত, বৃষ্টির মধ্যেই কুরআন তেলাওয়াত চলত। আমরা বুঝতে পারতাম না যে, কোন আওয়াজটি বেশি উচ্চ হত- বৃষ্টির নাকি কুরআন তেলাওয়াতের?"

১৬৯. ঘুম বৃদ্ধিতে শয়তানের গিরা লাগানো

উম্মু খালিদ বিনতে খালিদ বিন সাঈদ রাতে তার পরিবারের মহিলাদের বলতেন : احللن عقد الشيطان ليس هذا ساعة نوم

অর্থ : "উঠ এবং শয়তানের গিরা খুলে ফেল। এটা ঘুমানোর সময় নয়।"

উপরের বক্তব্য হতে এ তথ্য জানা যায় যে, গভীর ঘুমে মানুষকে অবচেতন করতে শয়তান গিরা লাগায়। 'শয়তানের গিরা লাগার' বিষয়টি একটি হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত। হাদীসে এসেছে, হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

يعقد الشيطان على قافيه رأس أحدكم إذا هو نام ثلث عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فان استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فان توضأ انحلت عقدة فان صلى انحلت عقدة فاصبح نشيطا طيب النفس وإذا أصبح خبيث النفس كسلان —

অর্থ : যখন তোমাদের কেউ ঘুমায় শয়তান তার মাথার পেছন দিকে তিনটা গিরা দেয় এবং প্রত্যেক গিরার উপর 'এখনও ঢের রাত আছে, তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমাও' এ কথার মোহর মেরে দেয়। যদি সে (ঘুম থেকে) জাগ্রত হয় এবং আল্লাহকে স্মরণ করে তখন একটি গিরা খুলে যায়। অতঃপর যদি সে ওজু করে তখন আরেকটি গিরা খুলে যায়। অতঃপর যদি সে নামায পড়ে তবে অপর গিরাটিও খুলে যায় এবং সে প্রভাতে অত্যন্ত প্রফুল্ল মন ও পবিত্র অন্তর নিয়ে ওঠে। অন্যথা সে প্রভাতে ওঠে কলুষিত অন্তর ও অলস মনে।[৪২]

---

৪২. বুখারী, মুসলিম, মেশকাত : ১০৯।

শয়তানের গিরার দ্বারা উদ্দেশ্য

হাদীসে শয়তানের গিরা দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে তা নিয়ে উলামায়ে কেরামের মাঝে বিভিন্ন মত রয়েছে। যথা–

(১) কেউ কেউ বলেন, এখানে বাস্তবেই গিরা উদ্দেশ্য। যেমন জাদুকররা গিরা দেয়।

(২) কেউ কেউ গিরা দেয়াকে রূপক হিসেবে নিয়েছেন। তারা বলেন, গিরা বলতে 'অলসতা' উদ্দেশ্য। অর্থাৎ শয়তান অলসতার কারণ হয়।

(৩) কেউ কেউ বলেন, এখানে গিরা দ্বারা ধোঁকা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ শয়তান ঘুমন্ত ব্যক্তির অন্তরে এই ধোঁকা দেয় যে, রাত এখনও বহু বাকী আছে, শুয়ে থাক।

১৭০. রাতের শ্রেষ্ঠ সময়

হযরত যারিরী রহ. বলেন, আমাদের নিকট এই খবর পৌছেছে যে, হযরত দাউদ আ. একবার হযরত জিব্রাঈল আ.-কে জিজ্ঞাসা করেন :

أى الليل افضل؟

অর্থ : "রাতের কোন প্রহর (ইবাদতের জন্য) সবচেয়ে উত্তম?"

জবাবে হযরত জিব্রাঈল আ. বলেন :

ما أدرى الا ان العرش يهتز من السحر –

অর্থ : "আমি এটা সঠিক জানি না; তবে এটা জানি যে, আল্লাহর আরশ সাহরীর সময় তথা শেষ রাতে দোলে।"

১৭১. কানে শয়তানের পেশাব করা

আবু ওয়ায়েল হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হলো :

يا رسول الله! إن فلانا نام البارحة حتى أصبح –

অর্থ : "হে আল্লাহর রাসূল! অমুক ব্যক্তি সকাল পর্যন্ত রাতভর ঘুমিয়েছে।"

নবীজী তার ব্যাপারে এই মন্তব্য করেন যে– بال الشيطان فى اذنيه

অর্থ : শয়তান তার দুই কানে পেশাব করেছে।[৪৩]

---

৪৩. বুখারী, মুসলিম, মেশকাত : ১০৯।

শয়তান পেশাব করার অর্থ : উক্ত হাদীসের মর্ম উদঘাটনে উলামায়ে কেরামের বক্তব্য বিভিন্ন। যথা–

(১) বাস্তবিকই শয়তান পেশাব করে। কেননা সে যখন খায়, পান করে, ঘুমায়– তখন এটাই স্বাভাবিক যে, সে পেশাবও করে। ঘুমন্ত ব্যক্তির কান বেছে নেয়ার কারণ হলো, সে তাকে গাফেল পায়।

(২) ঘুমন্ত ব্যক্তি নামায ও আযান শোনা থেকে গাফেল হওয়ায় তার অবস্থাকে তুলনা করা হয়েছে ঐ ব্যক্তির সঙ্গে যার কানে বাস্তবে পেশাব পড়ায় সে কিছু শুনতে পায় না।

(৩) আল্লামা খাততাবী রহ. একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, উদ্দেশ্য হলো :

ان الشيطان ملأ سمعه من الكلام الباطل و بأحاديث اللغو فاحدث ذلك فى أذنه و قرًا عن استماعه دعوة الحق —

অর্থ : পচা ও আজেবাজে কথা দ্বারা শয়তান তার কান ভরে রাখে, ফলে তা হক কথা শোনা হতে তার কানে অন্তরায় হয়।

(৪) ঘুমন্ত অবস্থাটি যে নিকৃষ্ট তা বলা উদ্দেশ মাত্র। কেননা মানুষের স্বভাব হলো, সে যাকে তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট মনে করে তার উপর পেশাব করে।[৪৪]

১৭২. রাতে উঠার একটি পরীক্ষিত আমল

আবদা তার উস্তাদ হযরত যার রহ.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : من قرأ اخر الكهف لساعة يريد أن يقومها من الليل قامها

অর্থ : "যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের শেষাংশ পড়বে, রাতের যে কোনো সময়ে সে উঠতে চাইবে উঠতে পারবে।"

আবদা বলেন– فجر بنا ذلك فوجدناه كذلك

অর্থ : "আমরা বিষয়টি যাচাই করে বাস্তবসম্মত পেয়েছি।"

---

৪৪. হাশিয়ায়ে মেশকাত : ১০৯।

১৭৩. তাহাজ্জুদের জন্য ভাল পোশাক পরিধান করা

মুহাম্মাদ বিন ইয়াযিদ বলেন, আমি আব্দুল আযীয বিন রওয়াদ রহ.-কে মুগীরা বিন হাকীম ছনআনী সম্পর্কে বলতে শুনেছি :

كان إذا اراد ان يقوم للتهجد لبس من احسن ثيابه و تناول من طيب اهله و كان من المتهجدين —

অর্থ : "যখন তিনি তাহাজ্জুদ পড়তে উঠতেন সবচেয়ে ভাল পোশাকটি পরতেন এবং খোশবু ব্যবহার করতেন। তাহাজ্জুদগুজারদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম ও বিশিষ্ট।"

১৭৪. তাহাজ্জুদের জন্য দুইশ দেরহাম দ্বারা বস্ত্র ক্রয়

আবু বকর বিন আব্দুল্লাহ তাঁর মাশায়েখদের সূত্রে হযরত আমর বিন আসওয়াদ সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে–

كان يشترى الحلة بمائتين و يصبغها بدينار و يجمرها النهار كله و يقوم فيها الليل كله —

অর্থ : "আমর বিন আসওয়াদ দুইশ দিরহাম দিয়ে একটি বস্ত্রসেট ক্রয় করতেন এবং এক দীনার দ্বারা তা সেলাই করতেন। সারা দিন কাপড়টি গায়ে রাখতেন। রাতে তা পরে তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন।"

১৭৫. তাহাজ্জুদের জন্য আলাদা পোশাক ব্যবহার

হযরত আব্দুর রহমান বিন আবু লায়লা হযরত তামীমে দারী রা.-এর হালাত সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন :

كان تميم الدارى إذا قام من الليل دعا بسواكه و دعا بطيب و لبس حلة كان لا يلبسها إلا إذا قام من الليل يتهجد —

অর্থ : "হযরত তামীমে দারী রা. যখন রাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন, তখন প্রথমে মেসওয়াক চাইতেন, এরপর খোশবু মাখতেন, তারপর ঐ পোশাকটি পরতেন, যা তিনি তাহাজ্জুদের সময় ছাড়া অন্য সময় পরতেন না।"

১৭৬. হাজার দেরহামের চাদর পরিধান করা

হযরত কতাদা রহ. হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন রহ.-এর সূত্রে হযরত তামীমে দারী রা. সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে–

ان تميم الدارى اشترى رداء بألف درهم فكان يلبسه و يَخْرُجُ فيه الى الصلوة —

অর্থ : "হযরত তামীমে দারী রা. এক হাজার দিরহাম দিয়ে একটি চাদর ক্রয় করেন। তিনি তা পরে নামায পড়তে যেতেন।"

১৭৭. কদরের সম্ভাব্য রাতে চার হাজার দেরহাম মূল্যের পোশাক পরা

হাম্মাদ বিন যায়েদ হযরত সাবেত বুনানী রহ.-এর সূত্রে হযরত তামীমে দারী রা. সম্পর্কে বর্ণনা করেন :

انه كان يلبس فى الليلة التى يرجى من رمضان ليلة القدر حلة اشتراها بأربعة الاف —

অর্থ : "হযরত তামীমে দারী রা. রমযানের যে রাতে শবে কদর হওয়ার সম্ভাবনা থাকত, সে রাতে ঐ পোশাকটি পরতেন যা তিনি চার হাজার দিরহামে ক্রয় করেছিলেন।"

১৭৮. তাহাজ্জুদের সময় কাপড়ে খোশবু লাগানো

ইউনুস বলেন, ইবনে মুহায়রিযের আযাদকৃত গোলাম আমাকে ইবনে মুহায়রিযের অভ্যাস সম্পর্কে জানিয়েছেন যে–

كان اذا قام الى الصلوة من الليل دعا بالغَالِيَةِ فتضمخ بها حتى تردع ثيابه —

অর্থ : "যখন তিনি তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন দামী কাপড়টি চাইতেন। অতঃপর তিনি তাতে এত খোশবু লাগাতেন যে, কাপড়টি খোশবুতে ভরে যেত।"

তাহাজ্জুদের জন্য নতুন ও দামী পোশাক পরা ফরজ-ওয়াজিব নয়। তা সংগ্রহ করতে অপচয় করা এবং সময় নষ্ট করাও ঠিক নয়। বরং কথা হলো, যদি কারো সংগ্রহে আগের থেকেই ভাল কাপড় থাকে, তাহলে তা তাহাজ্জুদের সময় পরিধান করবে। তবে নিয়ত থাকবে আল্লাহর সন্তুষ্টি।

বর্তমানে মানুষ শুধু লোক দেখানোর জন্য কিংবা অহংকারের উদ্দেশ্যে দামী পোশাক পরে। অথচ নামায ও ইবাদতের সময় ময়লা ও সাধারণ পোশাক পরে। অর্থাৎ দুনিয়াবী বিষয়ে দামী ও মূল্যবান বস্ত্র ব্যবহার করে কিন্তু যখন আখেরাতের ব্যাপার সামনে আসে তখন যেনতেন ও সাধারণ পোশাক পরে– এটা উচিত নয়।

আল্লাহ যাদের টাকা-পয়সা দিয়েছেন, তাদের উচিত তার শুকরিয়া এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্ত ভাল পোশাক ক্রয় ও পরিধান করবে। এটা অপচয় নয়। মানুষকে দেখানো ও অহংকারের উদ্দেশ্যে দামী ও মূল্যবান পোশাক পরা নিষিদ্ধ। এমন যারা করে তাদের পরিণাম মন্দ। হাদীসে এ বিষয়ে কঠোর সতর্কবাণী এসেছে। ইরশাদ হয়েছে :

من لبس ثوب شهرة البسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ـ

অর্থ : "যে ব্যক্তি নাম-যশের জন্য পোশাক পরবে, আল্লাহ তাকে কেয়ামতের দিন অপমানের পোশাক পরাবেন অর্থাৎ তাকে অপমানিত করবেন।"[৪৫]

এর বিপরীতে যারা ভাল ও দামী পোশাক পরার ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও বিনয় হিসেবে বা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তা বর্জন করে সাধারণ মানের পোশাক পরবে, তাদের সম্পর্কে হাদীসে সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

من ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه، وفي رواية : تواضعا كساه الله حلة الكرامة ـ

অর্থ : "যে ব্যক্তি সক্ষমতা সত্ত্বেও সৌন্দর্যের পোশাক পরিত্যাগ করবে বিনয়ের জন্য, আল্লাহ তাকে সম্মানের পোশাক পরিধান করাবেন।"[৪৬]

১৭৯. শেষ রাতে ক্ষমা লাভের দোয়া

হযরত উবাদা বিন সামেত রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

---

৪৫. ইবনে মাযাহ, মেশকাত : ৩৭৬।
৪৬. তিরমিযী, মেশকাত : ৩৭৫।

مَنْ تَعَارَّ من الليل فقال حين يستيقظُ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله دعا رب اغفرلى غفر له —

অর্থ : যে ব্যক্তি রাতে জাগ্রত হয়ে এই দোয়া পড়ে–

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله —

অতঃপর এই দোয়া করে : رب اغفرلــى "হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিন– তাহলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।"

বর্ণনাকারী বলেন, যখন উপরোক্ত বাক্য বলে কেউ দোয়া চায়, তার দোয়া কবুল হয়। দাঁড়িয়ে ওজু করে নামাজ পড়লে নামায কবুল হয়।

১৮০. জাগ্রত হয়ে নবীজীর দোয়া

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে যখন জাগ্রত হতেন, তখন এই দোয়া পড়তেন :

لا اله الا الله سبحانك اللهم استغفرك لذنبى واسألك رحمتك اللهم زدنــى علما ولا تزغ قلبى بعد اذهديتنى وهب لى من لدنك حمدا، انك انت الوهاب —

–আবু দাউদ, নাসায়ী

১৮১. নবীজীর আরেকটি দোয়া

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শেষ রাতে ঘুম থেকে উঠতেন, তখন এভাবে দোয়া করতেন : يا مثبت القلوب ثبت قلبى على دينك

অর্থ : "অন্তর সুদৃঢ়কারী হে সত্তা! আপনি আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপর সুদৃঢ় রাখুন।"

১৮২. হাজার নেকীর দোয়া

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন–

من قال فى قيام الليل : سبحان و الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله كان له مثل اجر او قال من الاجر كألف حسنة —

অর্থ : "যে ব্যক্তি রাতে ঘুম থেকে জেগে এই দোয়া পড়বে :

سبحان لله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله —

তাকে এক লক্ষ নেকী দান করা হবে।"

১৮৩. তাহাজ্জুদগুজারদের বিশেষ পুরস্কার

আব্দুল মালিক বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

إن فى الجنة شجرة يخرج من أصلها خيل بلق مسرجة ملجمة بالزمرد والياقوت ذوات الأجنحة لا تبول ولا تروث، فيركبها أولياء الله فتطير بهم من الجنة حيث شاءوا، فيناديهم الذين أسفل منهم فيقولون : يا اهل الجنة انصفونا، يا رب، بما نال عبادك منك هذه الكرامة؟ فيقول لهم الرب : (١) إنهم كانوا يقومون الليل و كنتم تنامون (٢) و كانوا يصومون و كنتم تأكلون (٣) و كانوا ينفقون و كنتم تبخلون (٤) و كانوا يقاتلون و كنتم تجبنون —

অর্থ : "জান্নাতে একটি গাছ আছে যার মূল থেকে একটি ডোরাকাটা ঘোড়া বের হয়। ঘোড়ায় যামরদ ও ইয়াকুতের জিন এবং লাগাম থাকে। তার ডানা বহু। সে ঘোড়া পেশাব-পায়খানা করে না। আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দা এবং ওলীগণ তাতে আরোহণ করবেন। তারা সে ঘোড়ায় চড়ে জান্নাতের যথা ইচ্ছা উড়ে বেড়াবেন। তাদের নীচের স্তরের জান্নাতীরা তাদের দেখে আল্লাহকে ডেকে বলবে–

হে আমাদের প্রভু! আপনার এই বান্দারা এই বিরাট সম্মান ও মর্যাদা কোন আমলের বরকতে পেল?

আল্লাহ তা'আলা উত্তরে বলবেন–

(১) তোমরা মজা করে রাতে ঘুমাতে আর তারা দীর্ঘ ইবাদত-বন্দেগীতে রাত পার করত।

(২) তোমরা দিনে পেট পুরে খাইতে আর তারা রোযা রেখে ক্ষুধা-তৃষ্ণার যন্ত্রণা সহ্য করত।

(৩) তোমরা সম্পদ জমিয়ে কৃপণতা করতে আর তারা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করত।

(৪) তোমরা কাপুরুষতা প্রদর্শন করতে আর তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করত।"

১৮৪. শেষ রাতে স্ত্রী-পরিজনদের জাগিয়ে দেওয়া

ইয়াকুব বিন উতবা হতে বর্ণিত আছে :

ان النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل أيقظ أهله —

অর্থ : "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতে ঘুম হতে জাগতেন তখন স্ত্রী-পরিজনদের জাগিয়ে দিতেন (যাতে তারাও ইবাদত করতে পারে)।"

১৮৫. ইবনে উমরের আমল

হযরত মুজাহিদ রহ. একজন প্রসিদ্ধ তাবেয়ী। তিনি স্বীয় উস্তাদ ও শায়েখ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর রাতের আমল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন :

صحبت ابن عمر فاكثر صحبته فكان يصلى من الليل ثم يوتر ثم يحتبى فاذا طلع الفجر قام فصلى ركعتين فربما غمزنـــى —

অর্থ : "আমি দীর্ঘদিন ইবনে উমরের সান্নিধ্যে থাকি। তিনি রাতে উঠে নামায পড়তেন। শেষের দিকে বিতর পড়ে দুই হাঁটু উচিয়ে নিতম্বের উপর বসতেন। সুবহে সাদিক হয়ে গেলে দুই রাকাত ফজরের সুন্নত পড়তেন। কোনো কোনো রাতে তিনি আমাকেও ইশারা করতেন নামাযে দাঁড়াতে।"

১৮৬. প্রতিদিন হাজার রাকাত নামায

ইমাম আওযায়ী এবং আলী বিন আবু হামালা বর্ণনা করেন :

كان على بن عبد الله عباس يصلى كل يوم ألف سجدة —

অর্থ : "হযরত আব্বাস রা.-এর নাতি আলী বিন আব্দুল্লাহ প্রতিদিন এক হাজার রাকাত নামায পড়তেন।"

১৮৭. এক রাতে আড়াই খতম কুরআন

মুয়াবিয়া বিন ইসহাক বলেন, একবার হযরত সাঈদ বিন যুবাইর (যিনি প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ছিলেন এবং যাকে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ শহীদ করেছিল) রহ.-এর সঙ্গে মক্কা মুকাররমার ওজুখানার কাছে আমার সাক্ষাত হয়। আমি তাকে দেখি যে, তিনি নামাযে ভারী আওয়াজে কুরআন তেলাওয়াত করছেন। আমি জানতে চাইলাম :

مالى أراك ثقيل اللسان؟

অর্থ : "আপনার আওয়াজ ভারী শোনাচ্ছে কেন?"

জবাবে হযরত সাঈদ বিন যুবাইর রহ. বলেন :

قرأت القرآن البارحة مرتين و نصف —

অর্থ : "আমি আজ রাতে আড়াই বার কুরআন খতম দিয়েছি।"

১৮৮. এক রাকাতেই পুরো কুরআন পাঠ

হাম্মাদ হযরত সাঈদ বিন যুবাইর রহ.-এর কুরআন খতম সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন :

ان سعيد بن جبير قرأ القرآن فى ركعة فى الكعبة و قرأ فى الركعة الثانية بقل هو الله احد —

অর্থ : "হযরত সাঈদ বিন যুবাইর রহ. কাবা শরীফে এক রাকাতেই পুরো কুরআন পড়তেন। আর দ্বিতীয় রাকাত পড়তেন সূরা ইখলাস দ্বারা।"

১৮৯. সাহাবীর কুরআন খতম

মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন রহ. হযরত তামীমে দারী রা.-এর খতমে কুরআন সম্পর্কে বলেন : ان تميما الدارى كان يختم القرآن فى ركعة

অর্থ : "নিশ্চয় তামীমে দারী রা. এক রাকাতে পূর্ণ কুরআন খতম করতেন।"

১৯০. সারা রাত নামায পড়েও উদ্যমী থাকা

শাহর বিন হাওশাব রহ. বলেন, আবু আব্দুর রহমান এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন : كيف صلاتك بالليل؟

অর্থ : "আপনার রাতের নামায কেমন হয় অর্থাৎ আপনি রাতে কী পরিমাণ নামায পড়েন?"

জবাবে লোকটি বলেন :

ما شاء الله قال : والله إن كنت لأبتدئ الليل ثم أصبح وأنا أبسط من اول الليل —

অর্থ : "আল্লাহ যত চান অর্থাৎ তার তাওফিক যেমন পাই তেমন পড়ি। তবে আল্লাহর কসম যে, আমি রাতের শুরু হতে ভোর পর্যন্ত নামায পড়তেই থাকি। আমি এতে ক্লান্ত হই না; বরং শুরুর রাতের মতই উদ্যমী ও ফুরফুরে থাকি।"

১৯১. ঘুম দূর করার নানা পলিসি

আতিয়্যাহ বলেন, আমি অনেক তাহাজ্জুদগুজারদের দেখেছি যে, তারা রাতের ঘুম দূর করতে বিভিন্ন পলিসি গ্রহণ করতেন। তার মধ্যে হতে তিনটি পলিসি নিম্নরূপ–

ومنهم من له العروة يدخل فيها يده فإاذا نعس استرخت فأوجعه —

(১) কেউ লোহার আংটায় হাত পুরে রাখতেন। যখন তন্দ্রা আসত তখন হাত মাথার উপরে উঠাতেন। এতে কষ্ট হত আর কষ্টে ঘুম ভেঙে যেত।

و منهم المتوسد شماله أو يمينه فاذا انحدرت نهض الى صلوة —

(২) কেউ কেউ ডান-বামে টেক লাগাতেন। যখন ঘুমিয়ে এক দিকে পড়ে যেতেন, তখন উঠে নামায শুরু করতেন।

و منهم من يجعل المهراس تحت فراشه فاذا أوجعه قام الى صلوته —

(৩) কেউ কেউ বিছানার নিচে হামান-দস্তা রাখতেন। যখন তা কষ্ট দিত জেগে নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন।

১৯২. তাহাজ্জুদগুজারদের বিশেষ সম্মান

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

ان فى الجنة غرفا يرى بطونها من ظهورها، و ظهورها من بطونها، قيل لمن هى يارسول الله؟ قال : لمن طيب الكلام و افشى السلام و ادام الصيام و أطعم الطعام وصلى باليل والناس نيام —

অর্থ : "জান্নাতের মধ্যে একটি ঘর এমন রয়েছে যার বাইরের বস্তু ভেতর হতে এবং ভেতরের বস্তু বাহির হতে দেখা যায়। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! এ ঘর কার জন্য নির্মিত! জবাবে তিনি বলেন, যার মধ্যে ৪টি গুণ থাকবে তার জন্য এই ঘর নির্মিত।

لمن طيب الكلام যে মানুষের সঙ্গে নরম ভাষায় কথা বলে।

افشى السلام মানুষকে বেশি বেশি সালাম দেয়।

واطعم الطعام ক্ষুধার্তকে খানা খাওয়ায়।

وصلى بالليل والناس نيام মানুষ গভীর নিদ্রামগ্ন থাকা অবস্থায় উঠে তাহাজ্জুদ নামায পড়ে।"

১৯৩. কেয়ামতের দিন তাহাজ্জুদগুজারদের সম্মান

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

اذا جمع الله الاولين و الاخرين يوم القيامة نادى مناد ليقم الذاين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فيقومون وهم قليل ثم يحاسب سائر الناس —

অর্থ : "যখন আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন আগে-পরের সমস্ত লোক জমা করবেন, তখন এক ঘোষক ঘোষণা দিবে, তারা দাঁড়িয়ে যাও যাদের পার্শ্বদেশ (আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য) শয্যা থেকে পৃথক থাকত। এ ঘোষণায় কিছু লোক দাঁড়িয়ে যাবে। তাদের সংখ্যা খুব কম হবে। অতঃপর অন্যান্য লোকদের হিসাব শুরু হয়ে যাবে।"

সতর্কতা : সদ্য বর্ণিত দু'হাদীসের কোনো কোনো রাবী সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের ভিন্নমত থাকায় এবং রাবী জঈফ বা অনির্ভরযোগ্য হওয়ায় হাদীস দুটি দুর্বল বা গায়রে সহীহ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাই তা বর্ণনার ক্ষেত্রে সাবধানতা কাম্য।

১৯৪. কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে যাওয়া

হযরত কাসেম বিন আবু আইউব রহ. হযরত সাঈদ বিন যুবাইর রহ.-এর খোদাভীরুতার অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন :

كان سعيدبن جبير يبكى بالليل حتى عمش و فسدت عيناه —

অর্থ : "হযরত সাঈদ বিন জুবাইর রহ. (আল্লাহর ভয়ে) রাতে এত কাঁদতেন যে, তার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল এবং তার দু'চোখ অন্ধ হয়ে যায়।"

১৯৫. এক আয়াতে রাত পার

হিশাম রহ. বলেন, আমর বিন উতবা মারা গেলে তার কতিপয় ছাত্র তার বোনের কাছে যান এবং বলেন, হযরতের অবস্থা সম্পর্কে আমাদের কিছু অবগত করুন। তখন তার বোন এক রাতের একটি ঘটনার বিবরণ এভাবে পেশ করেন :

قام ذات ليلة فاستفتح سورة آل حم فأتى على هذه الاية —
وأنذرهم يوم الأزفة ، قالت :فما جاوزها حتى اصبح —

অর্থ : "এক রাতে আমর বিন উতবা নামাযের জন্য দাঁড়ান এবং সূরা মু'মিন পড়তে শুরু করেন। যখন এই আয়াতে পৌছান : وانذرهم يوم الأزفة তখন ভোর পর্যন্ত শুধু এই আয়াতই বারবার পড়তে থাকেন।"

পূর্ণ আয়াত ও তার অর্থ : কেয়ামত দিবসে জালেমদের যে অবস্থা হবে আল্লাহ দুনিয়াতে রাসূলের মাধ্যমে সে ব্যাপারে সতর্ক করে বলেন :

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ.

অর্থ : "(হে রাসূল!) তাদেরকে সতর্ক করে দাও আসন্ন দিনের বিষাদ সম্পর্কে, যখন বেদম কষ্টে মানুষের কলিজা মুখে এসে যাবে। জালেমদের

থাকবে না কোনো বন্ধু এবং কোনো সুপরিশকারী যার কথা গ্রহণ করা হবে।"[৪৭]

১৯৬. রাতে কুরআন তেলাওয়াতের ফযিলত

ইয়াযিদ রকাশী রহ. বলেন, আমি, সাবেত বুনানী এবং আরও কিছু লোক হযরত আনাস রা. নিকট গেলাম এবং নিবেদন করলাম, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে তাহাজ্জুদ এবং রাতে ইবাদত-বন্দেগী সম্পর্কে কোনো কিছু শুনেছেন? জবাবে তিনি বলেন, আমি রাতে কুরআন তেলাওয়াতের ফযিলত সম্পর্কে নবীজীকে ৪টি কথা বলতে শুনেছি। আর তা হলো–

من قرأ من القرآن بخمسين اية لم يكن من الغافلين —

অর্থ : যে ব্যক্তি (রাতে) কুরআনের পাঁচশত আয়াত তেলাওয়াত করবে সে গাফেলদের অন্তর্গত হবে না।

ومن قرأ مائةً كتب له قيام ليلة كاملة —

অর্থ : যে ব্যক্তি একশত আয়াত পড়বে তাকে পুরো রাত দাঁড়িয়ে ইবাদতের সওয়াব দেয়া হবে।

ومن قرأ بمائتى اية ومعه القرانُ كله فقد أدّى حقه —

অর্থ : যে ব্যক্তি হাফেজ হয়ে দুইশ আয়াত তেলাওয়াত করবে, সে পুরো হক আদায় করে দিল।

ومن قرأ خمسماة اية الى ألف اية فان اجره كمن تصدق بقنطار قبل ان يصبح —

অর্থ : যে ব্যক্তি পাঁচশ হতে এক হাজার আয়াত তেলাওয়াত করবে, তাহলে সে সকাল হওয়ার আগেই এক হাজার দীনার দান করার সওয়াব পাবে।

১৯৭. অধিক নামায পড়ার উপদেশ

জররার বিন মুসলিম জাহেলী রহ. হযরত আনাস রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উদ্দেশ করে বলেছেন : يا انس! اكثر الصلوة بالليل والنهار تحفظك الحفظة

---

৪৭. সূরা মু'মিন : ১৮।

অর্থ : "হে আনাস! তুমি দিনে-রাতে বেশি বেশি নামায পড়বে। তাহলে হেফাজতকারী সত্ত্বা তোমাকে (সর্বপ্রকার ফেতনা ও অনিষ্ট হতে) হেফাজত করবেন।"

১৯৮. মানসুর বিন যাজানের ইবাদত

সাঈদ বিন আমের আলা নামীয় তার এক পড়শী হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন :

اتيت مسجد واسط فأذن المؤذن الظهر و جاء منصوربن زاااذان فافتح

الصلوة فرأيته سجد إحدى عشرة سجدة قبل ان تقام الصلوة —

অর্থ : "আমি ওয়াসেত শহরের মসজিদে এলাম। মুয়াজ্জিন জোহরের আজান দিল। ইতিমধ্যে মানসুর বিন যাজান রহ. তাশরীফ নিয়ে এলেন এবং নফল নামাযে লিপ্ত হয়ে গেলেন। আমি খেয়াল করে দেখলাম, তিনি জামাত শুরু হওয়ার পূর্বে এগার রাকাত পড়লেন।"

১৯৯. আবেদদের চোখের শীতলতা তাহাজ্জুদের মধ্যে নিহিত

হায়ছাম বলেন, একদিন হাবীব আবু মুহাম্মাদ ও ইয়াযিদ রকাশীর মাঝে আবেদদের প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। হাবীব আবু মুহাম্মাদ প্রশ্ন করেন আর ইয়াযিদ রকাশী তার জবাব দেন। তাদের এ প্রশ্নোত্তর হয় ফারসী ভাষায়। তাদের মাঝে সেদিনের সংলাপের সারমর্ম নিম্নরূপ–

* হাবীব আবু মুহাম্মাদরে প্রথম প্রশ্ন :

بأي شيئ تقر عيون العابدين فى الدنيا ؟

অর্থ : "দুনিয়াতে আবেদদের চোখ বেশি শীতল হয় কীসে?"

* ইয়াযিদ রকাশীর জবাব :

يا ابا محمد! اما الذى يقر عيونهم فى الدنيا فما اعلم شيئا اقر لعيون

العابدين فى دار الدنيا من التهجد فى ظلم الليل —

অর্থ : "হে আবু মুহাম্মাদ! আবেদদের চোখ দুনিয়াতে যেসব বিষয় দ্বারা শীতল হয় তার মধ্য হতে সবচেয়ে অধিক শীতলকারী বিষয় হলো আমার জানা মতে, রাতের আঁধারে তাহাজ্জুদের পাবন্দি।"

* হাবীব আবু মুহাম্মাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন :

و بأى شئ تقر عيونهم فى الاخرة ؟

অর্থ : "আখেরাতে তাদের চোখ বেশি শীতল হবে কীসে?"

* ইয়াযিদ রকাশীর জবাব :

واما الذى تقر عيونهم به فى الاخرة فما اعلم شيئا من نعيم الجنان و خيرها و سرورها و سرورها ألذى عند العابدين ولا أقر لعيونهم من النظر الى ذى الكبرياء العظيم إذا رفعت تلك الحجب و تجلى لهم الكريم —

অর্থ : "আমার জানা মতে আখেরাতে আবেদদের নিকট জান্নাতের নেয়ামতসমূহ এবং তার আনন্দদায়ক ও প্রশান্তির যত বস্তু হবে তার মধ্যে সবচেয়ে মজাদার এবং তাদের চোখ বেশি শীতলকারী হবে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার দীদার, যখন পর্দা উঠে যাবে এবং স্বয়ং প্রভু তাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করবেন।"

বর্ণনাকারী বলেন, হাবীব আবু মুহাম্মাদ একথা শুনে জোরে চিৎকার দেন এবং বেহুঁশ হয়ে মাটিতে আছড়ে পড়েন।

২০০. হযরত উমর রা.-এর আখেরাতের ভয়

হযরত হাসান বসরী রহ. হযরত উমর রা.-এর আখেরাতের ভয় সম্পর্কে একটি তথ্য উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন :

كان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يمر بالاية من ورده بالليل فيسقط حتى يعاد كما يعاد من المرض —

অর্থ : "হযরত উমর বিন খাত্তাব রা.-এর রাতে নিয়মিত আমল ছিল যে, তিনি একটি আয়াত (যাতে আখেরাতের অবস্থা বিধৃত হয়েছে) তেলাওয়াত করতেন এবং বেহুঁশ হয়ে পড়ে যেতেন। অতঃপর তাকে সেভাবে সেবা করা হত যেভাবে রোগীকে সেবা করা হয়।"

২০১. যাদের দেখলে আল্লাহ পাকের খুশি লাগে

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

ثلاث يضحك الله عز و جل إليهم :

(١) الرجل إذا قام من الليل يصلى (٢) والقوم إذا صفوا فى الصلوة

(٣) والقوم إذا صفوا فى قتال العدو

অর্থ : "আল্লাহ পাক তিন ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে হাসেন অর্থাৎ তিনি খুশি হন। যথা–

(১) যে ব্যক্তি রাতে তাহাজ্জুদ পড়তে দাঁড়ায়।

(২) যারা নামাযের জন্য কাতার সোজা করে।

(৩) যারা জিহাদ করার জন্য সারিবদ্ধ হয়।"[৪৮]

২০২. শয়তানের গিরা কীভাবে খোলে?

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

يعقد الشيطان على قافيه رأس احدكم ثلاث عقد إذا هو نام، فإذا استيقظ فذكر الله عز جل انحلت عقدة فاذا توضأ انحلت عقدة فاذا صلى انحلت العقدة كلها و أصبح نشيطا طيب النفس و إلا أصبح خبيث النفس كسلان ـــ

অর্থ : "যখন তোমাদের কেউ ঘুমায় শয়তান তার মাথার পেছনে তিনটি গিরা দেয়। (এই তিন গিরা তিনভাবে খোলে। যথা–)

(১) ঘুম থেকে জেগে আল্লাহকে স্মরণ করলে অর্থাৎ ঘুম থেকে উঠার দোয়া পড়লে প্রথম গিরাটি খুলে যায়।

(২) অতঃপর নামাযের উদ্দেশে ওজু করলে দ্বিতীয় গিরা খুলে যায়।

(৩) এরপর নামায পড়লে তৃতীয় গিরাটিও খুলে যায় এবং সে প্রভাতে অত্যন্ত প্রফুল্ল মন ও পবিত্র অন্তর নিয়ে ওঠে। নতুবা (যদি ঘুম থেকে উঠে আল্লাহকে স্মরণ, ওজু ও নামায না পড়ে, তাহলে) সে প্রভাতে ওঠে কলুষিত অন্তর ও অলস মনে।"[৪৯]

---

৪৮. শরহে সুন্নাহ, মেশকাত : ১০৯।

৪৯. বুখারী, মুসলিম, মেশকাত : ১০৯।

২০৩. তাহাজ্জুদ পড়ার নববী নির্দেশনা

হযরত সামুরা বিন জুনদুব রা. বলেন :

أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلى من الليل ما قل أو كثر و أن نجعل أظنه قال : آخر ذلك وترا

অর্থ : "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন রাতে কম-বেশি অবশ্যই তাহাজ্জুদ নামায পড়ি।

আমার ধারণা, তিনি এটাও বলেছেন যে, তোমরা বিতর রাতের শেষে পড়বে।"

২০৪. রাতে আল্লাহর আহ্বান

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

ان الله تبارك وتعالى اذا مضى ثلث الليل أو نصف الليل نزل الى السماء الدنيا فيقول : هل من داع استجيب له؟

هل من متسغفر أغفرله؟

هل من تائب اتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر —

অর্থ : "এক তৃতীয়াংশ বা অর্ধরাত গত হলে আল্লাহ পাক দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং সুবহে সাদিক পর্যন্ত বলেন (অর্থাৎ রাতভর তিনটি আহ্বান জানান। যথা– هل من داع استجيب له؟

অর্থ : কোনো দোয়াকারী আছ? আমি তার দোয়া কবুল করব!

هل من متسغفر أغفرله —

অর্থ : আছ কোনো ক্ষমাপ্রার্থী? আমি তাকে ক্ষমা করব!

هل من تائب اتوب عليه؟

অর্থ : কোনো তওবাকারী আছ? আমি তার তওবা কবুল করব।"

২০৫. তাহাজ্জুদের তাওফিক না হওয়ার রহস্য

হাজ্জাজ সওয়াফ রহ. বলেন, বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-কে একদা কিছু লোক অভিযোগের সুরে জানায় :

ما نستطيع قيام الليل؟

অর্থ : "আমরা তাহাজ্জুদ পড়তে উঠতে পারি না।"

জবাবে হযরত ইবনে মাসউদ রা. এর মূল কারণের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন : أقعدتكم ذنوبكم

অর্থ : "তোমাদের গুনাহ তোমাদেরকে পঙ্গু বানিয়ে দিয়েছে।"

ফায়েদা : উদ্দেশ্য হলো একথা বলা যে, গুনাহ বেশি হলে এবং গুনাহে নিয়োজিত থাকলে শেষ রাতে উঠা এবং তাহাজ্জুদ পড়ার তাওফিক হয় না।

২০৬. গুনাহের কুফল

হযরত হাসান বসরী রহ. বিশিষ্ট বুযুর্গ ও প্রসিদ্ধ তাবেয়ী। তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল অনেক। তিনি স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকে বলেন :

ان العبد ليذهب الذنب فيحرم به قيام الليل —

অর্থ : "বান্দা গুনাহ করলে (তার পরিণতিতে সে) তাহাজ্জুদ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।"

২০৭. তাহাজ্জুদগুজারদের প্রতি ফেরেশতাদের দৃষ্টি

কুরয বিন ওবরা রহ. বলেন, আমি জেনেছি যে, হযরত কা'ব রা. বলতেন :

ان الملائكة ينظر من السماء الى الذين يصلون بالليل فى بيوتهم كما تنظرون انتم إلى نجوم السماء —

অর্থ : "নিঃসন্দেহে ফেরেশতারা আসমান থেকে তাহাজ্জুদগুজারদের সেভাবে দেখে, যেভাবে তোমরা আসমানের তারকারাজি দেখ।"

২০৮. স্থায়ী নূর লাভ

দাউদ বিন হিলাল রহ. এক আলেম থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত ঈসা বিন মারয়াম আ. বলেছেন :

طوبى للذين يتهجدون من الليل اولئك الذين يرثون النور الدائم من اجل انهم قاموا فى ظلمة الليل —

অর্থ : "রাতে তাহাজ্জুদ আদায়কারীদের জন্য সুসংবাদ! অন্ধকার রাতে আল্লাহর সামনে (নামাযে) দাঁড়ানোর সুবাদে তাদেরকে একটি স্থায়ী নূর প্রদান করা হয়।"

২০৯. ঘুম না আসার কৌশল

হযরত সুফিয়ান ছাওরী রহ. বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও যুগের অন্যতম আলেম ছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতাও ছিল অনেক। ঘুম ঠেকানোর কৌশল হিসেবে তিনি বলতেন :

كل ما شئت ولا تشرب فإنك اذا لم تشرب لم يجئك النوم —

অর্থ : "তুমি খাবে কিন্তু পানি পান করবে না। তুমি যদি পানি পান না কর, তবে তোমার ঘুম আসবে না।"

২১০. মধ্যরাতে সেজদায় নবীজীর দোয়া

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. এক হাদীসে নবীজীর মধ্যরাতের ইবাদতের একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন :

فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مضجعه فقمت التمسه

بيدى فوقعت يداى على قدميه فأصابتهما و هما ساجد فسمعته يقول :

اللهم انى اعوذ برضاك من سخطك — و اعوذ بمعا فاتك من عقوبتك —

و اعوذ بك منك لا احصى ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك —

অর্থ : "এক রাতে আমি নবীজীকে বিছানায় পাই না। আমি উঠে হাত দিয়ে নবীজীকে খুঁজতে থাকি। আমার হাত নবীজীর পায়ের উপর গিয়ে পড়ে। তখন তিনি সেজদায় ছিলেন। আমি নবীজীকে বলতে শুনি :

اللهم انى اعوذ برضاك من سخطك —

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টির দ্বারা তোমার অসন্তুষ্টি হতে পানাহ চাচ্ছি।

و اعوذ بمعا فاتك من عقوبتك —

অর্থ : তোমার ক্ষমার দ্বারা তোমার শাস্তি থেকে পানাহ চাচ্ছি।

و اعوذبك منك، لا احصى ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك —

অর্থ : আমি তোমার কাছে তোমার থেকে পানাহ চাচ্ছি। আমি তোমার প্রশংসা করে শেষ করতে পারি না। তুমি তেমনই, যেমনটি তুমি নিজের প্রশংসা করেছ।"

২১১. প্রতি দুই রাতে কুরআন খতম

ওয়াসিল ইবনে সুলাইম আতা বিন সায়েবের অবস্থা বর্ণনা করেন :

صحبت عطاء السائب الى مكة فكان يختم القرآن فى كل ليلتين —

অর্থ : "আমি মক্কার সফরে আতা বিন সায়েবের সঙ্গে ছিলাম। তিনি প্রতি দুই রাত অন্তর কুরআন খতম করতেন।"

২১২. রাতে নামায অনাদায়কারীকে ভাল না বাসা

তলক বিন হাবীব বলতেন :

والله ما احب الذين لا يصلون بالليل —

অর্থ : "আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, যারা রাতে (তাহাজ্জুদ) নামায পড়ে না আমি তাদের ভালবাসি না।"

২১৩. হাসান বসরীর পরিচয়

বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত হাসান বসরী রহ.-কে কে না চেনে? মানুষ তাঁকে চেনে যুগশ্রেষ্ঠ আলেম, বুযুর্গ ও তাবেয়ী হিসেবে। হযরত মাতার রহ. তাঁর আরেকটি পরিচয় পেশ করেছেন। তিনি বলেন :

كان الحسن صاحب ليل —

অর্থ : "হাসান বসরী রহ. রাত জাগরণকারী ছিলেন।"

২১৪. সারা রাত বসে কাটানো

শুয়াইব বিন হরব হযরত হাসান বসরী রহ.-এর এক শিষ্যের সূত্রে হযরত হাসান বসরী রহ.-এর রাত জাগরণের একদিনের ঘটনা বলেন :

انه قعد ليلة حتى الصبح فقيل له : فقال : غلبتنى نفسى عن الصلوة فقلت لها فاقعدى فلم يدعها تنام حتى الصبح —

অর্থ : "তিনি এক রাতে সকাল পর্যন্ত বসে কাটান। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ব্যাপার কী? জবাবে তিনি বলেন, আমার নফস নামায পড়তে চায় না। আমি তাকে বলি, তবে তুমি বসে থাক। অতঃপর তিনি নফসকে ঘুমুতে দেন না। বসে থেকেই সকাল হয়ে যায়।"

২১৫. সকালে শয্যা রাতের মতই পাওয়া যাওয়া

আমর বিন আব্দুর রহমান বিন মুহাইরিয রহ. বলেন, আমার দাদী আমাকে ঘটনা বর্ণনা করে শুনিয়েছেন যে–

كان جدى ابن محيريز يختم القرآن فى سبع و كان يفرش له فراشه فيوجد على حاله إذا أصبح

অর্থ : "আমার দাদা ইবনে মুহাইরিয সাত রাতে কুরআন খতম করতেন। রাতে তাঁর জন্য বিছানা বিছানো হত, কিন্তু সকালে শয্যা সেভাবেই পাওয়া যেত যেভাবে বিছানোর সময় ছিল।"

২১৬. রশিতে বেঁধে তাহাজ্জুদ পড়া

আবু জামআর আযাদকৃত গোলাম আবুল লায়ছ তার মনিব আবু জামআ সম্পর্কে বলেন :

كان لأبى جمعة حبل معلق فى مسجده يتعلق به اذا صلى بالليل

অর্থ : "আবু জামআর মসজিদে ঝুলন্ত একটি রশি ছিল। যখন তিনি রাতে তাহাজ্জুদ পড়তেন ঐ রশিতে নিজেকে জড়িয়ে নিতেন (যাতে ঘুম না আসে)।"

২১৭. পায়ে আঘাত করা

উসমান বিন আবুল আতিকা ঘটনা বর্ণনা করেন যে, আবু মুসলিম খাওলানী মসজিদে চাবুক ঝুলিয়ে রাখতেন। এর দ্বারা তিনি নিজেকে ভয় দিতেন। যখন ইবাদতে বিঘ্নতা দেখা দিত, তখন তিনি ঐ চাবুক দিয়ে নিজের পায়ে আঘাত করতেন এবং বলতেন :

أنت احق بالضرب من دابتى فإذا غلبه النوم قال : منك، لا منى –

অর্থ : "আমার বাহন হওয়ায় তুমি মার খাওয়ার বেশি যোগ্য। যখন তার গভীর ঘুম পেত, তখন তিনি বলতেন, তোমার সম্পর্ক আমার সাথে নয়।"

২১৮. ঘর বন্ধ করে ইবাদত করা

ইবনে শাওজাব রহ. মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি রহ.-এর ইবাদতের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

كان لمحمد بن واسع عليه فإذا كان الليل صعد فدخل فيها ثم اغلقها عليه —

অর্থ : "মুহাম্মাদ বিন ওয়াসে রহ.-এর একটি বালাখানা ছিল। তিনি রাতে সেখানে যেতেন এবং ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিতেন (যাতে ইবাদতে একাগ্রতা হয় এবং তাহাজ্জুদে বিঘ্নতা সৃষ্টি না হয়)।"

২১৯. শীতকালের রোযা দীর্ঘ তাহাজ্জুদের জন্য সহায়ক

আমের বিন সাউদ নামী জনৈক কুরাইশী বুযুর্গ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

الصوم فى الشتاء الغنيمة الباردة اما ليله فطويل و اما نهاره فقصير —

অর্থ : "শীতকালের রোযা গনীমত। (কেননা তখন) রাত দীর্ঘ হয় এবং দিন ছোট হয়। (ফলে তখন রোযা রাখা সহজ হয় এবং তাহাজ্জুদের জন্য দীর্ঘ সময় মেলে।)"

২২০. সাহেবে কুরআনের প্রতি আহ্বান

প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত মুজাহিদ রহ. বলেন, শীতের মৌসুম শুরু হলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলতেন :

يا اهل القرآن! طال الليل لصلاتكم و قصر النهار لصيامكم فاغتنموا —

অর্থ : "হে সাহেবে কুরআন! (তাহাজ্জুদ) নামাজের জন্য রাত লম্বা হয়েছে এবং তোমাদের রোযার জন্য দিন ছোট হয়েছে। সুতরাং এ সময়টিকে তোমরা গনীমত মনে কর।"

২২১. এক রাতে কুরআন খতম করা

ইসহাক বিন সাঈদ আল-কুরাশী তার পিতার সূত্রে হযরত ইবনে যুবাইর রহ.-এর অবস্থা বর্ণনা করেন যে–

ان ابن الزبير كان يقرأ القرآن فى ليلة —

অর্থ : "নিশ্চয় ইবনে যুবাইর এক রাতে পুরো কুরআন তেলাওয়াত করতেন।"

২২২. সারা বছর রাত জাগরণ করা

মুহাম্মাদ বিন যায়েদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর সম্পর্কে বলেন :

كان عبد الله بن الزبير يحي الدهر اجمع، فكان يحى ليلة قائما حتى يصبح و ليلة يحييها راكعا حتى الصباح و ليلة يحييا ساجدا حتى الصباح —

অর্থ : "আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর পুরো বছর রাত জাগরণ করতেন। কখনো তিনি সকাল পর্যন্ত রাতভর জেগে থাকতেন নামাযে দণ্ডায়মান অবস্থায়, কখনো রুকু অবস্থায় এবং কখনও সেজদারত অবস্থায়।"

২২৩. নবীজীর তাহাজ্জুদ নামায

আসওয়াদ বিন ইয়াযিদ একদা হযরত আয়েশা রা.-এর নিকট যান এবং তাকে নবীজীর তাহাজ্জুদ নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। হযরত আয়েশা রা. বলেন :

كان يصلى ثلاث عشرة ركعة من الليل، ثم إنه صلى إحدى عشرة ركعة و ترك ركعتين ثم قبض حين قبض و كان يصلى من الليل تسع ركعات، أخره صلاته من الليل الوتر —

অর্থ : "নবীজী রাতে ১৩ রাকাত নামায পড়তেন। পরে দুই রাকাত বাদ দিয়ে ১১ রাকাত পড়তেন। অতঃপর তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি রাতে ৯ রাকাত নামায পড়তেন। রাতের নামাযের শেষে তিনি বিতর পড়তেন।"

নবীজীর রাতের নামাযের শেষ ৩ রাকাত ছিল বিতর। এ হিসেবে নবীজীর তাহাজ্জুদ নামায হয় যথাক্রমে ১০, ৮ ও ৬ রাকাত। অর্থাৎ কখনো ১০ রাকাত তাহাজ্জুদ পড়তেন, কখনো ৮ রাকাত আবার কখনো ৬ রাকাত।

২২৪. তাহাজ্জুদের প্রভাব

তাহাজ্জুদের প্রভাব গভীর। নিয়মিত তাহাজ্জুদ মানুষকে গুনাহ থেকে বাঁচায়। এ প্রসঙ্গে হযরত যাবির রা. একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন :

قيل يا رسول الله ان فلانا يقوم الليل فإذا اصبح سرق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ستنهاه صلاته —

অর্থ : "অভিযোগ দায়ের করা হলো, হুজুর! অমুক রাতভর নামায পড়ে কিন্তু সকাল হলে চুরি করে। জবাবে নবীজী বলেন, শীঘ্রই নামায তাকে গুনাহ থেকে বিরত রাখবে।"

২২৫. তাহাজ্জুদগুজার অন্যায় করতে পারে না

হাসান বিন দাউদ বলেছেন, আমি আবু বকর বিন আইয়াশকে বলতে শুনেছি :

من قام من الليل لم يأت فاحشة، ألا تسمع الى قول الله : إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ —

অর্থ : যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ পড়ে সে অন্যায় করতে পারে না। তুমি কী শোননি আল্লাহর কথা :

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

অর্থ : নিশ্চয় নামায অশ্লীলতা এবং অনুচিত কাজ হতে বাধা দেয়।[৫০]

২২৬. তাহাজ্জুদ পড়লে চেহারা সুন্দর হয়

হযরত যাবের রা. হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار

অর্থ : "যে রাতে নামায (তাহাজ্জুদ) পড়ে তার চেহারা দিনে সুন্দর হয়।"

---

৫০. সূরা আনকাবুত : ৪৫।

২২৭. তাহাজ্জুদের চাক্ষুষ বর্ণনা

হযরত সাঈদ বিন যুবাইর রহ. হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস রা. একদিন নবীজীর বাড়িতে গিয়ে নিজের চোখে নবীজীর তাহাজ্জুদের আমল দেখেন। তিনি নিজের চোখে দেখা সে ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন :

بت عند خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله وسلم للعشاء ثم دخل فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام فقال : نام الْغُلَيْمُ ثم قام يصلى فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يـمينه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه ــ أو خطيطه ثم خرج الى الصلوة ــ

অর্থ : "আমার খালা হযরত মায়মুনা রা.-এর বাসায় এক রাতে আমি অবস্থান করি। নবীজী ইশার নামায (মসজিদে) পড়ে বাসায় আসেন। তিনি ঘরে ঢুকেই চার রাকাত নামায পড়েন এরপর নিদ্রা যান। খানিক পর উঠে বলেন, ছেলেটি ঘুমিয়ে পড়েছে। অতঃপর নামাযে দাঁড়িয়ে যান। আমি তাঁর বাম পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে ধরে তার ডান পাশে নিয়ে এলেন। তিনি প্রথমে পাঁচ রাকাত নামায পড়েন এরপর দুই রাকাত এরপর ঘুমিয়ে যান। আমি তার নাক ডাকা শুনেছি। এরপর (ফজরের আজান হলে) তিনি নামায পড়তে চলে যান।"

২২৮. তাহাজ্জুদে দীর্ঘ কেরাত ও রুকু-সেজদা

নবীজীর তাহাজ্জুদ নামায প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে হযরত হুজায়ফা রা. বলেন, একদিন নবীজী তাহাজ্জুদ শুরু করেন। প্রথমে তিনি এই দোয়া পড়েন : الله اكبر ذو الملكوت و الجبروت و الكبرياء و العظمة

এরপর সূরা বাকারা পড়ে রুকুতে যান। তাঁর রুকু ছিল কিয়ামের মত (লম্বা)।

তিনি রুকুতে বলেন : سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم

এরপর মাথা তোলেন। রুকুর পরবর্তী কিয়াম ছিল রুকুর মত (লম্বা)।

তিনি এ সময়ে দোয়া পড়েন : لربي الحمد لربي الحمد

এরপর তিনি সেজদা করেন। তাঁর সেজদা ছিল রুকু পরবর্তী কিয়ামের মত (লম্বা)।

তিনি সেজদায় পড়েন : سبحان ربى الاعلى، سبحان ربى الاعلى

অতঃপর মাথা তোলেন। দুই সেজদার মাঝে সময় নেন সেজদার মত। তিনি দুই সেজদার মাঝে বসে বলেন :

رب اغفرلى، رب اغفرلى —

এভাবে তিনি চার রাকাত নামায পড়েন। এ চার রাকাতে তিনি পড়েন সূরা বাকারা, সূরা আলে ইমরান, সূরা নিসা, সূরা মায়েদা ও সূরা আনআম।

২২৯. সেজদার ফযিলত

হযরত সাওবান রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি :

مَا مِنْ عبدٍ سَجدَ لِلّه سجدةً الا رفعه الله بها درجةً و حط عنه بها خطيئةً —

অর্থ : "যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একটি সেজদা করে আল্লাহ এর বদলে তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং একটি পাপ মিটিয়ে দেন।"

২৩০. দাঁড়িয়ে ও বসে তাহাজ্জুদ নামায

হযরত আব্দুল্লাহ বিন শাকীক উকাইলী রহ. বলেন, আমি হযরত আয়েশা রা.-এর নিকট নবীজীর নফল নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন :

كان يصلى فى بيتى اربعا قبل الظهر، ثم يخرج فيصلى بالناس ثم يدخل بيتى فيصلى ركعتين، قالت : و كان يصلى بالليل تسع ركعات فيهن الوتر، و كان يصلى ليلا طويل قائما و ليلا طويلاً قاعدا فاذا قرأ وهو قائم ركع و سجد وهو قائم و إذا قرأ وهو جالس ركع وسجد جالس و كان يصلى ركعتين إذا طلع الفجر ثم يخرج فيصلى بالناس —

অর্থ : "নবীজী আমার বাসায় জোহরের পূর্বে ৪ রাকাত পড়তেন। এরপর মসজিদে গিয়ে (জোহরের) নামায পড়াতেন। এরপর বাসায় এসে ২ রাকাত নামায পড়তেন। এরপর মসজিদে গিয়ে মাগরিবের নামায পড়াতেন। এরপর বাসায় এসে ২ রাকাত নামায পড়তেন। তিনি রাতে ৯ রাকাত নামায পড়তেন, যার মধ্যে বিতরও থাকত। তিনি রাতে কখনও দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন। আবার কখনও দীর্ঘক্ষণ ধরে বসে নামায পড়তেন। যখন তিনি দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন, রুকু-সেজদা দাঁড়িয়েই করতেন। আর যখন বসে নামায পড়তেন, তখন রুকু-সেজদা বসে করতেন। সুবহে সাদিক হলে তিনি দুই রাকাত (ফজরের সুন্নত) নামায পড়তেন এরপর মসজিদে গিয়ে (ফজরের) নামায পড়াতেন।"

১৩১. কবরে নামায পড়ার তামান্না

হযরত জা'ফর রহ. বলেন, আমি অনেক বার সাবেত বুনানী রহ.-কে এই দোয়া করতে শুনেছি :

اللهم إن كنت اذنت لأحد ان يصلى فى قبره فأذن لى أن أصلى فى قبرى —

অর্থ : "হে আল্লাহ! আপনি যদি কবরে কাউকে নামায পড়ার অনুমতি দেন, তাহলে আমাকে কবরে নামায পড়ার অনুমতি দিবেন।"

২৩২. কবর হতে কুরআনের আওয়াজ শ্রবণ

ইব্রাহীম মাহলাবী বলেন, যারা সাবেত বুনানীর পার্শ্ব অতিক্রম করেছে তারা আমাকে জানিয়েছে যে–

كنا إذا مررنا بجنبات قبر ثابت يعنى البنانى سمعنا قراءة القرآن —

অর্থ : "আমরা সাবেত বুনানীর কবরের পাশ দিয়ে গমনকালে (কবর হতে) কুরআন তেলাওয়াত শুনেছি।"

২৩৩. প্রতি রাতে হাজার আয়াত তেলাওয়াত

আবুল আহওয়াস বলেন, আবু ইসহাক রহ. বলতেন :

يا معشر الشباب! اغتمنوا، قل ما تمر بـى ليلة الا وأنا أقرأ فيها الف اية —

অর্থ : "হে যুবারা! তোমরা যৌবনকালকে (ইবাদতের জন্য) গনীমত (অপূর্ব সুযোগ) মনে কর। খুব কম রাতই এমন হয়, যাতে আমি হাজার আয়াত তেলাওয়াত করি না। অর্থাৎ প্রায় প্রতি রাতে আমি এক হাজার আয়াত তেলাওয়াত করি।"

২৩৪. প্রতিদিন ৬০০ রাকাত নামায

হযরত আতা ইবনুস সায়েব রহ. বর্ণনা করেন :

كان مرة الهمدانى يصلى كل يوم ستمائة ركعة، قال عطاء : و دخلوا عليه فرأوا موضع سجوده كانه مبرك البعير —

অর্থ : "মুররা হামদানী প্রতিদিন ৬০০ রাকাত নামায পড়তেন। একদা তার ঘরে কিছু লোক প্রবেশ করে এবং তাঁর সেজদার স্থান দেখে যে, সেটা উটের বিশ্রামস্থলে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ বেশি বেশি এক স্থানে সেজদা করায় স্থানটি গর্ত হয়ে গেছে, যেমন উট যেখানে প্রতিদিন বিশ্রাম নেয়, সেখানে গর্ত হয়ে যায়।"

২৩৫. প্রতিদিন ১০০০ রাকাত নামায

ইব্রাহীম বিন বাশশার বলেন, আমি আবু সুলাইমানকে বলতে শুনেছি :

كان عامر بن عبد الله يصلى كل يوم الف ركعة ثم يقبل على نفسه فيقول : يا مأوى كل سوء أما والله لأردنك الى زحف البعير —

অর্থ : "আমের বিন আব্দুল্লাহ প্রতিদিন ১০০০ রাকাত নামায পড়তেন অতঃপর নিজের নফসকে সম্বোধন করে বলতেন : হে সকল মন্দের উৎস! আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আমি তোমাকে অবশ্যই ক্লান্ত উটের দিকে ফিরাব অর্থাৎ তোমাকে ক্লান্তিতে চুর চুর করব।"

২৩৬. নামাযী ব্যক্তির পুরস্কার

হযরত সুফিয়ান রহ. আব্বাদ বিন কাছীর রহ. হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, প্রত্যেক নামাযী ব্যক্তি তিনটি পুরস্কার লাভ করে। যথা–

تحف به الملائكة من قدمه الى عنان السماء —

অর্থ : (১) ফেরেশতারা তার পা থেকে আসমান পর্যন্ত বেষ্টন করে রাখে। و يتناثر عليه البر من عنان السماء الى مفرق رأسه

অর্থ : (২) আসমান থেকে নিয়ে মুসল্লির মাথা পর্যন্ত অঝোর ধারায় কল্যাণ বর্ষিত হতে থাকে।

و ينادى مناد : لو يعلم المصلى من يناجى ما انفتل —

অর্থ : (৩) এক ঘোষক ঘোষণা করে, মুসল্লি যদি জানত যে, সে কার সঙ্গে আলাপন করছে, তবে তার মন এদিক-ওদিক যেত না।

২৩৭. আবেদদের গনীমত

সুলাইমান তাইনী রহ. হযরত আবু উসমান রহ.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর রা. বলেছেন : الشتاء غنيمة العابدين

অর্থ : "শীতকাল আবেদদের জন্য গনীমত।"

কারণ হলো, শীতকালে দিন ছোট এবং রাত বড় হয়। ফলে দিনে সহজে রোযা রাখা এবং রাতে বেশি ইবাদত করার সুযোগ মেলে, যে সুযোগকে পুরোপুরি কাজে লাগান আবেদগণ। তাই শীতকাল তাদের জন্য বিরাট গনীমত।

২৩৮. নবীজীর তাহাজ্জুদ রীতি

হযরত সফওয়ান বিন মুআততাল রা. নবীজীর তাহাজ্জুদ রীতির নাতিদীর্ঘ বিবরণ দিয়েছেন। নিজের চোখে দেখা নবীজীর রাতের আমল প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

رأيت رسو ل الله صلى الله عليه وسلم العشاء الاخرة ثم نام حتى اذا كان نصف الليل استيقظ فتلا هذه الايات العشر من سورة ال عمران و اخذ سواكا يتسوك به ثم توضأ قام فصلى ركعتين لا ادرى اقيامه او ركوعه او سجوده أطول ثم نام ثم استيقظ فتلا ايات ثم تسوك ثم توضأ ثم قام ففعل كما فعل اول مرة، ثم لم يزل ينام ثم يصلى ركعتين يفعل ذلك فى كل ركعتين مثل ما فعل فى الاولين حتى صلى احدى عشرة ركعة —

অর্থ : "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি ইশার নামায পড়ে শুয়ে যান। অর্ধরাত পেরিয়ে গেলে তিনি জাগ্রত হয়ে সূরা আলে ইমরানের দশ আয়াত তেলাওয়াত করেন। এরপর মেসওয়াক দিয়ে দাঁত মাজেন, ওজু করেন এবং দুই রাকাত নামায পড়েন। আমি বলতে পারি না যে, তাঁর কিয়াম বেশি লম্বা ছিল নাকি রুকু নাকি সেজদা? অতঃপর কিছুক্ষণ আরাম করেন। পরে আবার জাগ্রত হয়ে কিছু আয়াত তেলাওয়াত করেন, মেসওয়াক করেন, ওজু করেন। এরপর দাঁড়িয়ে পূর্বের মত দুই রাকাত নামায পড়েন। এরপর প্রতি দুই রাকাত নামায পড়ে কিছুক্ষণ আরাম করেন এবং উঠে পূর্বের মত দুই রাকাত নামায পড়েন। এভাবে মোট এগার রাকাত হয়। (যার ৮ রাকাত ছিল তাহাজ্জুদ আর তিন রাকাত ছিল বিতর।)" –তবরানী ফিল কাবীর, ৮ : ৩৪৩

২৩৯. আব্দুল্লাহ বিন রওহার নামায

আব্দুর রহমান বিন আবু লায়লা বলেন, বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ বিন রওহা রা.-এর শাহাদাতের পরে তার স্ত্রীকে আরেক সাহাবী বিবাহ করেন। সাহাবী তার স্ত্রীকে বলেন, আমি তোমাকে যৌনকামনা পূরণের জন্য বিবাহ করিনি; বরং আমার উদ্দেশ্য হলো, এটা জানা যে, আব্দুল্লাহ বিন রওহা বাড়িতে এসে কী আমল করতেন? হতে পারে আমি তার অনুসরণ করে কৃতকার্য হব। স্ত্রী জবাবে বলেন, তিনি বাড়িতে পাঁচটি কাজ করতেন। যথা–

অর্থ : كان اذا توضأ صلى صلاة তিনি যখনই ওজু করতেন 'তাহিয়্যাতুল ওজু' নামায পড়তেন।

অর্থ : و إذا دخل بيته صلى বাড়িতে প্রবেশমাত্রই নামায পড়তেন।

অর্থ : و اذا خرج من بيته الى حجرته صلى তিনি বাড়ি হতে বেরিয়ে নিজের কামরায় গিয়েই নামায পড়তেন।

و اذا رجع صلى فى الحجرة —

অর্থ : কামরা হতে বের হয়ে আবার নামায পড়তেন।

و إذا دخل بيته صلى فى بيته —

অর্থ : বাড়িতে এসেই আবার নামায পড়তেন।

২৪০. নামাযের সময়ে যাত্রাবিরতি করায় দোয়া

হযরত সালেম বিন আব্দুল্লাহ রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

رحم الله عبد الله بن رواحة كان ينزل فى السفر عند وقت كل صلوة —

অর্থ : "আল্লাহ তা'আলা আব্দুল্লাহ বিন রওহার উপর রহমত নাযিল করুন। সফরের মাঝে নামাযের সময় হলে তিনি যাত্রাবিরতি করতেন (এবং নামায পড়ে নিতেন)।"

ফায়দা : সফর অবস্থায় মুসাফিরের লক্ষ্য থাকে পথে যাত্রাবিরতি যতদূর সম্ভব কম করে দ্রুত গন্তব্যস্থলে পৌছা। সফরে সময় বাঁচানোর জন্য দুই ওয়াক্ত নামায এক সময়ে পড়ার অনুমতিও আছে। তবে নামাযের প্রতি গুরুত্বের দাবী হলো, প্রত্যেক নামাযের সময়ে যাত্রাবিরতি করে নামায পড়া। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রওহা রা.-এর আমলও এমন ছিল। নবীজী তাঁর এই আমল সমর্থন করেছেন এবং এর জন্য তাকে 'রহমতের দোয়া' দিয়েছেন।

২৪১. তাহাজ্জুদের জন্য স্ত্রীকে জাগ্রত করার ফযিলত

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. এবং হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

من استيقظ من الليل و ايقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين كَثِيْرًا وَ الذّٰكِرَاتِ —

অর্থ : "যে ব্যক্তি রাতে ঘুম থেকে জাগে এবং তার স্ত্রীকেও জাগ্রত করে অতঃপর উভয়ে দুই রাকাত (তাহাজ্জুদ) নামায পড়ে, তাহলে অধিক জিকিরকারী পুরুষ এবং অধিক জিকিরকারী নারীর তালিকায় তাদের নাম লেখা হয়।" –আবু দাউদ

২৪২. যুদ্ধের ময়দানেও নবীজীর তাহাজ্জুদ আদায়

হারিছা বলেন, আমি হযরত আলী রা.-কে বলতে শুনেছি :

ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد و لقد رأيتنا تلك الليلة وما من احد من القوم الا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه قائم الى سمرة او شجرة بين يديه يصلى فى جوف الليل حتى أصبح —

অর্থ : "বদর যুদ্ধে আমাদের মধ্যে মেকদাদ ছাড়া আর কেউ অশ্বারোহী ছিলেন না। (সকলেই হয়ত উটের আরোহী বা পদাতিক ছিলেন।) আমি সে রাতে সবাইকে ঘুমুতে দেখেছি। তবে নবীজী ব্যতীত। তিনি একটি বাবলা গাছ কিংবা অন্য কোনো গাছের সামনে অর্ধরাত হতে ভোর পর্যন্ত (তাহাজ্জুদ) নামায পড়তে থাকেন।"

২৪৩. সাত রাতে কুরআন খতমের লাভ

ইসহাক বিন খলীফা জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

من قرأ القران فــى سبع كُتِب من العابدين —

অর্থ : "যে ব্যক্তি সাত রাতে কুরআন খতম করবে, তার নাম আবেদদের তালিকায় লেখা হবে।"

২৪৪. রমযানের প্রতি রাতে কুরআন খতম

মানসূর বিশিষ্ট তাবেয়ী মুজাহিদ রহ. হতে বর্ণনা করেন :

كان عليٌّ الأزدى يختم القران فى رمضان كل ليلة و ينام بين المغرب و العشاء —

অর্থ : "আলী আল-আযদী রহ. রমযান মাসের প্রতি রাতে একবার কুরআন খতম করতেন। মাগরিব ও ইশার মাঝে ঘুমিয়ে নিতেন।"

২৪৫. দাউদী নামায সর্বোত্তম নামায

আমর বিন আউস হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস রা. হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

خير الصيام صيام داود كان يصوم نصف الدهر و خير الصلوة صلوة داود كان يرقد نصف الليل الاول و يصلى اخر الليل حتى إذا بقى سدس الليل رقده —

অর্থ : "সর্বোত্তম রোযা দাউদী রোযা। তিনি অর্ধবছর রোযা রাখতেন। সর্বোত্তম নামায দাউদী নামায। তার অভ্যাস ছিল প্রথম অর্ধরাতে আরাম

করতেন আর শেষ অর্ধেকে নামায পড়তেন। রাতের শেষ ষষ্টাংশ হলে আবার কিছু সময়ের জন্য ঘুমুতেন।"

ফায়েদা : অর্ধ বছর রোযা রাখার অর্থ হলো, তিনি এক দিন রোযা রাখতেন আর একদিন রাখতেন না। এভাবে পুরো বছর পার করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণনা মোতাবেক নফল রোযা ও নফল নামাযের উত্তম ও ভারসাম্যপূর্ণ তরিকা হলো হযরত দাউদ আ.-এর তরিকা। এতে সবদিক রক্ষা হয়।

২৪৬. বিশ বছর ইশার ওজু দ্বারা ফজর নামায পড়া

হুশাইম মানসূর বিন যাজানের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

مكث منصور بن زاذان يصلى الفجر بوضوء العشاء الاخرة عشرين سنة —

অর্থ : "মানসূর বিন যাজান মৃত্যুর পূর্বে বিশ বছর পর্যন্ত ইশার ওজু দ্বারা ফজরের নামায পড়েছেন।"

হুশাইমের ছাত্র আমর বিন আউন হুশাইমের অবস্থাও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :

و مكث هشيم يصلى الفجر بوضوء عشاء الاخرة قبل ان يموت عشر سنين —

অর্থ : "হুশাইমও মৃত্যুর পূর্বে বিশ বছর ধরে ইশার ওজু দ্বারা ফজরের নামায পড়েছেন। অর্থাৎ তারা পুরো রাত ইবাদত-বন্দেগীতে কাটিয়েছেন।"

২৪৭. তাহাজ্জুদ নামায শেষে নবীজীর দোয়া

জুবাইর বিন মুতঈম তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন :

انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فكبر فقال : الله اكبر كبيرا ثلاث مرار و الحمد لله كثيرا ثلاث مرار و سبحان الله بكرة و اصيلا ثلاث مرار اللهم انى اعوذبك من الشيطان الرجيم من همزه و نفحه و نفثه —

অর্থ : "তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায (তাহাজ্জুদ) পড়তে দেখেছেন। নামায শেষে নবীজী তাকবীর দিয়ে ৪টি আমল করতেন। যথা–

(১) তিনবার الله اكبر كثيراً বলতেন।

(২) তিনবার الحمد لله كثيراً বলতেন।

(৩) তিনবার سبحان الله بكرة و اصيلا বলতেন।

(৪) একবার বলতেন :

اللهم انى اعوذبك من الشيطان الرجيم من همزه و نفخه و نفثه —

অর্থ : "হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট বিতাড়িত শয়তান হতে তার কুমন্ত্রণা, অহংকার এবং জাদু হতে পানাহ চাচ্ছি।"

২৪৮. মধ্যরাতে নবীজীর তিন দোয়া

হযরত আনাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধ্যরাতে তিনটি দোয়া করতেন। যথা–

نامت العيون وغارت النجوم و انت الحى القيوم لا يوارى منك ليل ساج ولا سماء ذات ابراج ولا ارض ذات مهاد ولا بحر لجى ولا ظلمات بعضها فوق بعض، تعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور —

অর্থ : (১) "চোখ ঘুমিয়ে পড়েছে। তারকারাজি অস্ত গেছে। তুমি চিরঞ্জীব, চির অধিষ্টাতা। তোমার থেকে না ধীরে ধীরে আগত রাত গোপন, না বুরুজবিশিষ্ট আসমান, না বিস্তৃত জমিন তোমার নজর থেকে গোপন আছে। গোপন নেই ঐ গভীর সমুদ্র, যার অন্ধকার একের পর এক। তুমি দৃষ্টির খেয়ানত সম্পর্কে জান এবং অন্তরের গোপনীয়তা সম্পর্কে অবহিত।"

اللهم انى اشهد لك بما شهدت به على نفسك و شهدت به ملائكتك وانبيائك و أولو العلم و من لم يشهد بما شهدت به فاكتب شهادتى مكان شهادته، انت السلام و منك السلام تباركت ذا الجلال والاكرام —

অর্থ : (২) "হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য সেই সাক্ষ্য দিচ্ছি, যা তুমি স্বয়ং নিজের সত্ত্বার উপর দিয়েছ। তোমার সঙ্গে তোমার ফেরেশতারা সে সাক্ষ্য দিয়েছে। তোমার নবীগণ এবং জ্ঞানীগণ দিয়েছেন। আর যারা সাক্ষ্য দেয়নি তুমি আমার সাক্ষ্যকে তাদের সাক্ষ্যের স্থলাভিষিক্ত কর। নিশ্চয় তুমিই শান্তি, শান্তি তোমার পক্ষ হতেই আসে। হে মর্যাদা ও সম্মানের অধিপতি, তুমি বড়ই বরকতময়।"

اللهم انى اسئلك فكاك رقبتى من النار —

অর্থ : (৩) "হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে আমার গর্দানকে জাহান্নাম হতে মুক্তির আবেদন পেশ করছি।"

২৪৯. বিতর নামাযে দোয়া

হযরত আলী রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতে ঘুম থেকে উঠতেন, তখন মিসওয়াক করতেন এবং এই আয়াত পড়তেন :

إِنَّ فِــيْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَاب

অর্থ : নিশ্চয় আসমান-জমিনের সৃষ্টি ও রাত-দিনের পরিবর্তনে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।[৫১]

হযরত আলী রা. আরও বলেন, নবীজী শেষ রাতে বিতর পড়তেন। বিতর নামাযে তিনি এভাবে দোয়া করতেন :

اللهم اجعل فــي بصرى نورا ومن خلفى نورا ومن تحتى نورا ومن فوقى نورا و من يمينى نورا واعطنى نورا —

অর্থ : "হে আল্লাহ! আমার চোখে নূর দেন। পেছনে নূর দেন। নীচে নূর দেন। উপরে নূর দেন। ডানে নূর দেন। আমাকে নূর প্রদান করুন।"

২৫০. তাহাজ্জুদ ফরজ হওয়ার আশঙ্কা

তাহাজ্জুদ নামায পড়তে সাহাবায়ে কেরাম উদগ্রীব ছিলেন। বিশেষত নবীজীর পেছনে তাহাজ্জুদ পড়া তাদের নিকট বড়ই কাম্য ছিল। এর প্রমাণ

---

৫১. সূরা আলে ইমরান : ১৯০।

মেলে হযরত আয়েশা রা. কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীস দ্বারা। সে হাদীসে হযরত আয়েশা রা. নবীজীর পেছনে সাহাবীদের তাহাজ্জুদ পড়ার প্রেরণার নজিরবিহীন ঘটনা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন :

صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فى بعض حجره فراه ناس، فجاءوا فصلوا بصلاته من وراء الحجاب فلما كانت الليلة الثانية فعلوا مثل ذلك حتى فعلوا ثلاث ليال فلما كانت الليلة الرابعة لم يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه ذلك فلما أصبحوا قالوا : يا رسول الله، انتظرناك رجاء ان تخرج فقال : انى خشيت ان يكتب عليكم قيام الليل —

অর্থ : "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাতে তাঁর কোনো এক কামরায় তাহাজ্জুদ নামায পড়েন। কতিপয় সাহাবী নবীজীকে নামায পড়তে দেখে তারাও এসে পর্দার আড়াল হতে নামাযে শরীক হন। দ্বিতীয় রাতেও এমনটি ঘটে। তিন রাত পর্যন্ত এভাবে চলতে থাকে। চতুর্থ রাতে নবীজী ঐ নির্দিষ্ট স্থানে নামায পড়েন না। সকালে লোকজন বলে, হুজুর! রাতে আমরা আপনার অপেক্ষায় ছিলাম। আশা ছিল আপনি বাইরে তাশরীফ আনবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

انى خشيت ان يكتب عليكم قيام الليل —

অর্থ : "আমার আশঙ্কা হয় যে, তোমাদের উপর তাহাজ্জুদ যেন আবার ফরজ না করা হয়। অর্থাৎ আমার ভয় হয় যে, তোমরা যেভাবে আগ্রহ নিয়ে প্রতিদিন তাহাজ্জুদ পড়ছ, তাতে আল্লাহ এই নামায তোমাদের উপর ফরজ করে দিবেন। আর ফরজ হয়ে গেলে তোমরা সমস্যায় পড়বে। তাই আমি নামায পড়তে বাইরে আসিনি।"[৫২]

২৫১. নবীজীর রাতের আমল

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. নবীজীর রাতের আমল বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি পুরো ঘটনা নিজের ভাষায় প্রকাশ করেছেন। বাংলায় তা নিম্নরূপ–

---

৫২. বুখারী, মুসলিম।

"আমার পিতা যাকাতের উট দিয়ে আমাকে নবীজীর কাছে পাঠান। আমি নবীজীর কাছে গেলে ঘটনাক্রমে সে রাতটি ছিল হযরত মায়মুনা রা.-এর পালা। তিনি আমার খালা ছিলেন। এই সুবাদে আমি তার বাড়িতে রাত যাপন করার সুযোগ পাই।

নবীজী ইশার সময় মসজিদে গিয়ে নামায পড়েন। নামায পড়ে ঘরে এসে জামা খুলে হযরত মায়মুনা রা.-এর সঙ্গে একই বিছানায় শুয়ে পড়েন। আমিও জামা খুলে তা বিছিয়ে শুয়ে পড়ি। আমি মনে মনে বলি, নবীজীর রাতের আমল না দেখা পর্যন্ত ঘুমাব না।

নবীজী এক সময় ঘুমিয়ে যান। নাক ডাকার শব্দ আসে। খানিক রাত এভাবে পার হয়ে যায়। এরপর নবীজী ঘুম থেকে উঠে বাইরে যান এবং পেশাব করেন। মুখ বাঁধা এক মশকের কাছে গিয়ে তার মুখ খুলে তা হতে অল্প অল্প পানি নিয়ে ওজু করেন। আমার মনে চাইল, উঠে গিয়ে নবীজীর ওজুর পানি ঢেলে দিই। কিন্তু এই আশঙ্কায় উঠি না যে, হয়ত উঠে পড়লে তিনি আমার উপস্থিতিতে রাতের কোনো আমল বাদ দিবেন! এই ভেবে আমি শুয়েই থাকি। পরে নবীজী নামাযে দাঁড়িয়ে যান। আমিও উঠে পড়ি। নবীজী যা যা করেছেন তা করে নবীজীর বাম পাশে এসে দাঁড়াই। নবীজী হাত বাড়িয়ে আমাকে ডান পাশে এনে দাঁড় করান। সেদিন নবীজী ১৩ রাকাত নামায পড়েন (যার মধ্যে ১০ রাকাত তাহাজ্জুদ এবং ৩ রাকত বিতর ছিল)। এরপর হযরত বেলাল রা. এসে ফজরের আজান দিলে নবীজী দাঁড়িয়ে দুই রাকাত ফজরের সুন্নত আদায় করেন।"–বুখারী, মুসলিম

২৫২. সাদ বিন ইব্রাহীমের ইবাদত

সাদ বিন ইব্রাহীম হলেন মূল লেখক ইমাম আবু বকর ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ.-এর শায়েখ। তাঁর সম্পর্কে শোবা রহ. বলেন :

كان سعد بن ابراهيم يصوم الدهر و يختم كل ثلاث أو قال : كل يوم و ليلة

অর্থ : "সাদ বিন ইব্রাহীম সর্বদা রোযা রাখতেন। প্রতি তিন দিন অন্তর তিনি এক খতম কুরআন পড়তেন। কেউ কেউ বলেন, দিনে-রাতে তিনি এক খতম দিতেন।"

২৫৩. হযরত উসমান রা.-এর মা'মুল

যুবাইর বিন আব্দুল্লাহ বলেন, আমার দাদী আমাকে হযরত উসমান রা.-এর একটি মামুল সম্পর্কে অবহিত করেছেন। আমার দাদী বলেন :

ان عثمان بن عفان كان لا يوقظ احدا من اهله من الليل الا ان يجده يقظان فيدعوه فيناوله و ضوءه و كان يصوم الدهر —

অর্থ : "হযরত উসমান রা. রাতে তার পরিবারের কাউকে জাগাতেন না। তবে কেউ জেগে থাকলে তাকে ডেকে ওজু করিয়ে দিতেন। তিনি সারা বছর রোযা রাখতেন।"

২৫৪. মাগরিব ও ইশার মধ্যে ২০০ রাকাত নামায আদায়

আসেম আহওয়াল রহ. বলেন, আমার কাছে এই সংবাদ পৌছেছে যে–ان ابا عثمان كان يصلى بين المغرب والعشاء مأتى ركعة

অর্থ : "নিশ্চয় আবু উসমান মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে ২০০ রাকাত নফল নামায পড়তেন।"

বর্ণনাকারী বলেন, একদিন আমি আবু উসমানের কাছে এলাম। তিনি নামায পড়ছিলেন। আমি বসে গুণতে থাকলাম। এক সময় বললাম, আল্লাহর কসম! আমি তো লসের মধ্যে আছি! কেননা তিনি নামায পড়ছেন আর আমি বসে আছি। অতঃপর আমিও দাঁড়িয়ে গেলাম এবং তার সঙ্গে নামায পড়তে থাকলাম।

২৫৫. নামায পড়তে পড়তে বেহুঁশ হয়ে যাওয়া

মু'তামির বিন সুলাইমান তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা আবু উসমান সম্পর্কে বলেছেন :

انى لأحسب باب عثمان لا يصيب دنيا كان ليله قائما ونهاره صائما و إن كان يصلى حتى يغشى عليه —

অর্থ : "আমার মতে দুনিয়ার সঙ্গে আবু উসমানের কোনো সম্পর্ক ছিল না। তার রাত কাটত দাঁড়িয়ে আর দিন যেত রোযা রেখে। তিনি নামায পড়তে পড়তে বেহুঁশ হয়ে যেতেন।"

২৫৬. ইশার ওজু দ্বারা ফরজ পড়া

আব্দুর রায্যাক রহ. বলেন, আমি স্বীয় পিতাকে বলতে শুনেছি :

كان وهب ربما صلى الصبح بوضوء العشاء و كان يقول : ما أحدثت لرمضان شيئا قط ـ

অর্থ : "ওহাব বিন মুনাব্বেহ (যিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও বুযুর্গ ছিলেন) বেশির ভাগ সময় ইশার ওজু দ্বারা ফজরের নামায পড়তেন। তিনি নিজেই বলতেন : ما احدث لرمضان شيئا قط

আমি রমযানে কোনো নতুন আমল করি না।

অর্থাৎ রমযান ও গায়রে রমযানে সবসময় আমার মামুল একই থাকে।

ফায়েদা : ইবাদতের ক্ষেত্রে বড়দের রমযান-গায়রে রমযান সমান ছিল। তারা রমাযানেও যেমন বেশি ইবাদত করতেন, তেমনি গায়রে রমযানেও বেশি বেশি ইবাদত করতেন। এমন হত না যে, রমযানে বেশি ইবাদত করতেন আর অন্য সময়ে কম করতেন; বরং সবসময় সমান তথা বেশি ইবাদত করতেন।

২৫৭. রাতভর এক রাকাতও শেষ না হওয়া

আমর বিন উতবা সম্পর্কে তার পরিবারের কোনো এক মহিলা বর্ণনা করেন যে, আমর বিন উতবা মসজিদে নফল নামায পড়তেন না। এক রাতে তিনি মসজিদে ইশার নামায পড়ে ঘরে আসেন এবং তাহাজ্জুদ নামাযে লিপ্ত হয়ে যান। যখন তেলাওয়াত করতে করতে এই আয়াতে পৌছান :

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ.

অর্থ : "(হে রাসূল!) তাদেরকে সতর্ক করে দাও আসন্ন দিনের বিষাদ সম্পর্কে, যখন বেদম কষ্টে মানুষের কলিজা মুখে এসে যাবে।"[৫৩]

তখন কাঁদতে থাকেন। কাঁদতে কাঁদতে বেহুঁশ হয়ে পড়ে যান। আল্লাহ পাক যতক্ষণ চান ঐ অবস্থায় থাকেন। পরে কিছুটা হুঁশ ফিরে এলে আবার দাঁড়িয়ে ঐ আয়াত বারবার পড়তে থাকেন। আবার কাঁদতে কাঁদতে মূর্ছা যান। এভাবে চলে সকাল পর্যন্ত। এতে করে না কোনো নামায পুরো হয়,

---

৫৩. সূরা মু'মিন : ১৮।

না এক রাকাতও শেষ হয় অর্থাৎ পুরো রাত নামায পড়েও এক রাকাত শেষ হয় না।

২৫৮. জুমুআর দিন পুরো রাত তাহাজ্জুদ পড়া

হিশাম বিন যিয়াদ তার ভাই আলা বিন যিয়াদের আখেরাতের ভয় ও রাতের ইবাদত সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন–

"আলা বিন যিয়াদ একজন সদা হাস্যোজ্জ্বল লোক ছিলেন। প্রতি জুমুআর রাতে তিনি রাতভর তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন। এক রাতে অলসতাবশত ঘুমিয়ে যান এবং তার কন্যাকে বলে রাখেন, এতটা বাজলে আমাকে ডেকে দিও। মেয়ে বলে, ঠিক আছে। এক ব্যক্তি স্বপ্নে তার কাছে আসে এবং তার কপালের চুল ধরে বলে :

يا ابن زياد! قم فاذكر الله يذكرك

অর্থ : "হে ইবনে যিয়াদ! ওঠ। আল্লাহকে স্মরণ কর, তাহলে আল্লাহও তোমাকে স্মরণ করবেন।"

বর্ণনাকারী বলেন, সেদিন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার সেই চুলগুলো খাড়াই থাকে।

২৫৯. প্রতিদিন ৪০০ রাকাত নামায আদায়

সিয়ার বিন হাতেম রহ. বলেন, যিয়ামের প্রতিদিনের মামুল ছিল ৪০০ রাকাত নামায পড়া। আমি বেশির ভাগ তার কাছে গেলে তার বাঁদী বলত : هو في طحينه لم يفرغ منه بعد

অর্থ : "তিনি নিজের যাতা পেষণের কাজে লিপ্ত আছেন; এখনও ফারেগ হননি।"

২৬০. ২৪ ঘণ্টা নামায পড়া

সিয়ার বলেন, আমি যিয়ামকে দেখেছি, তিনি রাত-দিন ২৪ ঘণ্টা নামাযে কাটাতেন। এমনকি একবার তিনি রুকুতে গিয়ে সেজদায় যাওয়ার শক্তি হারিয়ে ফেলেন। আমি দেখলাম, তিনি মাথা আকাশ পানে তুলেন এবং বলেন, 'আমার চোখের শীতলতা'। এরপর সেজদায় ঢলে পড়েন। সেজদা অবস্থায় তিনি বলেন : الهي كيف عرفت قلوب الخليقة عنك؟

অর্থ : "হে আমার মাওলা! তোমার মাখলুকের দৃষ্টি কীভাবে তোমার থেকে দূরে থাকে?"

কোনো দিন ক্লান্তি বা অলসতা সৃষ্টি হলে, তার প্রতিকার এভাবে করতেন যে, তা দূর করতে গোসল করতেন। অতঃপর একটি নির্জন কামরায় গিয়ে তার দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিতেন এবং বলতেন :

الٰهی الیك جئتُ ؟

অর্থ : "হে আমার মাওলা! আমি তোমার কাছে এসে গেছি।"

এরপর তিনি আবার পূর্ণভাবে ইবাদত-বন্দেগী করা শুরু করতেন।"

২৬১. নবীজীর তিন ঘোষণা

প্রখ্যাত তাবেয়ী তাউস রহ. তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

اَلَاَ! رجل يقوم من الليل بعشر ايات فيصبح و قد كتب الله له بها مأة حسنة —

অর্থ : (১) শোন, যে ব্যক্তি রাতে দশ আয়াত পরিমাণ দাঁড়াবে অর্থাৎ নামায পড়বে, সে এভাবে সকাল করবে যে, আল্লাহ তার জন্য তার আমলের বদলে একশ নেকী লিখে দিয়েছেন।

الا رجل صالح يوقظ امرأته من الليل فان قامت والا نضح فى وجهها الماء فقاما لله ساعة —

অর্থ : (২) শোন, নেককার ব্যক্তি যে রাতে নিজের স্ত্রীকে তাহাজ্জুদের জন্য জাগায়, সে উঠে গেলে তো ভাল নতুবা তার চেহারায় পানি ছিটিয়ে দেয়। এরপর উভয়ে আল্লাহর ইবাদতের জন্য দাঁড়িয়ে যায়।

اَلَاَ امرأة صالحة توقظ زوجها من الليل فان قام والا نضحت فى وجهه الماء ثم قاما لله ساعة من الليل —

অর্থ : (৩) শোন, নেককার স্ত্রী নিজের স্বামীকে রাতে ঘুম থেকে জাগায়। সে উঠে পড়লে তো ভাল, নতুবা সে তার চোখে-মুখে পানি ছিটিয়ে দেয় অতঃপর উভয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নামাযে দাঁড়িয়ে যায়।

২৬২. ইমাম তাউসের তাহাজ্জুদ

দাউদ বিন ইব্রাহীম বলেন, একবার হজ্জের উদ্দেশে চলা এক কাফেলার রাস্তায় বাঘ এসে পড়ে এবং কাফেলার যাত্রায় বাধ সাধে। মানুষ বাঘের ভয়ে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। শেষ রাতে বাঘ চলে গেলে মানুষ স্বস্তি পায় এবং তারা প্রশান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু ইমাম তাউস রহ. নামায পড়তেই থাকেন। তার পুত্র তাকে বলে : ألاَ! تنام قد نصبت الليلَ ؟

অর্থ : "আপনার সারা রাত ক্লান্তিতে কেটেছে, একটু ঘুমাবেন না?"

জবাবে ইমাম তাউস রহ. বলেন : و من ينام السحر؟

অর্থ : "ভোর রাত্রে ঘুমায় কে?" অর্থাৎ এটা ইবাদতের মোক্ষম সময়, এ সময়ে ঘুমানো উচিত নয়।

২৬৩. উম্মতের জন্য নবীজীর সুপারিশ

হযরত আবু যর গিফারী রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি যে, তিনি সকাল পর্যন্ত নামাযে একই আয়াত বারবার পড়তে থাকেন। রুকু-সেজদাতে গিয়েও আয়াতটি পড়েন। আয়াতটি হলো :

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

অর্থ : যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন তবে তারা তো আপনারই বান্দা আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে নিশ্চয়ই আপনার ক্ষমতাও পরিপূর্ণ এবং হিকমতও পরিপূর্ণ।[৫৪]

হযরত আবু যর রা. বলেন, আমি বললাম :

يا رسول الله ما زلت تردد هذه الاية حتى اصبح ؟

অর্থ : "হে আল্লাহর রাসূল! ব্যাপার কী যে, আপনি সকাল পর্যন্ত এই এক আয়াত বারবার পড়তে থাকেন?"

জবাবে নবীজী বলেন :

انى سألت ربى الشفاعة لامتى فاعطانيها وهى نائلة من لا يشرك بالله شيئا ــ

---

৫৪. সূরা মায়িদা : ১১৮।

অর্থ : "আমি আমার প্রভুর কাছে স্বীয় উম্মতের জন্য সুপারিশের অধিকার প্রার্থনা করেছি। তিনি আমাকে তা প্রদান করেছেন। এই শাফায়াত প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি লাভ করবে, যে আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না।"

২৬৪. হযরত উমর রা.-এর বাণী

হিশাম বিন উরওয়া বলেন, হযরত উমর রা. একটি তাত্ত্বিক কথা বলেছেন। তিনি প্রায় বলতেন :

اذا رأيتم الرجل يضيع الصلوة فهو والله لغيرها من حق الله أشد تضييعا —

অর্থ : "যখন তোমরা কাউকে দেখ যে, সে নামায বিনষ্ট করছে অর্থাৎ নামায পড়ছে না, তাহলে আল্লাহর কসম! সে আল্লাহর হক থেকে অন্যদের হক অধিক বিনষ্টকারী হবে।"

২৬৫. নামাযে উদাসীনতার পরিণতি

বুদাইল বিন মায়সালা বলেন :

ان الرجل اذا صلى الصلوة لا يتم ركوعها ولا سجودها تلف كما يلف الرداء ثم يضرب بها وجهه —

অর্থ : "যে ব্যক্তি নামায পড়ে কিন্তু রুকু-সেজদা ঠিকমত করে না তার নামাযকে চাদরের মত গুটানো হয় অতঃপর তা নামাযীর মুখে ছুঁড়ে মারা হয় অর্থাৎ এমন নামায কবুল হয় না।"

২৬৬. নামায দাঁড়িপাল্লা স্বরূপ

সালেম বিন যা'দ বলেন, হযরত সালমান ফারসী রা. বলতেন :

الصلوة مكيال فمن أوفى أوفى له، ومن طفف فقد علمتم ما قال الله في المطففين —

অর্থ : "নামায দাঁড়িপাল্লা স্বরূপ। যে ব্যক্তি তা পূর্ণ করবে, আল্লাহ তাকে পূর্ণ সওয়াব প্রদান করবেন। আর যে ব্যক্তি নামাযে কমতি রাখবে, তাহলে তোমরা জান যে, আল্লাহ তা'আলা মাপে কমকারীদের সম্বন্ধে কী বলেছেন।"

ফায়েদা : মাপে কম দেওয়া সম্পর্কে আল্লাহ পাক একটি সূরা নাযিল করেছেন। সে সূরার নাম : সূরা মুতাফফিফীন। এ সূরার প্রথম দিকে আল্লাহ এক শ্রেণীর লোকের বর্ণনা দিয়েছেন, যারা অন্যের থেকে নিজের প্রাপ্য উসূল করার ব্যাপারে বড়ই তৎপর থাকে, একটুও সময় দেয় না এবং মাপেও কোনো ছাড় দেয় না; পূর্ণমাত্রায় মেপে নেয়। কিন্তু অন্যের হক দেওয়ার বেলায় গড়িমসি করে এবং মাপেও হেরফের করে। আল্লাহ পাক এমন লোকদেরকে সতর্কবাণী শুনিয়েছেন। এ সতর্কবাণী কেবল মাপের সাথেই সম্পৃক্ত নয়; বরং যে কোনো হকই এর আওতাভুক্ত। মাপে কম দেয়া সম্পর্কিত আয়াতগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ۔

অর্থ : (১) বহু দুঃখ আছে তাদের, যারা মাপে কম দেয়।

অর্থ : (২) اَلَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ۔

যারা মানুষের নিকট থেকে যখন মেপে নেয়, পূর্ণমাত্রায় নেয়।

অর্থ : (৩) وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ۔ আর যখন অন্যকে মেপে বা ওজন করে দেয় তখন কমিয়ে দেয়।[৫৫]

২৬৭. নামাযে মাজা সোজা রাখা

হযরত আবু মাসউদ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

لا تقبل صلوة لا يقيم الرجل فيها صلبه فى الركوع و السجود —

অর্থ : যে ব্যক্তি রুকু-সেজদায় মাজা (কোমর) সোজা রাখে না তার নামায কবুল হয় না।[৫৬]

২৬৮. কোমর সোজা না রাখার পরিণাম

হযরত যায়েদ বিন ওয়াহাব রহ. বলেন, হযরত হুজায়ফা রা. এক ব্যক্তিকে রুকু-সেজদায় কোমর সোজা না করতে দেখে তাকে বলেন :

لو مت لمت على غير الفطرة —

---

৫৫. সূরা মুতাফফিফীন : ১-৩।
৫৬. আবু দাউদ।

অর্থ : তুমি যদি (এ অবস্থায়) মারা যাও, তবে ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুর উপর মরবে।

২৬৯. হাসান বসরী রহ.-এর বিস্ময়

হাসান বিন নাজীহ রকাশী রহ. বলেন, আমি হযরত হাসান বসরী রহ.-কে বলতে শুনেছি :

يا ابن آدم! ما ذا يعز عليك من امر دينك إذا هانت عليك صلاتك؟

অর্থ : "হে মানুষ! যদি তোমার কাছে নামাযের গুরুত্ব না থাকে তাহলে দীনের আর কোন বিষয়কে তুমি গুরুত্ব দিবে?"

২৭০. আজব সেজদা

ইয়াহইয়া বিন ওছাব রহ. হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রা.-এর আজব সেজদার হালাত বয়ান করেছেন। তিনি বলেন :

كان عبد الله بن الزبير يسجد حتى تجيء العصافير فتقع على ظهره ما تحسب إلا أنه جذم حائط —

অর্থ : "হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রা. যখন সেজদা করতেন (তখন তা এত লম্বা ও গভীর হত যে,) পাখী এসে তার পিঠকে দেওয়ালের অংশ মনে করে তার পিঠে বসে যেত।"

২৭১. জাহান্নামের ভয়

উবায়দুল্লাহ বিন ছাওর আতিকী রহ. তার এক ছাত্রের সূত্রে বর্ণনা করেন :

ان مالك بن دينار قام فى الليل يصلى فأخذ بلحيته فقال : ارحم شيبتى من النار فلم يزل فى هذا حتى طلع عمود الفجر —

অর্থ : "হযরত মালেক বিন দীনার রহ. এক রাতে দাঁড়িয়ে নামায শুরু করেন। অতঃপর তিনি নিজের দাড়ি ধরে বলেন : ارحم شيبتى من النار

অর্থ : "হে আল্লাহ! আমাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে আমার বার্ধক্যের উপর রহম করুন।

(বর্ণনাকারী বলেন,) ভোরের উজ্জ্বলতা উদয় হওয়া পর্যন্ত তিনি এভাবে বলতে থাকেন।"

২৭২. তাহাজ্জুদ ও ইবাদতে বাড়াবাড়ি না করা

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত আছে, একদা নবীজী বাঁধা একটি রশি দেখে জিজ্ঞাসা করেন : ما هذا؟ এটা কী?

জবাবে লোকেরা জানায় : لفلانة تصلى من الليل فاذا غلبت تعلقت

অর্থ : "অমুক মহিলার রশি। তিনি রাতে নামায পড়েন। যখন ঘুম আসে তখন তাতে ঝুলে পড়েন (যাতে ঘুম ভেঙে যায়)।

নবীজী রশি বাঁধার কারণ জেনে বলেন :

فلتصل ما عقلت فاذا غلبت فلتنم —

অর্থ : "মহিলার উচিত হলো, রশিটি খুলে ফেলা, যা সে বেঁধে রেখেছে। বেশি ঘুম এলে ঘুম পাড়াই উচিত। (কেননা নফস এবং শরীরেরও হক রয়েছে।)"

ফায়েদা : এই ভদ্র মহিলা ছিলেন হযরত যয়নব রা.। মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানো হয় যে, এটা হযরত যয়নব রা.-এর রশি, যা দুই পিলারের মাঝে বেঁধে রাখা ছিল। যখন তিনি নামায পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে যেতেন এবং তার ঘুম পেত, তখন তিনি ঐ রশি ধরে ঝুলতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রশির কাহিনী জেনে বলেন :

حلوه ليصل احدكم نشاطه فاذا كسل او فتر قعد وفى حديث زهير : فليقعد

অর্থ : "তা খুলে ফেল। তোমাদের যে কেউ নফল পড়ে, সে যেন উদ্যমতা ও প্রফুল্লতার সাথে পড়ে। যখন ক্লান্ত হয়ে যায় তখন বসে পড়বে অর্থাৎ তখন আর নামায পড়বে না; বরং আরাম করে নিবে।"[৫৭]

২৭৩. নবীজীর তাহাজ্জুদের আমল

সাদ বিন হিশাম আনসারী রহ. বলেন, আমি হযরত আয়েশা রা.-এর কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাহাজ্জুদের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান :

---

৫৭. মুসলিম, ১ : ২৬৬।

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى العشاء الاخرة تجوز بركعتين فينام فيضع عند رأسه سواكه و طهوره فيقوم فيتسوك و يتوضأ ثم يتجوز ركعتين ثم يقوم فيصلى ثمان ركعتان، يسوى بينهن فى القراءة، و يوتر بالتاسعة، يصلى ركعتين وهو جالس فلما اسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم جعل تلك الثمان ست ركعات، ويوتر بالسابعة، ويصلى ركعتين وهو جالس يقرأ فيها بقل يا ايها الكافرون واذا زلزلت —

অর্থ : "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার নামায শেষে দুই রাকাত নফল পড়তেন। এরপর ঘুম পড়তেন। মিসওয়াক এবং ওজুর পানি শিয়রে রাখতেন। রাতে উঠে মেসওয়াক, ওজু ইত্যাদি করে সংক্ষিপ্তভাবে দুই রাকাত নামায পড়তেন। পরে আট রাকাত পড়তেন। এর মধ্যে কেরাতের মাত্রা সমান হত। নবম রাকাতকে বেজোড় বানাতেন। এরপর দুই রাকাত বসে পড়তেন।

যখন নবীজীর বয়স বেশি হয় এবং তাঁর শরীর ভারী হয়ে যায় তখন তিনি আট রাকাতের পরিবর্তে ছয় রাকাত পড়েন এবং সপ্তম রাকাত বেজোড় পড়তেন। এরপর দুই রাকাত বসে পড়তেন। এ নামাযে সবসময় সূরা যিলযাল এবং সূরা কাফিরুন পড়তেন।" –তহাবী

২৭৪. রমযানের তাহাজ্জুদ নামায

আবু সালমা বিন আব্দুর রহমান হযরত আয়েশা রা.-কে রমযান মাসে নবীজীর তাহাজ্জুদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে হযরত আয়েশা রা. বলেন :

ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد فى رمضان ولا فى غيره على احدى عشرة ركعة يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن و طولهن، ثم يصلى اربعا فلا تسأل عن حسنهن و طولهن ثم يصلى ثلاثا —

অর্থ : "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান এবং গায়রে রমযানে ১১ রাকাতের বেশি পড়তেন না। তিনি প্রথমে চার রাকাত পড়তেন। এ নামাযের অবস্থা ও দীর্ঘতা তুমি জানতে চেয়ো না। এরপর

আবার চার রাকাত পড়তেন। তুমি এর অবস্থা ও দীর্ঘতা জানতে চেয়ো না। এরপর তিন রাকাত (বিতর) পড়তেন।"

হযরত আয়েশা রা. বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম :

يا رسول الله! تنام قبل ان توتر؟

অর্থ : "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বিতর না পড়েই শুয়ে পড়লেন?"

জবাবে নবীজী বলেন : يا عائشة! ان عيني تنامان ولا ينام قلبي

অর্থ : "হে আয়েশা! আমার চক্ষুদ্বয় ঘুমায় কিন্তু অন্তর ঘুমায় না।"

২৭৫. পরিবারকে তাহাজ্জুদের জন্য ডেকে দেয়া

হযরত যায়েদ বিন আসলাম তাঁর পিতার সূত্রে হযরত উমর রা.-এর রাতের আমল সম্পর্কে বর্ণনা করেন :

ان عمر كان يصلى من الليل ماشاء الله حتى إذا كان من اخر الليل أيقظ اهله و يقول : الصلوة و يتلو هذه الاية "وأمر اهلك بالصلوة ..." —

অর্থ : হযরত উমর রা. রাতে আল্লাহর তাওফিক অনুযায়ী নামায পড়তেন। শেষ রাতে এসে তার পরিবারকে জাগিয়ে দিতেন এবং বলতেন, নামায পড়, নামায পড়। অতঃপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করতেন–

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى.

এবং নিজ পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ কর এবং নিজেও তাতে অবিচলিত থাক। আমি তোমার কাছে রিযিক চাই না। রিযিক তো আমিই দিব। আর শুভ পরিণাম তো তাকওয়ারই।[৫৮]

৫৮. সূরা তোয়াহা : ১৩২।

২৭৬. ফেরেশতা ও শয়তানের ঝগড়া

আব্দুল্লাহ বলেন, যদি কোনো লোকের রাতে নির্দিষ্ট সময়ে উঠার মামুল থাকে কিন্তু কোনো দিন ঘুম বেশি হওয়ায় ঐ নির্দিষ্ট সময়ে উঠতে না পারে, তখন তার কাছে এক ফেরেশতা এসে বলে :

قم فاذكر ربك وصل ما قدر لك —

অর্থ : "উঠ উঠ, তোমার প্রভুর কথা স্মরণ কর এবং তোমার ভাগে যে পরিমাণ নামায লেখা আছে তা পড়।"

শয়তান ফেরেশতার এই আহ্বানকে উড়িয়ে দিয়ে বলে :

فان عليك ليلا، هل تسمع صوتا؟

অর্থ : "ঘুমাও, এখনও ঢের রাত আছে। তুমি কোনো আওয়াজ শুনছ? অর্থাৎ সকলে ঘুমিয়ে আছে, কেউ উঠেনি; অতএব তুমিও ঘুমিয়ে থাক।"

এরপর ফেরেশতা ও শয়তান ঝগড়া করতে থাকে। ফেরেশতা বলে, তুমি কল্যাণ প্রকাশকারী হও। শয়তান বলে, মন্দ প্রকাশকারী হও। এরপর যদি লোকটি ঘুম থেকে উঠে নামায পড়ে, তাহলে সে কল্যাণপ্রাপ্ত হয়। আর যদি সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকে, তাহলে শয়তান তার কাছে এসে তার গায়ে হাত বুলায় এরপর তার কানে পেশাব করে দেয় (যাতে ফেরেশতার আওয়াজ তার কানে না পৌছে)। এভাবে ঘুমিয়ে এক সময় সে সকালের আলো দেখে এবং পেরেশান ও ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ঘুম থেকে ওঠে।

২৭৭. রমযানের শেষ দশকে পরিবারদের জাগানো

হযরত আলী রা. বলেন :

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله فى العشر الاواخر من رمضان —

অর্থ : "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশকে (রাতে তাহাজ্জুদ পড়তে) তার পরিবারবর্গকে (ঘুম থেকে) জাগিয়ে দিতেন।"

২৭৮. তাহাজ্জুদের ভূমিকা নামায

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

اذا قام احدكم يصلى من الليل فليصل ركعتين خفيفتين يفتح بهما صلاته

অর্থ : "তোমাদের কেউ রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়তে চাইলে প্রথমে সংক্ষিপ্তভাবে দুই রাকাত নামায পড়বে এরপর তাহাজ্জুদ শুরু করবে।"

২৭৯. নামায মু'মিনের নূর

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

অর্থ : الصلوة نور المؤمن "নামায মু'মিনের নূর।"

২৮০. নামায গুনাহ নাশক

হযরত কা'ব আহবার রহ. বলেন :

ان العبد لتحط عنه الخطايا مادام ساجدا —

অর্থ : "বান্দা যতক্ষণ সেজদারত (নামাযরত) থাকে তার গুনাহ দূর হতে থাকে।"

২৮১. মুত্তাকীদের প্রিয় বস্তু

হযরত আদী বিন সাবেত বলেন : كان يقال : قربان المتقين الصلوة

অর্থ : "বলা হয়, নামায মুত্তাকীদের প্রিয় বস্তু।"

২৮২. দুনিয়াদার থেকে ফিরে এসে কুরআন তেলাওয়াত

হিশাম বিন উরওয়া তার পিতার ঘটনা বর্ণনা করেন যে, তার পিতা কোনো দুনিয়াদারের কাছে গিয়ে যখন তার দুনিয়াবী সামগ্রী দেখতেন, তখন বাড়ি ফিরে এসে এই আয়াত তেলাওয়াত করতেন :

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّأَبْقَى . وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى .

অর্থ : "তুমি পার্থিব জীবনের ওই চাকচিক্যের দিকে চোখ তুলে তাকিও না, যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে মজা লোটার জন্য দিয়ে রেখেছি, তা দ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। বস্তুত তোমার রবের রিযিক সর্বাপেক্ষা উত্তম ও সর্বাধিক স্থায়ী। নিজ পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ কর এবং নিজেও তাতে অবিচল থাক। আমি তোমার কাছে রিযিক চাই না। রিযিক তো আমিই দেব। আর শুভ পরিণাম তো তাকওয়ারই।"[৫৯]

২৮৩. তাহাজ্জুদগুজাররা জান্নাতের প্রহরী

আবু খুযাইমা বলেন, আমি মিসরে ছিলাম। একদিন স্বপ্নে দেখি যে, এক লোক এসে আমাকে বলছে :

قم فصل ثم قال : اما علمت ان مفاتيح الجنة مع اصحاب الليل هم خزانها هم خزانها هم خزانها —

অর্থ : "উঠুন, নামায পড়ুন। আপনি কি জানেন না যে, জান্নাতের চাবি রয়েছে তাহাজ্জুদগুজারদের সাথে? তারা জান্নাতের প্রহরী। তারা জান্নাতের প্রহরী। তারা জান্নাতের প্রহরী।"

২৮৪. অধিক নিদ্রাগামী ফকীর হবে

হযরত যাবের বিন আব্দুল্লাহ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

قالت ام سليمان لسليمان : يا بنى لا تكثر النوم، فان كثرة النوم بالليل تدع الرجل فقيرا يوم القيامة —

অর্থ : "সুলাইমান আ.-এর মাতা তাকে বলেন, বাবা! রাতে বেশি ঘুমাবে না। কেননা রাতে বেশি ঘুমালে তা মানুষকে কেয়ামতের দিন ফকীর ও নিঃস্ব (সওয়াব শূন্য) বানিয়ে দিবে।"

২৮৫. বাপ-বেটার রাত জাগরণ

আবু সাঈদ বলেন, হযরত দাউদ আ. এবং হযরত সুলাইমান আ. কখনো একই সময়ে রাতে ঘুমাতেন না। একজন ঘুমাতেন আর অপরজন

---

৫৯. সূরা তোয়াহা : ১৩১, ১৩২।

ইবাদত করতেন। হযরত দাউদ আ. হযরত সুলাইমান আ.-কে বলেছিলেন :

اما انت تكفيني اول الليل و اكفيك اخره واما ان تكفيني اخره واكفيك اوله —

অর্থ : "হয়ত তুমি প্রথম রাতে আমার জন্য যথেষ্ট হবে আর শেষ রাতে আমি তোমার জন্য যথেষ্ট হব অথবা তুমি শেষ রাতে আমার জন্য যথেষ্ট হবে আর আমি প্রথম রাতে তোমার জন্য যথেষ্ট হব (ইবাদত ও রাত জাগরণের ক্ষেত্রে)।"

বর্ণনাকারী বলেন, সুতরাং তাদের মধ্যে একজন নামাযে দাঁড়াতেন। তিনি অবসর নিলে অন্যজন দাঁড়াতেন।

২৮৬. বেশি না খাওয়ার আহ্বান

আউন বলেন, বনী ইসরাঈলদের একজন নেগরান (তত্ত্বাবধানকারী) ছিলেন। তিনি তাদের কার্যাবলী তত্ত্বাবধান করতেন। সেই নেগরান তাদেরকে এভাবে বলতেন :

لا تأكلوا كثيرا ان اكلتم كثيرا نمتم كثيرا وإن نمتم كثيرا صليتم قليلا —

অর্থ : "তোমরা বেশি খাবে না। কেননা যদি বেশি খাও তাহলে তোমাদের ঘুম বেড়ে যাবে। আর ঘুম বেড়ে গেলে তোমাদের নামায কমে যাবে।"

২৮৭. তিন চোখের জন্য জাহান্নাম হারাম

ইমাম আওযায়ী রহ. বলেন, আমি সাবেত বিন মা'বাদ রহ.-কে বলতে শুনেছি, তিন চোখ কখনো জাহান্নামে যাবে না। যথা–

عين حرست فى سبيل الله —

অর্থ : যে চোখ আল্লাহর রাস্তায় পাহারাদারি করেছে।

عين بكت من خشية الله —

অর্থ : যে চোখ আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করেছে।

عين سهرت بكتاب الله —

অর্থ : যে চোখ আল্লাহর কিতাব পড়ে রাত জাগরণ করেছে।

২৮৮. মাগরিব থেকে ইশা পর্যন্ত নফল নামায

হযরত হুজায়ফা রা. নবীজীর রাতের নামায প্রসঙ্গে বলেন :

اتيت النبى صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فلما صلى فلم يزل يصلى حتى صلى العشاء ثم خرج فتبعته فقال : من هذا؟ قلت حذيفة، قال : اللهم اغفر لحذيفة ولأمه ـــ

অর্থ : "আমি একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এলাম এবং তাঁর সঙ্গে মাগরিবের নামায পড়লাম। তিনি মাগরিব নামায শেষে নফল পড়া শুরু করেন। ইশার নামায পর্যন্ত লাগাতার পড়তেই থাকেন। অতঃপর ইশার নামায পড়ে নবীজী বের হলে আমি তাঁর পিছু নিই। তিনি বলেন, কে? আমি বললাম, হুজায়ফা। তখন নবীজী বলেন : اللهم اغفر لحذيفة ولأمه

অর্থ : "হে আল্লাহ! হুজায়ফা ও তার কওমকে মাফ করে দিন।"

২৮৯. এক রাকাতে পাঁচ সূরা পাঠ

হযরত হুজায়ফা রা.-এর আযাদকৃত গোলাম সাঈদ হযরত হুজায়ফা রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন :

ان النبى صلى الله عليه وسلم صلى فاستفتح سورة البقرة حتى ختمها وقال : اللهم ربنا لك الحمد نحوا من ست مرار او سبع مرات ثم آل عمران هكذا ثم آل عمران هكذا ثم النساء ثم المائدة ثم الانعام ثم ركع فقال فى ركوعه : سبحان ربى العظيم وفى سجوده : سبحان ربى الاعلى ـــ

অর্থ : "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাহাজ্জুদ) নামাযে সূরা বাকারা পড়ে ৬/৭ বার ربنا لك الحمد বলেন। এরপর সূরা আলে ইমরান তারপর সূরা নিসা তারপর সূরা মায়েদা এরপর সূরা আনআম শেষ করে রুকুতে যান। রুকুতে বলেন– سبحان ربى العظيم আর সেজদায় বলেন– سبحان ربى الاعلى"

২৯০. নবীজীর কুরআন তেলাওয়াতের তরিকা

হযরত হুজায়ফা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রাতে নবীজীর সঙ্গে নামায পড়েন। নবীজী রুকুতে বলেন : سبحان ربی العظیم আর সেজদায় বলেন : سبحان ربی الاعلی কুরআন তেলাওয়াত করতে করতে রহমতের আয়াত এলে কিছুক্ষণ থেমে দোয়া করতেন আর আজাবের আয়াত এলে পানাহ চাইতেন। –মুসলিম

২৯১. রাতে কুরআন তেলাওয়াতের বিভিন্ন ফযিলত

হযরত উম্মুদ দারদা রা. হযরত আবুদ দারদা রা.-এর সূত্রে কুরআন তেলাওয়াতের বিভিন্ন ফযিলত বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন :

من قرأ عشر ايات فى ليلة لم يكتب من الغافلين —

অর্থ : (১) যে ব্যক্তি রাতে দশটি আয়াত তেলাওয়াত করবে তার নাম গাফেলদের তালিকায় লেখা হবে না।

ومن قرأ خمسين اية كتب من الذاكرين —

অর্থ : (২) যে ব্যক্তি পঞ্চাশ আয়াত পড়বে তাকে জাকেরীনদের মধ্যে লেখা হবে। و من قرأ مائة اية كتب من القانتين

অর্থ : (৩) যে ব্যক্তি একশ আয়াত পড়বে, আবেদদের মধ্যে তার নাম লেখা হবে।— ومن قرأ الف اية كتب له قنطار

অর্থ : (৪) আর যে ব্যক্তি এক হাজার আয়াত পড়বে তার জন্য এক হাজার দীনার সদকার সওয়াব লেখা হবে।

২৯২. শেষ রাতের তিন ঘোষণা

আবুল হাজ্জাজ মুজাহিদ রহ. বলেন, শেষ রাতে পাখীরা যখন আল্লাহর হামদ-ছানায় মশগুল হয়ে যায়, তখন আসমান থেকে এক ঘোষক তিনটি ঘোষণা দেয়। যথা—هل من سائل يعطى

অর্থ : (১) কেউ চাওয়ার আছে? তাকে দেওয়া হবে।

ومن داع يستجاب له

অর্থ : (২) কেউ ডাকার আছে? তার ডাকে সাড়া দেয়া হবে।

ومن مستغفر يغفرله

অর্থ : (৩) কেউ ক্ষমা চাওয়ার আছে? তাকে ক্ষমা করা হবে।

২৯৩. জোহর পর্যন্ত তাহাজ্জুদের কথা

আবু সালামা বিন আব্দুর রহমান বলেন :

كانوا يعدون الهجر جوف الليل، فمن فاته شيء من صلاة الليل فادركه بالهجير ما بينه و بين الظهر فقد ادرك —

অর্থ : "তাহাজ্জুদগুজারগণ সকাল থেকে জোহর পর্যন্ত সময়কেও 'মধ্যরাত' গণ্য করতেন। সুতরাং যদি কারো রাতে তাহাজ্জুদ ছুটে যেত আর সে জোহরের পূর্বে তা আদায় করতে পারত, তাহলে তাকে তাহাজ্জুদ আদায়কারী হিসেবে গণ্য করতেন।"

ফায়েদা : উদ্দেশ্য হলো একথা বলা যে, মামুল কাযা করা উচিত। নির্দিষ্ট সময়ে ছুটে গেলে পরে তা আদায় করা চাই। একেবারে বাদ যাওয়া ভাল নয়। পূর্ববর্তী বুযুর্গদের আমল ছিল, রাতে কারো তাহাজ্জুদ ছুটে গেলে তিনি তা জোহরের পূর্বে আদায় করে নিতেন।

২৯৪. হাম্মাম বিন মুনাব্বেহের দোয়া

হাসীন বিন আব্দুর রহমান বলেন, হাম্মাম রহ. সেজদায় গিয়ে এভাবে দোয়া করতেন : اشفنى من النوم باليسير واجعل سهرى فـى طاعتك

অর্থ : "হে আল্লাহ! আমাকে রাতের ঘুম থেকে বিরত রাখুন। আমাকে তাওফিক দিন যেন আমি জাগ্রতাবস্থায় আপনার আনুগত্য করতে পারি।"

বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বসে পড়ে একটু ঝিমুতেন মাত্র; এ ছাড়া আর ঘুমাতেন না।

২৯৫. এক আয়াতেই সকাল

ওকা বিন ইয়াস বলেন, আমি সাঈদ বিন যুবাইরকে সকাল পর্যন্ত একটি আয়াত বারবার পড়তে শুনেছি। আয়াতটি হলো :

فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِيْ أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُوْنَ فِي الْحَمِيْمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُوْنَ.

অর্থ : "সুতরাং তারা অচিরেই জানতে পারবে। যখন তাদের গলায় থাকবে বেড়ি ও শিকল, তাদেরকে গরম পানিতে হেঁচড়ানো হবে, তারপর আগুনে দগ্ধ করা হবে।" –সূরা মু'মিন ৭০-৭২

২৯৬. রাত ছোট হওয়ার অভিযোগ

লায়ছ বলেন, বিলাল আবসী রমযান মাসে তাহাজ্জুদে এক চতুর্থাংশ কুরআন পড়তেন। অতঃপর নামায শেষে আমাদের দিকে ফিরলে মানুষ বলত : لقد خففت بنا الليلة —

অর্থ : "রাত কাটানো আমাদের জন্য সহজ করে দেয়া হয়েছে।"

২৯৭. আল্লাহর জিজ্ঞাসা

ইবনে জুরাইজ আতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমার নিকট এই খবর পৌঁছেছে যে, বান্দা যখন নামাযের মধ্যে অন্যমনস্ক হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

ابن ادم! إلـــى من تلتفت؟ أنا خير لك مما تلتفت إليه —

অর্থ : "ইবনে আদম! কোন দিকে মন দিচ্ছ? মনে রেখ, যে দিকে মন দিচ্ছ আমি তার থেকে তোমার জন্য ভাল।"

২৯৮. খুশু কাকে বলে?

হযরত আতা রহ.-এর কাছে নামাযে খুশু ও বিনয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : الخشوع خفض الجناح و قنوت الطاعة

অর্থ : "মনোযোগ সহকারে নামায পড়াকে 'খুশু' বলে। আর বিনয় মানে হল পূর্ণ আনুগত্য।"

২৯৯. বারবার আল্লাহর আহ্বান

রবী বিন আনাস বলেন :

ان العبد اذا التفت فى الصلوة قال له الرب : ابن ادم اقبل الى، فان التفت الثانيه قال له : ابن ادم اقبل إلى فان التفت الثالثة او الرابعة شك ابو يحى قال له الله ابن ادم لا حاجة لـــى فيك —

অর্থ : "বান্দা যখন নামাযে অন্যমনস্ক হয়, তখন আল্লাহ তাকে বলেন, ইবনে আদম! আমার দিকে মন দাও। যখন সে দ্বিতীয় বার আবার

অন্যমনস্ক হয়, আল্লাহ বলেন, ইবনে আদম! আমার দিকে মন দাও। যখন তৃতীয় বার বা চতুর্থবার অন্যমনস্ক হয়, তখন আল্লাহ বলেন, ইবনে আদম! তোমার কোনো প্রয়োজন নেই আমার।"

৩০০. আল্লাহর সামনে অবস্থান

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

إن العبد اذا قام فى الصلوة فانه بين الرحمن عز و جل فاذا التفت قاله الرب عزوجل : ابن ادم، الى من تلتفت؟ إلى خير لك منى تلتفت؟ ابن ادم اقبل الى خير لك ممن تلتفت إليه —

অর্থ : "বান্দা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন সে আল্লাহর দুই চোখের মাঝে (সামনে) থাকে। যখন সে অন্যমনস্ক হয়, তখন আল্লাহ বলেন, ইবনে আদম! কোন দিকে মন দিচ্ছ? যার দিকে মন দিচ্ছ তা কী আমার থেকেও তোমার জন্য ভাল? ইবনে আদম! যার দিকে তুমি মন দিচ্ছ তার থেকে ভালোর প্রতি তুমি মনোনিবেশ কর।"

৩০১. দু'টি অভ্যাস হারিয়ে যাচ্ছে

কাসেম বিন মুহাম্মাদ রহ. বলেন, পূর্বে মানুষের মধ্যে দুটি গুণ ছিল, ক্রমেই তা হারিয়ে যাচ্ছে। যথা–الجود بما رزقهم الله

অর্থ : (১) আল্লাহ প্রদত্ত মাল-সম্পদে দানশীলতা।

অর্থ : (২) قيام الليل و রাতে ইবাদত-বন্দেগী করা।

৩০২. শীতল গনীমত

আমের বিন মাসউদ রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : الصوم فى الشتاء الغنيمة الباردة

অর্থ : "শীত মৌসুমের রোযা শীতল গনীমত অর্থাৎ বিনা কষ্টে অর্জিত আমল।"

৩০৩. তাহাজ্জুদ আঁকড়ে ধরার আহ্বান

হাবীব বিন আবু সাবেত বলেন, হযরত উমর রা. বলতেন :

عليكم بالغنيمة الباردة : الصيام فى الشتاء وقيام الليل —

অর্থ : "তোমরা দু'টি শীতল গনীমত আঁকড়ে ধরবে। (১) শীতকালে রোযা (২) রাতে তাহাজ্জুদ আদায়।"

৩০৪. রাতে তাহাজ্জুদ পড়লে সকাল সুন্দর হয়

মুবারক বিন ফুযালা রহ. বলেন, আমি হযরত হাসান বসরী রহ. হতে শুনেছি। তিনি নবীজীর দু'জন সাহাবী বা তৎযুগের দুই মুসলমানের আলাপ বর্ণনা করেন যে, একজন অপরজনকে বলে :

يا اخى اخبرنى عنك اذا صبت من الليل حظا أليس تصبح أخف ظهره و أثلج صدرا وامثل رجاء اذا لم تصبه؟

অর্থ : "ভাই বলোতো, যে রাতে তুমি তাহাজ্জুদ পড়, সেই রাত পরবর্তী সকাল কী ঐ রাতের পরবর্তী সকাল হতে সুন্দর, মনোরম ও প্রশান্তিদায়ক মনে হয় না যে রাতে তুমি উঠে তাহাজ্জুদ পড়তে পার না"।

জবাবে অপর লোক বলে, অবশ্যই এমনটা হয়।

৩০৫. নবীজীর রাতের আমল পর্যবেক্ষণ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমার পিতা আব্বাস রা. একদিন আমাকে বলেন, তুমি নবীজীর বাসায় গিয়ে রাত যাপন কর। তোমার কাজ হবে, রাত জেগে নবীজীর রাতের আমল পর্যবেক্ষণ করা যে, তিনি রাতে কী কী আমল করেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, সুতরাং আব্বাজানের নির্দেশে আমি একদিন নবীজীর পেছনে ইশার নামায পড়ি। নামাযের পরে সমস্ত মুসল্লি চলে যায়। আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না। নবীজী আমাকে আবছা দেখে জিজ্ঞাসা করেন, কে? আব্দুল্লাহ? আমি বলি, জি হুজুর, আমি। তিনি জানতে চান, ব্যাপার কী? আমি বলি, আমাকে আব্বাজান নির্দেশ দিয়েছেন আপনার ঘরে রাত কাটানোর জন্য। নবীজী বললেন, চলো ঘরে যাই। নবীজী ঘরে ঢুকে বলেন, আব্দুল্লাহ? বিছানা বিছাও। খেজুরের ছাল ভর্তি একটি বালিশ আনলেন। এরপর নবীজী মাঝারিভাবে দুই রাকাত নামায পড়লেন। এরপর শয্যায় গিয়ে শুয়ে পড়েন। এক সময় আমি নবীজীর নাক ডাকের আওয়াজ শুনতে পাই।

কিছুক্ষণ পর নবীজী জাগ্রত হয়ে বিছানায় উঠে বসেন। আসমানের দিকে তাকিয়ে সূরা আলে ইমরানের আয়াত اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ..... হতে শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করেন। তিনবার সুবহানাল্লাহ বলে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ান এবং ইস্তেঞ্জার প্রয়োজন সেরে মেসওয়াক করেন। ওজু করেন। দাঁড়িয়ে দুই রাকাত নামায পড়েন। এ দুই রাকাত বেশি লম্বাও ছিল না আবার বেশি সংক্ষিপ্তও ছিল না। এরপর নবীজী আবার শয্যায় এসে ঘুমিয়ে পড়েন। তাঁর নাক ডাকার শব্দও শোনা যায়। কিছুক্ষণ পর আবার জাগ্রত হয়ে বিছানায় উঠে বসেন এবং পূর্বের মত আয়াত তেলাওয়াত করেন। তিন বার সুবহানাল্লাহ বলেন। এরপর উঠে মেসওয়াক করেন, ওজু করেন এবং মাঝারি ধরনের দুই রাকাত নামায পড়েন। এরপর শয্যায় এসে শুয়ে পড়েন। আমি নবীজীর নাক ডাকার আওয়াজ শুনি। খানিক পরে আবার সজাগ হন এবং পূর্বের মত সব কাজ করেন। এরপর ছয় রাকাত তাহাজ্জুদ পড়ে তিন রাকাত বিতর পড়েন। এরপর সুবহে সাদিক হলে দুই রাকাত ফজরের সুন্নত পড়েন। নামায শেষে একটি লম্বা দোয়া করেন। তিনি বলেন :

اللهم اجعل فى بصرى نورا، وفى سمعى نورا وفى قلبى نورا و من امامى نورا، و من خلفى نورا وعن يسارى نورا، واجعل لى يوم القيامة نورا، و عظم لى نورا —

অর্থ : "হে আল্লাহ! আমার চোখে নূর দাও। কানে নূর দাও। অন্তরে নূর দাও। সামনে নূর দাও। পেছনে নূর দাও। উপরে নূর দাও। নীচে নূর দাও। ডানে নূর দাও। বামে নূর দাও। তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের দিন আমাকে নূর দিও। আমার নূরকে বাড়িয়ে দাও।"

৩০৬. নামাযে দীর্ঘ সময় দাঁড়ানোর ফায়েদা

মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

طول القيام فى الصلوة يهون من سكرات الموت —

অর্থ : "নামাযে দীর্ঘ সময় দাঁড়ালে তা মৃত্যুর যন্ত্রণা সহজ করে দেয়।"

৩০৭. ফেরেশতার চুমো পাওয়ার আমল

আবু ইসহাক বর্ণনা করেন যে, হাকাম বিন উতায়বা রহ. বলেন, যে ব্যক্তি চারটি আমল করে ফেরেশতা তাকে চুমো দেয়। যথা–

اذا قام الرجل فتسوك —

অর্থ : (১) রাতে জাগ্রত হয়ে মেসওয়াক করে।

ثم قام فصلى فأثنى على الله —

অর্থ : (২) এরপর দাঁড়িয়ে নামায পড়ে আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করে।

وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ا

অর্থ : (৩) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরূদ পড়ে। — ثم قرأ آيات

অর্থ : (৪) অতঃপর কুরআনের কিছু আয়াত তেলাওয়াত করে।

৩০৮. তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য আহ্বান

হাসান বসরী রহ. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

صلوا من الليل صلوا اربعا صلوا ركعتين، ما من اهل بيت تعرف لهم الصلوة من الليل الا نادى مناد : يا هل البيت قوموا لصلاتكم —

অর্থ : "তোমরা রাতে তাহাজ্জুদ নামায পড়, যদিও চার রাকাত বা দুই রাকাত হোক। যে ঘরের লোকজন তাহাজ্জুদ পড়ে না, সেখানে এক ঘোষক ঘোষণা করে :— يا اهل البيت قوموا لصلاتكم

অর্থ : "হে বাড়ির বাসিন্দারা! উঠে নামায পড়।"

৩০৯. হাসান বসরীর আহ্বান

আবুল আশহাব হযরত হাসান বসরী রহ.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি মানুষের প্রতি এভাবে আহ্বান জানাতেন :

صلوا من الليل ولو قدر حلب شاة —

অর্থ : "তোমরা তাহাজ্জুদ নামায পড়; যদিও বকরীর দুধ দোহন পরিমাণ সময়ে হোক।"

৩১০. তাহাজ্জুদ না পড়ার পরিণাম

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন :

بحسب الرجل من الخيبة أو قال : من الشر ان يبيت ليلته لا يذكر الله حتى يصبح فيصبح وقد بال الشيطان فى اذنه —

অর্থ : "মানুষের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে রাতযাপন করে কিন্তু এর মধ্যে সকাল পর্যন্ত কখনও আল্লাহকে স্মরণ করে না। শয়তান এমন লোকের কানে পেশাব করে দেয়।"

৩১১. বারবার উঠে তাহাজ্জুদ পড়া

ইয়ালা বিন সামলাক রহ. বলেন, উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা রা.-কে নবীজীর রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন :

كان يصلى العتمة ثم يسبح ثم يصلى ما شاء الله من الليل ثم ينصرف فيرقد مثل ما صلى، ثم يستيقظ من نومته تلك فيصلى مثل ما نام —

অর্থ : "নবীজী ইশার নামায পড়তেন। এরপর তাসবীহ পাঠ করতেন। এরপর রাতে আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী নামায পড়তেন। নামায শেষে নামাযের সময় পরিমাণ শয়ন করতেন। এরপর ঘুম থেকে জেগে ঘুমের সময় পরিমাণ নামায পড়তেন।"

৩১২. নামায শ্রেষ্ঠ ইবাদত

ইব্রাহীম বলেন, আমি সাবেত বুনানী রহ.-কে বলতে শুনেছি :

الصلوة خدمة الله فى الارض ولو علم الله شيئا افضل من الصلوة ما قال : فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ ـ

অর্থ : "পৃথিবীতে নামায হল আল্লাহর সেবা। যদি আল্লাহর দৃষ্টিতে নামায হতে শ্রেষ্ঠ কোনো ইবাদত থাকত, তাহলে তিনি বলতেন না :

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ ـ

সুতরাং (একদা) যাকারিয়া যখন ইবাদতখানায় নামায আদায় করছিলেন, তখন ফেরেশতাগণ তাকে ডাক দিল।"[৬০]

---

৬০. সূরা আলে ইমরান : ৩৯।

৩১৩. ফেরেশতাদের কাছে আল্লাহর গর্ব

হযরত আনাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

ان الله يباهى الملائكة بالعبد اذا نام وهو ساجد يقول : انظروا الى عبدى هذا نفسه عندى وجسده فى طاعتى —

অর্থ : "আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের কাছে গর্ব করেন, যখন বান্দা সেজদায় গিয়ে ঘুমায়। আল্লাহ বলেন :

انظرو الى عبدى هذا ، نفسه عندى وجسده فى طاعتى —

এই বান্দার প্রতি চেয়ে দেখ। তার নফস আমার কাছে অথচ তার দেহ আমার আনুগত্যে নিয়োজিত।

৩১৪. সর্বোত্তম নামায তাহাজ্জুদ

হযরত জুনদুব বিন সুফিয়ান রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

افضل الصلوة بعد الصلوة المفروضة الصلوة فى جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذى تدعونه المحرم —

অর্থ : "ফরজ নামাযের পরে সর্বোত্তম নামায হলো শেষ রাতের (তাহাজ্জুদ) নামায। আর রমযান মাসের রোযার পরে সর্বোত্তম রোযা হলো ঐ মাসের রোযা যাকে তোমরা মুহাররম বল। অর্থাৎ মুহাররমের রোযা।"

৩১৫. তাহাজ্জুদের জন্য মিসওয়াকের নির্দেশ

হযরত যাবের বিন আব্দুল্লাহ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

اذا اراد أحدكم ان يصلى بالليل فليستاك —

অর্থ : "তোমাদের কেউ রাতে নামায (তাহাজ্জুদ) পড়তে চাইলে তার উচিত মিসওয়াক করা।"

৩১৬. তাহাজ্জুদ পড়তে নবীজীর মিসওয়াক করা

হযরত হুযায়ফা রা. নবীজীর আমলের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك —

অর্থ : "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে তাহাজ্জুদ পড়তে উঠলে মিসওয়াক দ্বারা মুখ পরিষ্কার করতেন।"

৩১৭. মিসওয়াক করা নেককারদের রীতি

উমর বিন যর তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন :

كان نفال السواك قبل التهجد من اعمال الصالحين —

অর্থ : "তাহাজ্জুদের পূর্বে মিসওয়াক করা নেককারদের রীতি ও আমল।"

৩১৮. মুসলমানের উত্তম স্বভাব

মুহাম্মাদ বিন ইয়াযিদ বলেন, আমি আব্দুল আযীযকে বলতে শুনেছি :

خلقان كريمان من أحسن اخلاق المرء المسلم : التهجد والمداومة على السواك —

অর্থ : "মুসলমানের উত্তম চরিত্রসমূহের মধ্যে দু'টি উত্তম স্বভাব হলো- তাহাজ্জুদ নামায পড়া এবং বেশি বেশি নিয়মিত মিসওয়াক করা।"

৩১৯. মিসওয়াক শিয়রে রেখে ঘুমানো

হযরত ইবনে উমর রা. নবীজীর মিসওয়াকের আমল সম্পর্কে বলেন :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى بعد السواك عند رأسه فاذا قام بدأ بالسواك —

অর্থ : "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথার কাছে মিসওয়াক না রাখে ঘুমুতেন না। যখন তিনি ঘুম থেকে উঠতেন প্রথমে মিসওয়াক করতেন।"

৩২০. তাহাজ্জুদ ছুটে গেলেও সওয়াব লাভ

হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

من كانت له صلوة بليل فغلبه عليها نوم فنام عنها كتب الله له اجر صلوته و كانت نومه صدقة من الله تصدق به عليه —

অর্থ : "যে ব্যক্তি রাতে নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়ে কিন্তু কোনো দিন ঘুম প্রবল হওয়ায় তাহাজ্জুদ ছুটে যায়, তাহলে আল্লাহ তাকে তাহাজ্জুদের সওয়াব দান করেন। আর তার ঘুম আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য সদকা স্বরূপ হয়।"

৩২১. ইশার পরের নামাযই তাহাজ্জুদ

ইয়াস বিন মুয়াবিয়া মুযানী রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

لابد من صلوة الليل ولو حلب ناقة ولو حلب شاة وما كان بعد صلوة العشاء الاخرة فهو من الليل —

অর্থ : "তাহাজ্জুদ পড়া জরুরি, যদিও উটনী বা ছাগলের দুধ দোহন পরিমাণ সময়ে হোক। ইশার পরে যে নামাযই পড়া হয় তা হলো তাহাজ্জুদ নামায।"

৩২২. নামায পড়তে পড়তে পা ফুলে যাওয়া

হযরত মুগীরা ইবনে শোবা রা. ঘটনা বর্ণনা করেন যে–

قام النبى صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه فقيل : يا رسول الله! قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال : افلا اكون عبدا شكورا —

অর্থ : "তাহাজ্জুদ পড়তে পড়তে নবীজীর দুটি পা ফুলে যেত। বলা হল, আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ পাক তো আপনার সামনের-পেছনের সব গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। (তারপরেও এত আমল করেন কেন?) তিনি বলেন : افلا اكون عبدا شكورا؟

তবে কী আমি শোকরগুজার বান্দা হব না? অর্থাৎ যেহেতু আল্লাহ আমার সমস্ত ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়ে আমার উপর ইহসান করেছেন, তাই আমি তার শুকরিয়া হিসেবে অধিক ইবাদত করি।"

৩২৩. নবীজীর পা ফেটে যাওয়া

হযরত আবু হুরায়রা রা. নবীজীর অবস্থা বর্ণনা করেন :

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی حتی تزلغ قدماہ —

অর্থ : "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত বেশি নামায পড়তেন যে, তার পদযুগল ফেটে যেত।"

৩২৪. স্বামীর ফোলা পা দেখে ক্রন্দন

হযরত আনাস বিন সিরীন রহ. মাসরুকের স্ত্রীর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি তার স্বামী সম্পর্কে বলেন :

کان یصلی حتی ترم قدماہ فربما جلست خلقه أبکی مما اراہ نصنع بنفسه —

অর্থ : "নামায পড়তে পড়তে তার পা ফুলে যেত। কখনো আমি তার পিছনে বসে নফসের সঙ্গে তার আচরণ দেখে ক্রন্দন করতাম।"

৩২৫. হামাগুড়ি দিয়ে শয্যায় আসা

মুআজা আল-আদাবিয়া বলেন :

کان صلة بن أشیم یقوم من اللیل حتی یفتر فما یجئ الی فراشه الا حبوا —

অর্থ : "নামায পড়তে পড়তে সিলা বিন উশাইমের পা অবশ হয়ে যেত। ফলে তিনি হামাগুড়ি দিয়ে ছাড়া শয্যায় আসতে পারতেন না।"

৩২৬. তাহাজ্জুদের কেরাত শুনতে ফেরেশতাদের আগমন

মুহাম্মাদ বিন কায়েস বলেন, আমার নিকট একটি তথ্য এসেছে; আর তা হলো :

ان العبد اذا قام من اللیل للصلوة هبطت علیه الملائکة تستمع لقراءته واستمع له عمار الدار و سکان الهواء —

অর্থ : "বান্দা যখন রাতে তাহাজ্জুদ পড়তে দাঁড়ায়, তখন আসমান হতে ফেরেশতারা নেমে এসে তার কুরআন পড়া শোনে। ঘরে অবস্থানরত জিন এবং অন্যান্য প্রাণীও মন দিয়ে শোনে।"

৩২৭. রাতের নামাযের ফযিলত বেশি

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন :

فضل صلوة الليل على فصل صلوة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية

অর্থ : "প্রকাশ্যে দানের থেকে গোপনে দানের ফযিলত যেমন বেশি, তেমনি দিনের নামাযের ফযিলতের চেয়ে রাতের নামাযের ফযিলত বেশি।"

৩২৮. একটি আয়াতের ব্যাখ্যা

ঈসা বিন মুসাইয়িব রহ. বলেন, কাসেম বিন আব্দুর রহমান পবিত্র কুরআনের আয়াত : فاذا فرغت فانصب এর ব্যাখ্যায় বলেন :

اذا فرغت من الفريضة فانصب فى قيام الليل —

অর্থ : "যখন তুমি ফরজ আদায় শেষে অবসর নিবে, তখন তাহাজ্জুদ নামাযে নিজেকে পরিশ্রান্ত কর। অর্থাৎ এত বেশি তাহাজ্জুদ পড় যে, পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে যাও।"

৩২৯. তাহাজ্জুদ কখন পড়া উত্তম?

আবু মুসলিম বলেন, আমি হযরত আবু যর রা.-কে জিজ্ঞাসা করলাম :

اى قيام الليل افضل؟

অর্থ : "রাতে কখন তাহাজ্জুদ পড়া উত্তম?"

জবাবে তিনি বলেন, আমি নিজেই এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি উত্তরে বলেছিলেন :

نصف الليل أو جوف الليل و قليله فاعله

অর্থ : "মধ্যরাত অথবা শেষ রাত। তবে এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম।"

৩৩০. রাতের যে সময়টি আল্লাহর নিকটবর্তী

হযরত আমর বিন আবাসা রা. বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম :

يا رسول الله! هل من ساعة من الليل اقرب الى الله من ساعة اخرى؟

অর্থ : "হে আল্লাহর রাসূল! রাতের কোন সময়টি অন্য সময়ের তুলনায় আল্লাহর বেশি নিকটবর্তী ও প্রিয়?"

জবাবে নবীজী বলেন :

جوف الليل الآخر، ثم صل ما بد الك حتى تصلى الصبح —

অর্থ : "মধ্যরাতের শেষ সময়। এ সময় থেকে নিয়ে সুবহে সাদিক পর্যন্ত তুমি যত ইচ্ছা নামায পড়বে।"

৩৩১. কোন সময় দোয়া বেশি কবুলযোগ্য?

হযরত আবু উমামা রা. বলেন, এক ব্যক্তি এসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল : اى الصلوة افضل؟

অর্থ : "কোন সময়ের নামায সর্বোত্তম?"

জবাবে নবীজী জানান : جوف الليل الأوسط

অর্থ : "মধ্যরাতের মধ্যভাগের নামায।" অর্থাৎ ফরজ নামাযের পর সর্বোত্তম নামায হল তাহাজ্জুদ নামায।

লোকটি আবার জানতে চায় : أى الدعاء أسمع؟

অর্থ : "কোন সময়ের দোয়া বেশি কবুলের সম্ভাবনা রাখে?"

জবাবে নবীজী বলেন : دبر المكتوبات

অর্থ : "পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাযের পরের দোয়া।"

৩৩২. তাহাজ্জুদ নামায গুনাহ মিটিয়ে দেয়

মুহাম্মাদ বিন তলহা বলেন, আমার পিতা তার স্ত্রী, খাদেম এবং কন্যাদেরকে তাহাজ্জুদ পড়ার নির্দেশ দিতেন এবং তিনি বলতেন :

صلوا ولو ركعتين فى جوف الليل فان الصلوة فى جوف الليل تحط الأوزار وهى من اشرف اعمال الصالحين —

অর্থ : "তোমরা মধ্যরাতে দু'রাকাত হলেও তাহাজ্জুদ পড়। কেননা মধ্যরাতের নামায গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয় এবং তা নেককারদের অন্যতম আমলের অন্তর্গত।"

৩৩৩. আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার সময়

হযরত আমর বিন আবাসা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি :

ان الرب اقرب ما يكون من العبد فى جوف الليل الاخر فان استطعت ان تكون ممن يذكر الله فى تلك الساعة فكن —

অর্থ : "মধ্যরাতের শেষ সময়ে আল্লাহ তা'আলা বান্দার সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ ও নিকটবর্তী হন। সুতরাং যদি তুমি পার এ সময়ে আল্লাহকে স্মরণ করতে, তাহলে করো।"

৩৩৪. মু'মিনের সম্মান ও মর্যাদার উৎস

হযরত জিহাক রহ. মু'মিনের মর্যাদার খোঁজ দিতে গিয়ে বলেন :

شرف المؤمن صلوته فى جوف الليل —

অর্থ : "মু'মিনের মর্যাদা মধ্যরাতের তাহাজ্জুদের মধ্যে নিহিত।"

আর মু'মিনের সম্মানের উৎস সম্পর্কে বলেন :

و عزه استغناؤه عن الناس —

অর্থ : "মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষিতার মধ্যেই তার সম্মান নিহিত।"

৩৩৫. রাতে দোয়া কবুলের বিশেষ ক্ষণ

হযরত যাবের রা. বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি :

ان فى الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله فيها خيرا من الدنيا والاخرة الا اعطاه اياه و ذلك كل ليلة —

অর্থ : "রাতে একটি বিশেষ সময় আছে, তখন কোনো মুসলমান আল্লাহর কাছে দুনিয়া-আখেরাতের কোনো প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা প্রদান করেন। এ বিশেষ ক্ষণ সব রাতেই রয়েছে।"

৩৩৬. শেষ রাত বেশি প্রিয়

আব্দুর রহমান বিন আব্দুল কারী বলেন, হযরত উমর রা. প্রায় বলতেন : الساعة التي تنامون فيها احب الى من الساعة التي تقومون فيها

অর্থ : "যে সময়ে তোমরা নামায পড়, সে সময়ের তুলনায় ঐ সময়টি আমার কাছে বেশি প্রিয় যখন তোমরা ঘুমাও।"

হযরত সুফিয়ান রহ. বলেন, মানুষ প্রথম রাতে নামায পড়ত আর শেষ রাতে ঘুমাত, তাই হযরত উমর রা. এ মন্তব্য করেন। কেননা প্রথম রাতে নামায পড়ার তুলনায় শেষ রাতে নামায পড়া বেশি উত্তম।

৩৩৭. দীর্ঘ তাহাজ্জুদ বেহেশতী হুরের মোহর

আযহার বিন মুগীছ রহ. বলেন, আমার পিতা অন্ধকার রাতে তাহাজ্জুদগুজারদের অন্যতম ছিলেন। তিনি আমাদেরকে তার দেখা একটি স্বপ্ন বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি এক রাতে স্বপ্নে একজন সুন্দরী, রূপসী নারী দেখি। দুনিয়ার কোনো মহিলার সঙ্গে তার তুলনা হয় না। তখন তার আর আমার মাঝে নিম্নরূপ কথাবার্তা হয়।

আমি : من أنت "তুমি কে?"

মহিলা : حوراء امة الله "আমি আল্লাহর বাঁদী জান্নাতী হুর।"

আমি : زوجني نفسك "আমাকে তোমার সঙ্গে বিবাহ করিয়ে দাও।"

মহিলা : اخطبني إلى سيدي وامهرني "আমার মালিকের কাছে তুমি প্রস্তাব দাও এবং আমার মোহর প্রদান কর।"

আমি : ما مهرك؟ "তোমার মোহর কী?"

মহিলা : طول التهجد "লম্বা তাহাজ্জুদ নামায।"